VÁLMÍKI AND HIS TIMES

OR

VIEW OF THE STATE OF SOCIETY, RELIGION, POLITY, COMMERCE &C. OF VÁLMÍKI'S TIMES AS CAN BE GLEANED FROM THE EPIC OF RÁMÁYANA

BY

PRAFULLA-CHANDRA BANERJI.

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ দৃষ্টে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, গৃহধর্ম্ম, বাল্মীকির অভ্যুদয়কাল ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ সাহা মহাশয়ের সাহায্যে
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৪, বাইলেন, অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৬। অক্টোবর।

[1 Rupee and 4 Annas.] [মূল্য ১।০ টাকা চারি আনা]

VALMÍKI AND HIS TIMES

OR

VIEW OF THE STATE OF SOCIETY, RELIGION, POLITY, COMMERCE &C. OF VÁLMÍKI'S TIMES AS CAN BE GLEANED FROM THE EPIC OF RÁMÁYANA

BY

PRAFULLA-CHANDRA BANERJI

IN SEVEN BOOKS.

BOOKS I, II, III & IV.

CALCUTTA

No. 24, BYE-LANE, UPPER CIRCULAR ROAD,

THE GIRISHA-VIDYARATNA PRESS.

1876.

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা সংশোধিত
ও মুদ্রিত।

সূচিপত্র।

অবতরণিকা।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়

সমীপে

আজি আপনাকে সেই সকল পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া এইপ্রকার অবতারণা করিব।

পঠদ্দশা হইতে এপর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি যে ভারতের হিন্দুসাময়িক ইতিহাস নাই। আজিপর্য্যন্ত সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন, ভারতের ইতিহাসবেত্তারা ইহা কাগজ কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, শিক্ষকে যথাসাধ্য তৎপথ অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন না, এবং বালকেরা এই কথা উত্তর স্থলে লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। তবে সত্য সত্যই কি আমাদের আদিম ভারতের ইতিহাস নাই? এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে অগ্রে দেখা যাউক যে ইতিহাস কাহাকে বলে।

ইতিহাস কাহাকে বলে এতৎ সম্বন্ধে আমার একই উক্তি। "বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণনমাত্র, কতকগুলি অব্যবসায়ীর হস্তে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিহাসকর্ত্তারা এমনই ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ যে, যে খানে যুদ্ধাদির ব্যাপার-বাহুল্য সেই খানেই তাঁহাদের বাগ্‌জাল-বিস্তার, যে খানে শান্তির সম্ভব সেই খানেই "বিশেষ কোন ঘটনা নাই" বলিয়া তাঁহাদের নিবৃত্তি। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে বাচ্য হইতে পারে না, উহা ইতিহাসের সংযোগস্থলমাত্র। অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংযোগবিহীনতা সত্ত্বেও উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে যদি বাচ্য হয়, তবে উহার উপকারিতা অন্বেষণ আবশ্যক; এরূপ অন্বেষণের লব্ধ ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওরূপ ইতিহাসের এক অংশ ভাটের, অপরাংশ কথঞ্চিৎ সৈনিকের উপকারে আইসে, কিন্তু সাধারণ সমাজ তাহাতে অল্পই উপকৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসের ত এরূপ ধর্ম্ম নহে; উহা সমাজের পরিচালক বলিয়া আমাদের যে সংস্কার আছে তাহা কি মিথ্যা? কেনই বা মিথ্যা

হইবে? যদি মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তি-সমুদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ইতিহাস-পদে বাচ্য করা যায়, তবে আমাদের সংস্কার নির্ম্মূল না হইয়া আরও দৃঢ় হইবার কথা। আমাদিগের বিবেচনায় উহাই প্রকৃত ইতিহাস, এবং রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশল-বর্ণন উহার সংযোগস্থলমাত্র।''

ইতিহাসকে সম্ভবতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহাতে রাজাবলী, রাজকীর্ত্তি এবং কালনির্ণয় প্রভৃতির প্রাধান্য, তাহাকে আখ্যানময় বলা যায়; আর যাহাতে "মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তিসমুদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি" প্রকাশিত হয়, তাহা বিজ্ঞানময়। তন্মধ্যে শেষোক্তই যে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। এই বিশ্বরূপ নাট্যশালায় সংসার-নাটকে আমরা এক এক অভিনেতা, পূর্ব্বগত বিষয় অবগতি ও তাহার ভাব অভ্যাস দ্বারা পবস্থিত বিষয় কিরূপে অভিনয় ও তাহাতে কিরূপ রস উৎপাদন দ্বারা কৃতী হইতে পারিব, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানপ্রধান ইতিহাসই শিক্ষাদানে সুপটু। আখ্যানময় ইতিহাস বিজ্ঞানময় ইতিহাসে প্রবেশার্থ সচ্ছল পথস্বরূপ। অবশ্যগন্তব্য স্থানে এবং তদভিমুখ সচ্ছল পথে যেরূপ সম্বন্ধ, বিজ্ঞানময় ইতিহাসের সহ আখ্যানময় ইতিহাসেরও সম্বন্ধ তদ্রূপ, সুতরাং বিজ্ঞজনেরা আখ্যানময় ইতিহাসের অভাবকে তত ক্লেশদায়ক বিবেচনা করেন না, যত বিজ্ঞানময় ইতিহাসের অভাবকে করিয়া থাকেন।

ভারতের অতি প্রাচীনকালীয় আখ্যানময় ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গীণভাবে নাই। কিন্তু কোন্ প্রাচীন দেশের সর্ব্বাঙ্গীণভাবে আছে? মিসর দেখ, অতি সামান্য। গ্রীস দেখ, ৭৭৬ খৃঃ পূর্ব্বের ইতিহাস সমস্তই উপন্যাসময় এবং কাল অনির্ণীত, তাহার পর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ করিয়া পিসিষ্ট্রেটসের রাজত্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস দুই একটী সামান্য গল্পমাত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে। রোমের দশা প্রায় তাহাই। ভারতেও এরূপ সমসাময়িক সামান্য সত্য ইতিহাস না পাওয়া যায় এমন নহে, তবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বগত সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য ভারত গ্রীস ও রোমের সহ তুলনায়

নিন্দনীয় হইবেন না। তবে ভারতের কলঙ্ক এই যে, ভারতের অভ্যুদয় যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সে পরিমাণে প্রাচীনতম আখ্যানময় ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা তজ্জন্য একান্ত দুঃখিত হয়েন, তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দিই যে, ইয়ুরোপীয়েরা যেরূপ ট্রয়ের যুদ্ধ প্রভৃতি উপন্যাসকে সত্য ইতিহাস পদে স্থাপিত করিয়া যথাবুদ্ধি তাহার কালনির্ণয়পূর্ব্বক চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারাও সেইরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতিকে সত্য ইতিহাস-পদে স্থাপিত করিয়া যথাবুদ্ধি তাহার একটা কালনির্ণয়পূর্ব্বক চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন। তাহার পর আর এক কলঙ্ক এই যে, অশোকের রাজত্বের পর হইতে যবনাদিকার পর্য্যন্ত ধারাবাহিক আখ্যানময় ইতিহাস নাই। কিন্তু সংগ্রহ দ্বারা সে অভাব পূরণ হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে এখনও আমার সন্দেহ আছে।

বিজ্ঞানময় ইতিহাস ভারতভাগ্যে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে যদিও একত্র সংগৃহীত নাই, কিন্তু তাহা উদ্ধার হইতে পারে কি না, বহুকাল হইল এ বিষয় জানিতে আমি অতি কৌতূহলাবিষ্ট হই। তদর্থে প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল আমি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নপূর্ব্বক, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল পাঠ ও তন্নিহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থও দেখিতে ত্রুটি করি নাই। আমার এই অনুসন্ধানে যত দূর অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আমার আশা খর্ব্ব না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে দেখিলাম যে, ইতিহাস-যোগ্য উপকরণ সমস্তই প্রচুরভাবে আছে, কিন্তু ভারতভাগ্যে নাইবুর বা গ্রোটের ন্যায় বিলক্ষণ সংগ্রহকার এবং ইতিহাসবেত্তার কেবল অভাব।

সেই সকল ঐতিহাসিক বিষয় সংগ্রহ করিয়া একত্রীভূত করিতে ভারত-ভাগ্যে কত কালে দ্বিতীয় নাইবুর বা গ্রোটের আবির্ভাব হইবে, তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন। যখনই হউক, কিন্তু বোধ হয় যে বর্ত্তমানে কখনই নহে। বঙ্গসাহিত্যের এই শৈশবকাল। বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য উভয়ই এখনও কিছুমাত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাও বা যে পরিমাণে হইয়াছে, কদর্য্য গ্রন্থের আধিক্যহেতু, সে পরিমাণে আবার বঙ্গসন্তানের দেশ-ভাষার উপর মমতা জন্মিতে পায় নাই। এমন অবস্থায় যদৃচ্ছা স্বাধীন-চিন্তা-

প্রসূত সদ্‌গ্রন্থ এবং সদ্‌গ্রন্থকারের উৎপত্তি সম্ভবে না। অধিক কথা কি, বঙ্গদর্শনের জন্মের পূর্ব্বে স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত চিন্তাশীল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বঙ্গ-ভাষায় অতি অল্পই দেখিয়াছি। এজন্য কাহার দোষ কীর্ত্তন করিব? সকল দেশেরই বিদ্যাবিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বিবিধ কারণের সমাবেশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথম, জাতীয় বিদ্যার শৈশবে রাজপ্রদত্ত উৎসাহ; তাহাতে যদি আবার ধনশালীরা যোগ দেন তবে সোণায় সোহাগা, এইজন্যই ইংরেজি শৈশবকাল এত শীঘ্র উত্তীর্ণ হইতে এবং শৈশবেই ভাবী গৌরবের চিহ্ন দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্বিতীয়, এইরূপ উৎসাহে যখন জাতীয় বিদ্যা কিয়ৎপরিমাণে পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধারণ উৎসাহ রাজদত্ত উৎসাহের স্থলাধিকার করে; তাহাতেই উহা আপন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৌরব বিস্তারে সমর্থ হয়। এ দেশে রাজপ্রদত্ত উৎসাহের কথা কহা অপেক্ষা চুপ করায় পুণ্য আছে। রাজদত্ত উৎসাহ না আছে এমন নহে, অনেক সৌভাগ্যবান্ গ্রন্থকার ছোটকর্ত্তার সহাস্য বদন দেখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। উৎসাহদান ধনশালীদিগের সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই স্বেচ্ছাধীন, দিলে যশ আছে, না দিলে নিন্দা নাই। সাধারণ উৎসাহ সম্বন্ধে স্বদেশ-ভাষার উপর লোকের যাদৃশ রুচি উপরে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে সাধারণের উৎসাহের সময় আসিতে এখনও অনেক দিন আছে। সুতরাং যে মহাত্মাদ্বয়ের নাম উপরে করিয়াছি, তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির উদ্ভব ভারতভাগ্যে এখনও বহুদিনসাপেক্ষ।

সে যাহা হউক, দুস্তর সাগরবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও বহুসাহায্যদানে সক্ষম হইয়াছিল। কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেও, ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারের অনেক সাহায্য হইতে পারিবে এই বিবেচনায়, আমি শাস্ত্রাদি-দর্শনকালীন, দৃষ্টপুস্তকসমূহ হইতে নিম্নমত বিষয়-বিভাগে ভারতীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছিলাম।

১। প্রথম পর্ব্বে—ঋগ্বেদ দৃষ্টে ভারতবর্ষের যে সকল আদিম অধিবাসী-দিগকে দস্যু বা দাস বলিয়া বেদ-চতুষ্টয়ে কথিত, তাহাদের প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি নিরূপণ। আর্য্য কাহারা, এবং তাহাতক

দৃষ্টে আদিম বাসস্থলে আর্য্যেরা কত দূর অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিরূপণ। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও তাহার বিস্তার কথন। আর্য্যদিগের ভারতে অবতরণ, তদ্বিষয়িণী ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস-পরীক্ষা। বেদ-চতুষ্টয় অনুসারে আর্য্যদিগের প্রকৃতি, পারলৌকিক ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, গৃহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বিলাস, কৌতুক, বাণিজ্য ব্যবসায় ও কৃষি প্রভৃতি নিরূপণ, জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি, জাতিবিচার ও যুগভেদে জাতিবন্ধন-প্রণালী এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা। মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণভাগ এতদুভয়ের সন্ধিকালের আলোচনা।

২। দ্বিতীয় পর্ব্বে— ব্রাহ্মণগ্রন্থানুসারে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি-কথন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, দেব দেবীর প্রকৃতি, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি হিন্দুদিগের ধর্ম্মক্রিয়ার ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং এই সকলের কল্পসূত্র প্রভৃতি আধুনিক শ্রৌতগ্রন্থ এবং অষ্টাদশ পুরাণের সহ তুলনায় কালক্রমে উন্নতি, অবনতি ও বিকৃতি প্রদর্শন। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা। ব্রাহ্মণভাগ এবং সূত্র ও দর্শনশাস্ত্র এতদুভয়ের সন্ধিকালের সমালোচন।

৩। তৃতীয় পর্ব্বে—আর্য্যবিদ্যা অর্থাৎ বেদের আবির্ভাবকাল হইতে তন্ত্রের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়িণী বিদ্যার পর্য্যালোচন। বেদের সময় হইতে অষ্টাদশ পুরাণের কালপর্য্যন্ত আর্য্যচরিত্রের ক্রমোন্নতি, অবনতি ও বিকৃতি প্রদর্শন। রামায়ণ ও মহাভারতে কথিত ইতিহাস পরীক্ষা। বৈদেশিক সম্বন্ধ এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায় কথন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতাপ এবং বুদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব, এতদুভয়ের সন্ধিকালের সমালোচন।

৪। চতুর্থ পর্ব্বে—বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক সময় পর্য্যন্ত দেশ প্রদেশীয় ক্রমাধিবেশন ও পরিজ্ঞাত হওন প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদের সমস্তের স্থান নিরূপণ এবং প্রত্যেকের যথাযথ সজ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস কথন। বুদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব ও বিলয় সমালোচন।

৫। পঞ্চম পর্ব্বে—মগধে নন্দবংশের রাজত্ব, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব এবং গ্রীকদিগের ভারতে আগমন। ভারতের প্রাচীন রাজাবলী কথন এবং প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পরীক্ষা। কালনির্ণয়ের চেষ্টা। মহম্মদীয় ধর্ম্মের

উৎপত্তি ও বিস্তার। হিন্দু রাজত্ব এবং যবনাধিকারের সন্ধিকালের সমালোচন। ভারতে যবনাধিকার-সমাপ্তি।

জীবিকার্থে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে অবকাশ এবং অর্থসম্বল উভয়েরই অনটন, সুতরাং কখনও যে আমার অভীপ্সিত সংগ্রহ কার্য্য সমাধা এবং তাহার সমাবেশ সাধন করিতে পারিব এমন প্রত্যাশা রাখি না। তথাপি আমি আশামরীচিকাবশে মুগ্ধ হইয়া যখন এই অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন, প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গত হইল, আমার বালেশ্বরে অবস্থানকালে, একদা আপনি আমার বাসায় আসিয়া আমার সংগৃহীত বিষয় অবলোকনান্তে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক, এতদভিপ্রায়ে আমাকে কহেন যে, নিতান্ত আশামরীচিকায় ভ্রমণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধাদি লেখা আবশ্যক, তাহার দ্বারা আর কোন উপকার যদিই না হয়, অন্ততঃ লিপিশক্তিও লাভ হইতে পারিবে। তদনন্তর পুস্তকাধারস্থিত পুস্তকসমূহের মধ্যে সংস্কৃত রামায়ণের পুস্তক সকল দেখিয়া, তাহা হইতে বাল্মীকির সাময়িক ভূবৃত্তান্ত উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। আমি তদ্রূপ করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশার্থে প্রেরণ করি, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ মাননীয় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক উহা সাদরে গ্রহণ ও প্রকাশ করেন। এই সূত্রে আমাকে সমগ্র রামায়ণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হয়, এবং তাহা হইতেই, ভূবৃত্তান্ত প্রকাশের পরে, বাল্মীকির সাময়িক সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি, গৃহধর্ম্ম প্রভৃতি আলোচন করিতে অভিলাষ হয়। তদনুসারে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিষয়ক প্রস্তাবের বহুসংখ্যক বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি। এক্ষণে সেই সকল প্রস্তাব আরও বহুতর নূতন বিষয়ের সহিত সমাবেশ করিয়া, প্রায় সমগ্র অংশই নূতন করিয়া লিখিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়চতুষ্টয়ের পরিচয় দান অনাবশ্যক, যেহেতু পুস্তকহস্তে পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অপর তিন অধ্যায় নিম্নমত বিষয়-সন্নিবেশে বিভক্ত। ৫ অধ্যায়ে—বৈশ্যবর্গের আচার ব্যবহার নিরূপণ; জাতীয় ধনবত্তা ও কৃষিকার্য্যের অবস্থা; দেশীয় অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থা; বহির্বাণিজ্য-কথনে প্রাচীন আর্য্যদিগের সমুদ্রযাত্রা নিরূপণ, স্থলপথে বাণিজ্য-পথ এবং বৈদেশিক সম্বন্ধ নিরূপণ, এবং আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের

যথাযথ বৃত্তান্ত; সজ্ক্ষিপ্ত সার। ৬ অধ্যায়ে—গৃহধর্ম্ম কথনের অবতরণিকা; স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা কত দূর প্রচলিত ছিল ও তাহার সদসৎ ফল বিচার; ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং জাতীয় বিবাহপদ্ধতি, জাতকর্ম্মাদি, সন্তানশিক্ষার প্রণালী, বস্ত্রালঙ্কার, খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন, বিলাসদ্রব্যাদি এবং বিলাস কৌতুক ও আমোদ, বর্ণভেদে বিভিন্নাচার, প্রেতকার্য্যাদি, গৃহস্থাশ্রমে শুভাশুভ লক্ষণ বিষয়ক সংস্কার, সজ্ক্ষিপ্ত সার। ৭ অধ্যায়ে—বৈদেশিক সম্বন্ধ নিরূপণ, বাল্মীকির কালনির্ণয়, সজ্ক্ষিপ্ত সার। উপসংহারে—পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার এবং রামায়ণ সম্বন্ধে যথাবুদ্ধি মন্তব্য। সমাপ্তি।

বাল্মীকির কালনির্ণয় প্রথমে করিলাম না, পুস্তকের শেষভাগের জন্য রাখিলাম। তাহার কারণ, নির্ণয়কালে অনেক বিষয়ের পুনরুক্তি করিতে হইবে না, কেবল উল্লেখমাত্রে কার্য্যসমাধা হইতে পারিবে। বাল্মীকির কাল-সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যে সময়ে ভারতে স্থত্রগ্রন্থের প্লাবন এবং তদনুসারিণী ক্রিয়াকলাপের বিস্তার, সেই সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত ভারতীয় ইতিহাস রচনে যে প্রণালী অবলম্বিত হওয়া আমার বাসনা, এ প্রবন্ধে সে প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। উভয়েরই অন্তর্ভূত বিষয়মালা সংগ্রহার্থে অভিপ্রায় যদিও এক, কিন্তু ইহাতে সংগ্রহ ও সংযোজনপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবলম্বিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধের উৎপত্তিও যেমন নূতন, ব্যক্তীকরণও সেইরূপ নূতন এবং বিস্তার সম্পন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য এখন বলিব না, যদি অশ্রদ্ধেয়-কাব্য-নাটক-প্লাবিত বঙ্গে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন বলিব। যাহা হউক, যেরূপ বাসনা করিয়াছিলাম, এ প্রবন্ধ রচনে সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা ভবিতব্য জানেন। আপনি, অতুল বাবু এবং বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি ইহার প্রতি যথেষ্ট আদর এবং অনুকূলতা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে সেই ভাবে গৃহীত হইলে শ্রমসফলতা লাভ করিব। আমার এ শ্রম শিক্ষিত সমাজের জন্য, এ কথা যদিও ধৃষ্টতা এবং স্পর্দ্ধাপূর্ণ, তথাপি ইহাই আমার উদ্দেশ্য; ইহাতে যে কেহ শিক্ষিত আমাকে অপরাধী বিবেচনা করিবেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত

জন ইহা যদি পাঠ করেন, তাহা আমার সৌভাগ্য, যদি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার উক্তি যে "জানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

এই প্রবন্ধ রচনে আমিও বহুবিধ গ্রন্থকারের গ্রন্থের নিকট ঋণী, সে সকলের নাম প্রবন্ধমধ্যে স্বীকার করিয়াছি। বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে এবং অনুরোধে সংস্কৃত ভাষার জীবিত কাল নিরূপণ অংশ যোজিত হইয়াছে। বেদ হইতে গৃহীত সূক্তনিচয় মাধবাচার্য্যের ভাষ্য এবং মক্ষমূলরের ইংরেজি অনুবাদ সাহায্যে গৃহীত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত বিষয় সকল ইংরেজি অনুবাদ দৃষ্টে গৃহীত। লাটিন ও অপরাপর ভাষার গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত বিষয় সকল মূল গ্রন্থ দৃষ্টে গৃহীত হইয়াছে। আপাততঃ এই প্রবন্ধের প্রথম চারি অধ্যায় বাবু প্রাণনাথ সাহার যত্নে ও ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। শেষ তিন অধ্যায় নানাকারণে এ ক্ষণে প্রকাশিত হইল না, বিশেষ একত্রে মুদ্রিত হইলে পুস্তকের অত্যধিক মূল্য নির্দ্ধারিত না করিলে চলিত না।

এই সংস্করণে অনেক অশুদ্ধি শোধনযোগ্য এবং অনেক অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন যোগ্য রহিয়া গেল। তাহার কারণ একান্ত সময়াভাব। এই কারণ হেতু, এমন কি, অনেকগুলি প্রুফ পর্য্যন্ত স্বয়ং দেখিতে পারি নাই। এজন্য পাঠকের ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন, না করেন, নিন্দা করিবেন।

বহুকালের পর এত দিনে আজি এই প্রবন্ধ সাহিত্য-সমাজে অর্পণ করিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ই ভাদ্র, ১২৮৩।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

প্রস্তাবনা।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ভারত যাহার লীলাভূমি, ভারতী যাহার জননী, সংস্কৃত যাহার বাক্যালাপ, মনু যাহার পিতৃপুরুষ, বেদবিদ্যা যাহার চিত্তপ্রসূত, সেই জগদ্‌গুরু আর্য্যজাতির জীবনী আজি কি না কীর্ত্তিবিলোপী কাল-কবলে নিহিত! বিধাতঃ! যে ভারত তোমার মানস-কন্যা, যে ভারত একদা মোহিনী মূর্ত্তিতে জগৎ মোহিত করিয়াছে, আজি তোমার সেই ভারত পথের ভিখারিণী! যে আর্য্য-নাম-প্রাপ্ত্যাশয়ে সভ্যতম জগৎ আজি ক্ষিপ্তপ্রায়, সেই আর্য্য-নামে ভারত-সন্তানেরা নির্ব্বিবাদে অধিকারী হইয়াও তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইলেন না, কি আক্ষেপ!—সেই নামে ঔদাস্য!

ইতিহাস কাহাকে বলে? বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণনমাত্র, কতকগুলি অব্যবসায়ীর হস্তে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিহাসকর্ত্তারা এমনই ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ যে, যে খানে যুদ্ধাদির ব্যাপার-বাহুল্য সেই খানেই তাঁহাদের বাগ্‌জাল-বিস্তার, যেখানে শান্তির সম্ভব সেই খানেই "বিশেষ কোন ঘটনা নাই" বলিয়া তাঁহাদের নিবৃত্তি। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে বাচ্য হইতে পারে না, উহা ইতিহাসের সংযোগস্থলমাত্র।

অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংযোগবিহীনতা সত্ত্বেও উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে যদি বাচ্য হয়, তবে উহার উপকারিতা অন্বেষণ আবশ্যক ; এরূপ অন্বেষণের লব্ধ ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওরূপ ইতিহাসের এক অংশ ভাটের, অপরাংশ কথঞ্চিৎ সৈনিকের উপকারে আইসে, কিন্তু সাধারণ সমাজ তাহাতে অল্পই উপকৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসের ত এরূপ ধর্ম্ম নহে ; উহা সমাজের পরিচালক বলিয়া আমাদের যে সংস্কার আছে তাহা কি মিথ্যা ? কেনই বা মিথ্যা হইবে ? যদি মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তি-সমুদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ইতিহাস পদে বাচ্য করা যায়, তবে আমাদের সংস্কার নির্ম্মূল না হইয়া আরও দৃঢ় হইবার কথা। আমাদিগের বিবেচনায় উহাই প্রকৃত ইতিহাস, এবং রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণন উহার সংযোগস্থলমাত্র ! যথায় এরূপ কোন ইতিহাসের অভাব, তথায় যত কিছু সেই অভাব-বিমোচক বলিয়া পরিচিত হয়, তাহার মধ্যে স্বভাবতত্ত্ববিদ্ সুচতুর লেখকের লেখনীনিঃসৃত কাব্য বা উপন্যাস আদরণীয় ; ব্যবহারতত্ত্ব গ্রন্থও তদ্রূপ। যে ভারতের ইতিবৃত্তের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর আক্ষেপযুক্ত, এবং বিদেশীয়দিগের নিকট নিন্দনীয় হই, এতন্নিয়মাবলম্বনে তাহা হইতে প্রায় মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। সময় কখন সৌভাগ্যযুক্ত হইলে, তন্নিয়ম যথাসাধ্য অবলম্বিত হইবে।

এ ক্ষণে বর্ত্তমান উদ্দেশ্য অনুসরণ করা যাউক। রামায়ণ-

প্রণেতা বাল্মীকি যে কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় গ্রন্থবিশেষে হইবে, আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। এ খানে এরূপ উক্তিই পর্য্যাপ্ত যে তিনি যে সময়েই জন্মিয়া থাকুন, ইহা বোধ হয় নিশ্চিত, যে সেই সময়ের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ হইয়া আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই। এ স্থলে তাঁহার প্রণীত রামায়ণ অনেক অভাব বিমোচনে সমর্থ, এই বিবেচনায় নিম্নমত বিষয় বিভাগ করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।—প্রথম অধ্যায়ে ভূগোলিক অংশ, দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ বর্গ, তৃতীয়ে ক্ষত্রিয় বর্গ, চতুর্থে নিকৃষ্ট বর্গ, পঞ্চমে বৈশ্য বর্গ এবং ব্যবসায়, ষষ্ঠে গৃহধর্ম্ম, সপ্তমে বাল্মীকির কালনির্ণয় এবং পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার, তদ্ব্যতীত আবশ্যক-অনুযায়ী পরিশিষ্টাবলী থাকিবে।

কিন্তু এক কথা,—আর্য্যবংশের আদিবৃত্তান্তঘটিত কোন বিশেষ মীমাংসা বা বিষয়ের দোহাই দিতে হইলে, কাঙ্গালিনী ভারতে এমন অল্পই আছেন যাঁহাদের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং যে পণ্ডিতাভিমানিগণ সহস্র যোজন দূরে সাগর সরিৎ গিরি গহ্বরাদি ব্যবধানে বাস করিতেছেন, ভারতের মোহিনী মূর্ত্তি যাঁহারা স্বপ্নেও কখন দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ, সে মূর্ত্তির মাধুরী সূর্য্যকরের ন্যায় বেগবতী হইলেও যাঁহাদিগের নিকট বিলম্বে উপনীত হয়, আর্য্যসন্তানগণের সকল বৃত্তান্তই যাঁহাদিগের পক্ষে নূতন, তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে খানে অগাধ জল সে খানে কোন আশ্রয় অনবলম্বনীয়! আমাদের কালা মুখ!

নদী সম্বন্ধে কথিত অবস্থান প্রতিবাধক হইতে পারে, কিন্তু ঐভিন্ন যে মন্দাকিনী নদী হইতে পারে না তাহার প্রমাণ কি? হইতে পারে, ঐ নাম উত্তরকুরুবর্ষস্থ কোন সরিদ্বিশেষের নাম ছিল, আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া ঐ নাম পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। এবং এই প্রথা অনুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে নবাবিষ্কৃত ভূভাগ-সমূহের অনেক স্থানের এবং ইউরোপীয় অনেক স্থানের একই নামকরণ। রামায়ণের অন্যান্য স্থানে উত্তরকুরুবর্ষ যে হিমালয়ের নিকট, এ ভ্রম দূর করিয়া হিমাদ্রির পর পারে ইহা জ্ঞাত করিতেছে। চতুর্থ কাণ্ডে সুগ্রীব বানরদিগকে উত্তরকুরুবর্ষে সীতার অন্বেষণার্থে আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন "কুরূংস্তান্ সমতিক্রম্য উত্তরে পয়সাং নিধিঃ।" অর্থাৎ কুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরে সমুদ্র। যাহা হউক, সম্যক্ বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে বর্ত্তমান বোখারার নিকট ও কাসগর প্রভৃতি স্থান উত্তরকুরুবর্ষ পদে বাচ্য। (১)

২। বাহ্লিক।—তুরানের অন্তর্গত বল্‌খ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদক গ্রিফিথ এই নির্ণয় সমর্থন করিয়া থাকেন (*Griffith's Rámáyana* Vol. IV. p. 208)। বাহ্লিক, গান্ধার মূজবত অঙ্গ এবং মগধ দেশের সহ অথর্ব্ববেদের সময়ে অনার্য্যনিবাস এবং আর্য্যদিগের নিকট অতিঘৃণিত ছিল (অথর্ব্ববেদ ৫। ২২ ৫,৭,৮,১২,১৪)। বাহ্লিক যে ঘৃণিত ছিল, তাহার

(১) উত্তরকুরুবর্ষ-সম্বন্ধে বহুপ্রমাণ *Muir's Sanskrit Texts,* Vol. II p. 332 seq. দেওয়া হইয়াছে, তথায় দেখ।

অন্যতর প্রমাণ মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে "বাহ্লিকা নাম তে দেশাঃ ন তত্র দিবসং বসেৎ।" বাহ্লিক রামায়ণের সময়েও অনার্য্য দেশ ও সমঘৃণিত, কেবল ঐদেশজ উৎকৃষ্ট ঘোড়ার জন্য কথঞ্চিৎ আদৃত ছিল। যেমন আমরা সময়ে সময়ে অন্যের নিকট হইতে আদর পাইয়া থাকি, উহারাও, বোধ হয়, আর্য্যদিগের নিকট তদ্রূপ আদর পাইত।

৩। বনায়ু।—বনায়ু দেশকে কেহ কেহ পারশ্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু অমরকোষে পারশ্য একটী স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে বনায়ুদেশে ভাল ঘোড়া পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত, অমরকোষেও সেই ঘোড়ার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকা হয়াঃ।" বনায়ু, বোধ হয়, পারশ্যের পশ্চিমস্থ কোন দেশ কি আরব হইতে পারে। অনার্য্যদেশ।

৪। পহ্লব।—পারশ্যবাসী, লাসেন সাহেবের মতে ইহা এবং হিরোডোটস কর্ত্তৃক উক্ত (Partues) একই দেশ, এবং ইহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাস করিত। অনার্য্য-দেশ। Pehlvi নামক বিখ্যাত প্রাচীন ভাষা ইহাদেরই ছিল।

৫। দরদ।—(*Griffith's Rámáyana* Vol. iv.) গ্রিফিথ সাহেবের মতে বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান। দরদ, শক, বর্ব্বর, কিরাত, হারীত প্রভৃতি জাতি একত্রে রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই অসভ্য এবং অনার্য্য বলিয়া বর্ণিত। ইহাদের আকার প্রকার সম্বন্ধে রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে কথিত হইয়াছে

"————হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশধরৈ-র্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ॥"

এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তস্থ প্রদেশমালার বিষয় কথিত হইতেছে।

১। কেকয়।—দশরথের বিয়োগান্তে ভরতকে আনয়নার্থে যে দূত গিয়াছিল, সেই দূত বিপাশা পার হইয়া পশ্চিমমুখে যায় নাই। ভরতও প্রত্যাগমন-সময়ে পূর্ব্বমুখে আসিতে বিপাশা পার হয়েন নাই, কেবল প্রশস্ত পথে আসার অনুরোধে শতদ্রু মাত্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কেকয়-রাজগৃহ শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী এবং বাহ্লিক-নামক জনপদের দক্ষিণ। (২)

২। বাহিক।—বিপাশা এবং শতদ্রুর মধ্যস্থলে ও কেকয়ের উত্তর। রামায়ণে ইহা অনার্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩)

৩। সিন্ধু।—বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত। বাইবলে ইহা হদ্দু (Hoddu) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (*Easther* I. 1.)

---

(২) কেকয়রাজ্য-সম্বন্ধে "Kykaya is supposed by the Translator, Dr. Carey, to be a King of Persia, the Ky-vonsa preceeding Darius.—*Ky* was the Epithet of one of the Persian Dynasties."—*Tod's Rajasthan* Vol. I. এ অনুমানের প্রধান সহায় কৈ শব্দ, কিন্তু 'কৈকেয়' এ পদ কিরূপে সাধিত হইয়া উহাতে 'কৈ' বর্ণের যোগ হইয়াছে?

(৩) এতৎসম্বন্ধে কনিংহাম "Arian neighbours, who were very liberal in their abuse of Turanian population of the Panjab. Thus the Kathari of Sangala are stigmatized in the Mohabharut as thieving Bahicas, as well as wine-bibbers and beef-eaters &c.—*Cunningham's Ancient Geography, Budh. period.* পুনশ্চ উইলসনের মতানুসারে বাহিক "are described in the Mohabharut, Karna Parva, with some detail, and comprehend the different nations of the Panjab from the Sutlej to the Indus"—*Wilson's Vishnu-Purána,* Vol. I.

৪। সৌবীর।—বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। সৌবীর এই নামের পরবর্ত্তী হিন্দু নাম বদরী। হিউয়েন সাং ইহাকে ও-সা-লি (*O. cha. li*) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিসরীয় জাতি কর্ত্তৃক সফির (Sofir) বাইবল কর্ত্তৃক ওফির (Ophir) বলিয়া উক্ত, ইহা কনিংহাম নিরূপণ করিয়াছেন। (৪)

৫। কাম্বোজ।—গ্রিফিথ (*Rámáyana*, Vol. IV., p. 423) অনুমান করেন যে, অরোচেসিয়া-(Arochasia) নিবাসীদিগের অপর নাম কাম্বোজ। আমাদিগের অনুমান অনুসারে খাম্বাজ উপসাগরের (Gulf of Cambay) সান্নিধ্যে কোন স্থান হইবে। (৫) ইহা অনার্য্যনিবাস।

---

(৪) এতদ্দেশের সবিস্তর বৃত্তান্ত *Cunningham's Geography, Budh. Per: Art. Vadari.* দ্রষ্টব্য। 'ওফির' এই নাম সৌবীরের একতাসাধন-সম্বন্ধে *Max Muller's Science of Language* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৭০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) "———নৈঋর্ত্যাং দিশি দেশাঃ।———"
"বল্লবীঃ কাম্বোজাঃ সিন্ধু-সৌবীরাঃ।——"
বৃহৎসংহিতা।

কাম্বোজ বৈদিক সময়ে আর্য্যদেশ-মধ্যে পরিগণিত ছিল বলিয়া কাহারও গ্রাহ্য। ম্যুর তন্মতস্থ হইয়া কহেন "If the testimony of Yask in regard to the language used by the Kambojas is to be trusted, it is clear that they spoke a Sanscrit dialect. It is thus irrefragably proved that the Kambojas were originally not only an Indian people, but also a people possessed of Indian Culture." মনু সেই বাক্য সমর্থন করিয়া কহিতেছেন

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

যাহাই হউক, বাল্মীকি এবং মনুর সময়ে উহা অনার্য্যভূমি।

৬। সৌরাষ্ট্র।—চিরপ্রসিদ্ধ সুরাট। কিউ-চি-লু বলিয়া হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত (Kiu. che. lo. of Hwen Thsang) সুরাষ্ট্রীন বলিয়া টলিমী দ্বারা উক্ত (Surastrene of Ptolemy)।

৭। মালব।—বর্ত্তমানেও ঐনামধৃত। কিন্তু এতাদৃক্-বিস্তারশূন্য।

৮। দশার্ণ। (৬)—উইলসন বিবেচনা করেন যে টলিমী ও পেরিপ্লুস কর্ত্তৃক উক্ত 'দসারিণ' (Dasarene of Ptolemy and Periplus) এবং এই দশার্ণ এক। এবং ইহা বর্ত্তমান ছত্রিশ গড়ের অংশবিশেষ। বিদিশা দশার্ণের রাজধানী বলিয় মেঘদূতে ২৪ ও ২৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উইলসনে নির্ণয়-অনুসারে বর্ত্তমান মালব প্রদেশের অন্তর্গত ভিল্সা নামধারী গ্রামেরই পূর্ব্ব নাম বিদিশা। বেত্রবতী-তটে।

৯। অবন্তী।—হেমচন্দ্র-কোষে লিখিত আছে

"উজ্জয়িনী স্যাদ্বিশালাঽবন্তী পুষ্পকরণ্ডিনী।"

অবন্তীর অবস্থান-সম্বন্ধে শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে কথিত হইয়াছে

"তাম্রপর্ণীং সমাসাদ্য শৈলার্দ্ধশিখরোর্দ্ধতঃ।
অবন্তীসংজ্ঞকো দেশঃ কালিকা তত্র তিষ্ঠতি।"

এই তাম্রপর্ণী নদী মালব রাজ্যের অন্তর্গত সরিদ্বিশেষ।

১০। পুষ্কর।—বর্ত্তমান আজমীরের সান্নিধ্যে। এতদন্তর্গত পুষ্কর হ্রদ অতিপবিত্র তীর্থ।

---

(৬) দশার্ণ-সম্বন্ধে "The oral traditions of the vicinity to thi day assign the name of Dasarna to a region lying to the east c the district of Chandeyree.—*Dr. Hall on Wilson's Vishnu-Purána* vol. II., p. 160.

১১। মৎস্য দেশ।—মনুসংহিতায়

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ সুরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং।"

এই ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মাবর্ত্ত (৭) ও যমুনার মধ্য। উইলসন বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ অনুসারে মৎস্য দেশের অবস্থান দ্বিবিধ নিরূপিত হয়। চন্দ্রসোমরাজ-অনুসারে বর্ত্তমান জয়পুর, আবার মহাভারতের নকুলের দিগ্বিজয়-অনুসারে গুজরাটের সান্নিধ্যে। আমাদের বিবেচনায় জয়পুরই প্রাচীন মৎস্য দেশ।

১২। পঞ্চাল।—মহাভারতে দেখা যায় যে, পঞ্চাল দ্বিভাগে বিভক্ত, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চাল বর্ত্তমান রোহিলাখণ্ড, প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রা। দক্ষিণ পঞ্চাল গঙ্গার দোয়াব, প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর। রামায়ণের সময়েও যে পঞ্চাল এরূপ বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু না থাকাই সম্ভব। যেহেতু যে কাম্পিল্য নগর মহাভারতে দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, রামায়ণের সময়ে উহা স্বনামখ্যাত এক পৃথক্ প্রদেশের রাজধানী ছিল। আবার ইহার পরেই সাঙ্কাস্যা প্রদেশের অবস্থান। এনিমিত্ত রামায়ণের সময়ে দক্ষিণ পঞ্চালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় না।

১৩। কাম্পিল্য।—কাম্পিল্য নগরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ।

---

(৭) "সরস্বতী-দৃশদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"
মনু ২।১৭।

কাম্পিল্য নগরের অবস্থান কনিংহামের মতে বদায়ুন ও ফরাক্কাবাদের মধ্যে প্রাচীন গঙ্গার উপরে।

১৪। সাঙ্কাস্যা।—সেঙ-কিয়া-সাই (Seng. Kia. Si. of Hwen Thsang) নামে হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত। সাঙ্কাস্যা নগর উক্তনামধেয় প্রদেশের রাজধানী। বর্ত্তমান কালী (প্রাচীন কালন্দ্রী) নদীর উপর স্থাপিত। রামায়ণে প্রথম কাণ্ডে স্থলবিশেষে জনক রাজা কহিতেছেন যে, তিনি ইক্ষুমতী নদীর তীরস্থ সাঙ্কাস্যা নগরের অধীশ্বর সুধন্বাকে পরাজয় করিয়া আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে ঐ স্থানের রাজত্ব প্রদান করেন। সুতরাং এই কালী নদীর নামই রামায়ণের সময়ে ইক্ষুমতী ছিল। কনিংহামের নির্দ্দেশ-অনুসারে সাঙ্কাস্যা কনোজ হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

১৫। সূরসেন।—বর্ত্তমান মথুরা প্রদেশ। এরিয়ানোক্ত সূরসিনাই (Suraseni of Arrian)।

১৬। মদ্রদেশ।—পঞ্জাবের অংশবিশেষ। গ্রীকদিগের দ্বারা মর্দাই বলিয়া উল্লিখিত (Mardi of the Greeks)।

১৭। বীরমৎস্য।—পূর্ব্বকথিত মৎস্য দেশ হইতে ইহা ভিন্ন। বীরমৎস্য ভরতের অযোধ্যা-আগমনের পথে উক্ত। ভরতের পথ হস্তিনাপুরের বহু উত্তরে, পূর্ব্বকথিত মৎস্য দেশ হস্তিনাপুরের বহু দক্ষিণে। ভরতের পথ যেরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই অনুসারে হিসাব করিয়া লইলে, এই বীরমৎস্য হিউয়েন সাঙের সাময়িক শ্রুঘ্ন প্রদেশের অংশবিশেষ। এই শ্রুঘ্ন প্রদেশ বর্ত্তমান অম্বালা ও তাহার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ।

১৮। কুরুজাঙ্গল।—যত দূর নিরূপিত হয়, তাহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান থানেশ্বর প্রদেশের নিকটে ছিল।

১৯। অপরতাল ও প্রলম্ব।—দশরথের মৃত্যু হইলে পর, ভরতকে কেকয়-রাজগৃহ হইতে আনিবার নিমিত্ত যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদেরই পথে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের নাম উল্লেখ আছে। যথাসম্ভব নিরূপণ-অনুসারে বোধ হয় যে, ইহারা হিউয়েন সাঙের সাময়িক গোবিসনা ও মাদাবর প্রদেশ। গোবিসনা—নাইনিতালের দক্ষিণ ও বরেলির উত্তর। মাদাবর—বিজ্‌নোরের নিকট পশ্চিম রোহিলাখণ্ডের অংশ।

২০। শৃঙ্গবেরপুর।—

"এতদ্বিনাশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতিঃ।
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য।"—মহাভারত।

স্যন্দিকা ও গঙ্গার মধ্যে প্রয়াগের ধার পর্য্যন্ত শৃঙ্গবেরপুর। নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী এ ক্ষণে সংরুর নামে খ্যাত, বর্ত্তমান আলাহাবাদ প্রদেশের মধ্যে পড়িয়াছে। শৃঙ্গবেরপুরের সন্নিকটে সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, প্রয়াগ নামে খ্যাত। মহাভারতোক্ত শ্লোক দ্বারা উক্ত লুপ্তা সরস্বতী হইতে স্থাননির্দ্দেশ নিশ্চয়রূপে হইতেছে। সরস্বতী কি কখন এপর্য্যন্ত প্রবহমানা ছিলেন? সরস্বতীর বিষয় স্থলান্তরে কথিত হইবে।

২১। বৎসদেশ।—রাম যৎকালে বিশ্বামিত্রসহ জনকরাজভবনে গমন করেন, তখন তাঁহার মনোরঞ্জন নিমিত্ত বিশ্বামিত্র পুরাবৃত্ত-কথন-সময়ে বহুতর দেশের উল্লেখ করিয়া-

ছিলেন। মহারাজ কুশের ইতিহাস কহিতে কহিয়াছিলেন যে, উক্ত নৃপতির চারি পুত্র হয়; তাহাদের নাম কুশম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজঃ এবং বসু। ইহাঁরা চারিজনে চারি পৃথক্ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কুশম্ব হইতে কৌশাম্বী, কুশনাভ হইতে মহোদয়, অমূর্ত্তরজঃ হইতে ধর্ম্মারণ্য এবং বসু হইতে গিরিব্রজ নগর স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্থানত্রয়ের বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইবে। আপাততঃ কৌশাম্বীর বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমির নাম বৎসদেশ। ইহারই প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাম্বী। ইহা এলাহাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে বর্ত্তমান কোশম্‌গ্রাম। এই স্থানে রত্নাবলী নাটকের নায়ক বৎসরাজের রাজ্য। এখানকার রাজারা পুরুষাদিক্রমে বৎসরাজ নামে আখ্যাত হইতেন। এখানকার অধীশ্বর উদয়ন বৎসের কথা লইয়া কালিদাস স্বীয় চিরজীবি কাব্য মেঘদূতে উজ্জয়িনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

২২। মহোদয়।—নৃপতি কুশনাভের অপূর্ব্বলাবণ্যবতী শত কন্যা হয়। একদা তাহারা যথেচ্ছা ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পবনদেব তাহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রণয় যাচ্ঞা করায়, পিতৃ-অনুমতি ব্যতীত তাহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইতে অক্ষম, ইহা জ্ঞাপন করিল। পবন তদ্দোষে শাপ দ্বারা তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করেন। ততঃপর তদুক্ত উপায়-অনুসারে, কাম্পিল্যনগরের অধীশ্বর ব্রহ্মদত্ত কর্ত্তৃক বিবাহিত হইলে কন্যাগণ পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। সে যাহা হউক, প্রবাদ-

মতে কন্যাগণ যথায় কুব্জ হইয়াছিল, তাহাকে কান্যকুব্জ এবং সংক্ষেপে কনোজ বলে। কান্যকুব্জ দেশের নাম রামায়ণে দেখিতে পাই না। অতএব বর্ত্তমান কনোজ রামায়ণের সময়ে মহোদয় নামে খ্যাত ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। (৮)

২৩। ধর্ম্মারণ্য।—"তথাহমূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্।
ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং———"
রামায়ণের পাঠান্তর।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর বর্ত্তমান কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মারণ্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর পরস্পর সন্নিকট ছিল। অতএব ধর্ম্মারণ্য কামরূপের মধ্যে কোন স্থানে ছিল বলিতে হয়।

২৪। গিরিব্রজ।—গঙ্গা সহ শোণ নদের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে ইহার অবস্থান ছিল।

২৫। কোশল।—কাশীর উত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ সহ সমস্ত ভূভাগকে কোশল বলিত। ইহা দ্বিভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল। (৯) দক্ষিণ কোশলের মধ্যে রামের রাজধানী অযোধ্যা।

---

(৮) কর্ণেল টড কর্ত্তৃকও এই মহোদয় কান্যকুব্জ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে "Cushanabha found the city of Mohodoya on the Ganges, afterwards changed to kanya-Cubja, or Konoj"—*Tod's Rajasthan*, Vol 1.

(৯) কোশল-সম্বন্ধে উইলসনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ঐ অংশ গ্রিফিথ সাহেবও দেখিলাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। "Kosala is a name variously applied. Its earliest and most celebrated application

২৬। কাশী।—বর্ত্তমান বারাণসী বা কাশী প্রদেশ। পো-লো-নি-সি (Po. lo. ni. si. of Hwen Thsang) বলিয়া হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত।

২৭। মলদ ও করুষ।—রামায়ণের সময়ে লুপ্ত হইয়া ঘোর জঙ্গলময় হইয়াছে। এই স্থানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। দেবাধিপতি ইন্দ্র বৃত্রাসুর-বধান্তে ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত হইবায়, অত্যন্ত মলদিগ্ধ এবং ক্ষুধিত হয়েন। তাঁহাকে উদ্ধারার্থে বসু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করান। ইন্দ্র তাহাতে নিষ্পাপ হইয়া এই স্থানে মল এবং করুষ অর্থাৎ ক্ষুধা পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য ইহার নাম মলদ ও করুষ হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে অতিসমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, পরে তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীর দৌরাত্ম্যে নির্ম্মনুষ্য হইয়া জঙ্গলময় হইয়া উঠে। রামায়ণের সময়ে উহা তাড়কার জঙ্গল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহায়ানও এই স্থলে মহারণ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হিউয়েন সাং এ খানে মহাসরঃ (mo. ho. so. lo.) নামক

---

is to the country on the banks of the Saraju, the kingdom of Ráma, of which Ayodhya was the capital. In the Mohabharut we have one Kosala in the east and another in the south, besides the Prak-kosalas and Uttara Kosalas in the east and north. The Puranas place the Kosalas amongst the people on the back of Vindhya; and it would appear from the Vayu that Kusa the son of Ráma transferred his kingdom to a more central position; he ruled over Kosalas at his capital of Kusasthalí or Kusàvatí, built upon the Vindhyan precipices."—*Wilson's Vishnu Purána*, Vol. II., p. 157 seq.

জনপদের অধিষ্ঠান দেখিতে পায়েন, অতএব ফাহায়ানের পরেই উহা পুনরধিবেশিত হইয়াছে বলিতে হইবে। মহা-সরঃ নামক জনপদের রাজধানী ঐনামধারী একটী নগর। কনিংহামের নির্ণয় অনুসারে আরার তিন ক্রোশ পশ্চিমে মাসার গ্রাম প্রাচীন মহাসরঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এ ক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, মলদ ও করূষ নামক দুই জনপদ অথবা রামায়ণের সাময়িক তাড়কার জঙ্গল যথায় ছিল, তথায় বর্ত্তমান আরা জেলা হইয়াছে।

২৮। অঙ্গ।—রামায়ণের ১ম কাণ্ডে ২৪শ সর্গে কথিত হইয়াছে যে, যথায় গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল, তথা হইতে অঙ্গদেশ পূর্ব্বমুখে আরম্ভ। ইহার স্থাপনাবিষয়ে এরূপ কথিত যে, সতীর বিয়োগান্তে মহেশ্বর যোগাবলম্বন করিলে, তাহা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামকর্ত্তৃক শর নিক্ষিপ্ত হয়; তজ্জন্য মহেশ্বরের ক্রোধজ নেত্রানলে কামদেব এই স্থলে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এইজন্য ইহাকে অঙ্গদেশ বলে। কর্ণেল টড সাহেবের মতে অঙ্গদেশ তিব্বৎ কিংবা আবা। অঙ্গদেশের একটী প্রধান স্থান চম্পমালিনী, উহা (*Col. Franklin's Essay on Palibothra*) নামক প্রস্তাবে বাঙ্গলার এক প্রান্তসীমায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ণেল টড এই প্রমাণ সত্ত্বেও বিবেচনা করেন যে, অঙ্গদেশ বঙ্গের সান্নিধ্যে হইতে পারে না; কারণ দশরথ অঙ্গদেশে গমনকালীন অনেক বড় নদী, বিস্তীর্ণ বনভূমি ও পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এই বিবেচনা করার সময় ভারতের তৎকালীন মূর্ত্তিটীও বিবেচনা করিলে কিরূপ ফল দাঁড়াইত বলিতে পারি

না। গ্রিফিথ সাহেব তাঁহার রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে (*Rámáyana*, Vol. iv., p. 421) কহেন অঙ্গ ভাগলপুরের সান্নিধ্যে ছিল, এবং উহার রাজধানী চম্পানাম্নী নগরী। বাবু প্যারী-চরণ সরকার তাঁহার ভারতীয় ভূগোলে লিখিয়াছেন, অঙ্গ বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ; অবশ্যই তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ অনুসারে ওরূপ লিখিয়াছেন। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশঃ———"

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট এবং প্রামাণিক নহে। এবং আধুনিক তান্ত্রিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ অধিক গ্রাহ্য। বাল্মীকি কর্ত্তৃক রামের জনকভবন-গমনের পথবর্ণন যেরূপ অভ্রান্ত বোধ হয়, তাহাতে অঙ্গদেশ-সম্বন্ধে বাল্মীকির বর্ণনা সচ্ছন্দে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। এবং ইহাও আমাদের নানাপ্রমাণানুসারে বিশ্বাস যে, এই অঙ্গ ভাগলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু রামায়ণের উক্তি অনু-সারে বোধ হয় যে, অঙ্গ এবং ভাগলপুর পরস্পর বহু অন্তরে; ভাগলপুর বঙ্গের প্রান্তসীমায়, অঙ্গ পাটনারও বহু পূর্ব্বে। এ ক্ষণে দেখা যাউক যে, এ বিরোধ নিরাকরণ হয় কি না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রামায়ণের পূর্ব্ব-গত মলদ ও করূষ, অর্থাৎ বর্ত্তমান আরা প্রদেশ, রামায়ণের সময়ে অন্ত-র্হিত হইয়া জঙ্গলময় হইয়াছে। যথায় পাটনা এবং যাহাকে মগধ বলে, তথায় (পরে প্রদর্শিত হইবে) অর্থাৎ গঙ্গার তটস্থ ভূভাগে মগধ নামে কোন জনপদের উল্লেখ নাই।

আবার অঙ্গ গঙ্গা সরযূর সঙ্গম হইতে পূর্ব্বমুখগামী। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সে স্থান হইতে বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী কথিতমত নামশূন্য প্রদেশ কালক্রমে অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদের সময়ে ইহা নিতান্ত অনার্য্য প্রদেশ ছিল (অথর্ব্ববেদ ৫।২২।৫, ৭, ৮, ১২, ১৪), রামায়ণের সময়ে উহার অংশমাত্র আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবেশিত হইয়াছিল; ঐ অংশমাত্র গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল এবং পার্শ্ববর্ত্তী কতক স্থান। কারণ, তৎপরেই নিবিড় বনভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালক্রমে আর্য্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলে উহা সমগ্র অধিবেশিত হয়।

২৯। মগধ।—মগধের ঋগ্বেদিক নাম কিকটা—

"কিং তে কৃন্বন্তি কিকটেষু গাবো।"

'মগধ' এই নাম অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা তৎকালে অনার্য্যনিবাস বলিয়া উক্ত। রামায়ণের সময়েও উহা সমগ্র আর্য্যগণকর্ত্তৃক অধিবেশিত হয় নাই, স্থানে স্থানে জনস্থান সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র। এই নিমিত্তই আমরা পরবর্ত্তী মগধ ও রামায়ণের সাময়িক মগধ এতদুভয়ের অবস্থানের কিঞ্চিৎ পৃথক্‌তা দেখিতে পাই। রামের জনকভবনে গমনের পথে প্রদর্শিত হইবে যে, পাটনা ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান রামায়ণের সময়ে মগধ বলিয়া পরিচিত ছিল না। আরা এবং পাটনা জেলার দক্ষিণস্থ ভূভাগ মগধ বলিয়া পরিচিত হইত। পলাশ পুষ্পের আধিক্য হেতু ইহার আর এক নাম পলাশ দেশ ছিল।—Prasii of the Greeks.

৩০। গয়া।—মগধরাজ্যের দক্ষিণে।

৩১। বিশালা।—গঙ্গার উত্তর এবং গণ্ডকী নদীর পূর্ব্ব ও মিথিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম বিশালা। প্রাচীন বিশালা নগরের বর্ত্তমান নাম "বিসার"। এস্থান-সম্বন্ধে এরূপ ইতিহাস কথিত আছে। সমুদ্রমন্থনের দ্বারা উৎপন্ন সুধা-পানে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যবল সংহার করিলে, দৈত্যমাতা দিতিদেবী ইন্দ্রকে দমনক্ষম একপুত্র-কামনায় এই স্থানে তপস্যা করেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া দৈত্যজননীকে এই স্থানে তপস্যাকালীন পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর দিতিদেবী কৃতকাম হইয়া পবনদেবকে গর্ভে ধারণ করিলেন। ইন্দ্র শঙ্কিত হইলেন এবং গর্ভ নষ্ট করণাশয়ে ছলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা মধ্যাহ্নে দৈত্য-জননী যে স্থলে মস্তক রাখিতে হয় তথায় চরণ প্রসারণপূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন। শয়নের এই ব্যতিক্রম দৃষ্টে দিতিকে অশুচি বিবেচনায়, দেবরাজ তাহার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ বালককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে বালক ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র তখন ঐ বালককে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন "মা রুদ"। অনন্তর দিতি নিদ্রাভঙ্গে আপন অসাবধানতার ফল-অবলোকনে নিস্তব্ধ হইলেন এবং যথা-সময়ে সেই খণ্ড খণ্ড পুত্রগণ প্রসব করিলেন। ইহাঁরাই 'মা রুদ' হইতে মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এতন্নিমিত্ত এই স্থান পুণ্যভূমি। অনন্তর কিছু কাল পরে অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে যে এক পুত্র হয়, তিনিই এই খানে বিশালা রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩২। মিথিলা।—বিশালার উত্তরেই মিথিলা রাজ্য। হিউয়েন সাঙের সময় গঙ্গার উত্তরস্থ সমুদয় প্রদেশ ব্রীজি নামে (Fo. li. shi) খ্যাত হইয়াছে। বিশালা তখন ইহার একটী উপবিভাগমাত্র। ব্রীজি তখন তিন প্রদেশে বিভক্ত, যথা—বৈশালি অর্থাৎ বিশালা, তীরাভক্তি এবং ব্রীজি অথবা মিথারি। অধিবাসিগণের সাধারণ নাম ব্রীজি হইয়াছে। সমব্রীজিও বলিত (San. fo. shi. of Hwen Thsang)। (১০) পৌরাণিক তত্ত্ব অনুসারে চন্দ্রবংশে নিমি নামে এক পরাক্রান্ত

১০। ব্রীজি, এই সাধারণনামধারী জাতি আবার অনেক উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে কনিংহাম বলেন "I infer that the Vrijis were a large tribe, which was divided into several branches, namely, the Lichchavis of Vaisalis, the Vaidehis of Mithila, the Tiravuctees of Tirhoot &c. Either of these divisions separately might therefore be called Vrijis, as well as *Sam-Vrijis or the United Vrijis*" রামায়ণে লিখিত বিবরণ হইতে এই পরিবর্ত্তন কত দিনের, এবং রামায়ণের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখা যাউক। কনিংহাম স্থানান্তরে বলিয়াছেন "Ajatasatru of Magadha, wishing to subdue the great and powerful people of wajji, sent his minister to consult Buddha as to the best means of accomplishing his object." এই Wajji কাহারা, তৎসম্বন্ধে "Vrijis which has already been identified as the territory of the powerful tribe of Wajji or Vrijis." এই ব্রীজিদিগের অষ্ট কুল ছিল, তৎসম্বন্ধে কনিংহাম "Eight clans, who as Buddha remarked were accustomed to hold frequent meetings" &c তাহার পর এই অষ্ট কুলের বাসস্থান-সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিত যাহা বলেন ("There are several ancient cities, some of which may possibly have been the capitals of eight different clans of the Vrijis, of these—Vaisali, Kesariaya and Janakpore have already been noticed; others are Navandgarh, Simrun, Durbhunga, Puraniya and Mithari. The last three are still inhabited and well known") তাহাতে জানা যায় যে পরে,

রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নিমির পুত্র মিথি স্বনামে নামিত করিয়া মিথিলা রাজ্যের স্থাপনা করেন। মিথির পুত্র জনক হইতে মিথিলার সমস্ত রাজগণ ক্রমান্বয়ে জনক এই উপনামে খ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন।

৩৩। পুণ্ড্র।—বাঙ্গলার পশ্চিমসীমাস্থ প্রদেশগুলি পুণ্ড্র নামে গৃহীত হয়। ইহা অনার্য্য-নিবাস। এরূপ ইতিহাস কথিত যে, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্ড্রভূমিতে বাস করে। মনুর মতে ক্রিয়াবিহীনতায় এবং ব্রাহ্মণ্যের অভাবে ইহারা শূদ্রত্ব বা অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩৪। বঙ্গ।—বর্ত্তমান বাঙ্গলার দক্ষিণাংশ।

দক্ষিণাবর্ত্তস্থ প্রদেশসমূহ।

১। ব্রহ্মমাল।—বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অসভ্য জাতিবিশেষের বাসভূমি।

২। বিদর্ভ।—বর্ত্তমান বিরার (Berars) প্রদেশের অংশবিশেষকে বিদর্ভ বলিত। এই স্থান দময়ন্তীর পিতৃরাজ্য।

৩। মহীষিক।—গ্রিফিথের (*Rámáyana*, Vol. IV., p. 422) মতানুসারে বর্ত্তমান মহীসুরের কিয়দংশ।

রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত, এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এবং কথিত বিবরণের সহ রামায়ণে কথিত বৃত্তান্তেরও বিন্দুবিসর্গ সংস্রব নাই। আবার যদি কনিংহামের বৃত্তান্ত অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হিউয়েন সাঙ যাহা দেখিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব স্বয়ংই তাহা দেখিয়াছেন। ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত পরিবর্ত্তন রামায়ণ-প্রণেতার পরে এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে।

৪। গোকর্ণ।—মালাবার উপকূলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ-বিশেষ।

৫। কেরল।—মালাবার এবং কানাড়া প্রদেশ। কথিত আছে এই দেশে পরশুরামকর্ত্তৃক প্রথম ব্রাহ্মণবাস-স্থাপনা হয়।

৬। চোল।—করমণ্ডল উপকূলের অধিক ভাগ।

৭। অন্ধ্র।—তৈলঙ্গের কিয়দংশ। পূর্ব্ব রাজাদিগের রাজধানী বারঙ্গল ছিল।

৮। কিষ্কিন্ধা।—গ্রিফিথের দ্বারা (*Rámàyana*, Vol. IV., p. 1) এরূপ উক্ত যে, কিকিন্ধা বর্ত্তমান মহীসুর প্রদেশের উত্তরস্থ কোন স্থান হইবে।

৯। কলিঙ্গ।—উত্তরে উড়িস্যার দক্ষিণসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে দ্রাবিড়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র-উপকূল ভাগে ব্যাপ্ত। প্রাচীন চালুক্য রাজবংশ এ খানে রাজত্ব করিতেন।

১০। দ্রাবিড়।—বহু প্রদেশের একতার সাধারণ নাম দ্রাবিড়। তন্মধ্যে পাণ্ড্য, চোল ও চের প্রধান।

রামায়ণের মধ্যে চারি স্থলে গমনাগমনের পথ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দারা ভৌগোলিক তত্ত্ব আরও বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে; তন্নিমিত্তে এ স্থলে তাহা বিবৃত হইতেছে।

দশরথ-তনয় রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহ নিম্নমত পথাবলম্বনে জনকরাজ-ভবনে গমন করিয়াছিলেন।

"অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধাধিক যোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া, সরযূর (১১) দক্ষিণ তীরে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে ক্রমাগত আসিয়া গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। ইহা অঙ্গদেশ। এই সঙ্গমে গঙ্গা পার হইয়া কতকদূর যাইয়া দক্ষিণ তীরে জনশূন্য ভীষণ বনদেশ অতিক্রম করিতে হয়।" সেই বন-সম্বন্ধে

———"বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্।
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ॥
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্॥
১ কাণ্ড, ২৪ সর্গ।

(অর্থাৎ) "এই ভীষণ বনদেশ অতি দুর্গম, নিরন্তর ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ, ও ভীষণ শ্বাপদকুলে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নানাজাতীয় পক্ষিগণের ঘোর কর্কশ রবে বন শব্দায়মান হইতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ এবং হস্তী প্রভৃতি জীব সকল সচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে।" "এই বন পূর্ব্বকথিত তাড়কার জঙ্গল। তথা হইতে শোণা (১২) অথবা মাগধী এতন্নামধারী নদী পার হইয়া, যথায় এই নদী পঞ্চ পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধা হইয়া মালিকার ন্যায় শোভমানা, সেই গিরিব্রজ নগরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গার

---

(১১) সরযূ-সম্বন্ধে "অযোধ্যায়াঃ পশ্চিমভাগমারভ্য উত্তরদিগ্‌ভাগেন পূর্ব্বভাগমাগত্যাঙ্গদেশে গঙ্গায়াং সঙ্গচ্ছতে।—রামানুজ। বৈদিক উল্লেখ "সরস্বতী সরযূঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহোমহীরবসায়ন্তু রক্ষণীঃ।"—ঋগ্বেদ। (Sarabos of the Greeks.)

(১২) "শোণনদস্যৈব শোণা ইত্যপি নামেত্যাহুঃ।"—রামানুজ।

ধারে ধারে ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা পার হওনানন্তর বিশালারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, তথায় বিশ্রামপূর্ব্বক জনকরাজ্য মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।”

প্রথমতঃ, এই পথবর্ণনে দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে মগধদেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াও, ‘মগধ’এইনামধারী কোন দেশের নাম উল্লেখ করা হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। পথবর্ণনে বলা হইয়াছে যে, শোণনদ পার হইয়া, ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিতে করিতে তার পর গঙ্গা পার হইয়া, উহার উত্তরে বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎস্থলে গণ্ডকী নদী পার হওয়া বা তাহার নামমাত্রও উল্লেখ নাই। গঙ্গা পার হওনানন্তর, যদি গণ্ডকী পার না হইয়া বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই পাটনায় না হউক পাটনার অতি নিকটেই গঙ্গা পার হইতে হয়। বুদ্ধদেবের সমকালিক অজাতশত্রু যৎকালে কুসুমপুর নগর স্থাপন করেন, (যাহার নাম সময়-পরিবর্ত্তনে ক্রমে পাটলিপুত্র এবং পাটনা হইয়াছে) তৎকালে উহার চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এই পথবর্ণনে বাল্মীকি যখন বরাবর অভ্রান্তভাবে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন, তখন এ খানেও যে ভ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রথমতঃ গণ্ডকীর নামমাত্র করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ গঙ্গার দক্ষিণতীরে তপোবন ভিন্ন কুসুমপুর বা কোন জনপদের কথা কিছুমাত্র বলেন নাই।

অধিকন্তু তদ্বর্ণিত তাড়কার দৌরাত্ম্য-প্রসঙ্গে সেই সকল তপোবন অনার্য্যপীড়িত বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব ধরিতে হয় যে, এই পথনির্দ্দেশ যৎকালে রচিত হয়, কুসুমপুর তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে।

পিতৃসত্য পালনার্থে রামের বনগমন-প্রসঙ্গে অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত বাল্মীকি এইরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে আসিয়া, তমসা নদী (১৩) পার হইয়া, কোশলদেশের সীমা সন্নিকট করিয়া, বেদশ্রুতি নদী (১৪) পার হওনানন্তর দক্ষিণমুখে গিয়া, গোমতী নদী (১৫) পার হইলেন। তথা হইতে স্যন্দিকা নদী (১৬) পার হইয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া নিষাদরাজ গুহকর্ত্তৃক শাসিত শৃঙ্গবেরপুর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া বৎসদেশ। বৎসদেশ হইতে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন।

---

(১৩) সরযূ এবং গোমতীর মধ্যবর্ত্তী যে গণনীয় নদী। ইংরেজি মানচিত্রে উহা (River Tons) বলিয়া খ্যাত।

(১৪) তমসা এবং গোমতীর মধ্যবর্ত্তী একটী সামান্য স্রোতস্বতী।

(১৫) ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে এক গোমতীর কথা আছে

"এষো অপশ্রিতো বলো গোমতীমনুতিষ্ঠতি।"

ইহা এই গোমতী কি না? অধ্যাপক রতের (Roth) বিচারে জানা যায় যে, এই বেদোক্ত গোমতী সিন্ধু নদের একটী শাখা। তদ্ব্যতীত ডাক্তার ম্যুর কহেন ("There is a stream called Gomati in Kumaon, which must be distinct from the river in Oude as the latter rises in the plains."

(১৬) ইহা বর্ত্তমান সাই (Sai) নামক ক্ষুদ্র নদী হইবার সম্ভব।

সেখান হইতে পশ্চিমমুখে যমুনার তীর বাহিয়া কতক দূর গিয়া, উহার পর পারে দশ ক্রোশ অন্তরে চিত্রকূট পর্ব্বত(১৭) প্রাপ্ত হইলেন।”

কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।—অথর্ব্ববেদ যৎকালে রচিত হয়, তখন বাহ্লিক, মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ অসভ্য-আবাস বলিয়া গণ্য হইত, এবং তাহাদের প্রতি আর্য্যেরা যৎপরোনাস্তি ঘৃণাবর্ষণ করিতেন। বাহ্লিক রামায়ণের সময়েও অনার্য্যদেশ, উহা কেবল ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মগধ ও অঙ্গ রামায়ণের সময় আর্য্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দশরথের পুত্রার্থে যজ্ঞকালীন রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত, সুমন্ত্রের নিকট বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণ-যোগ্য যে রাজাদিগের নামমালা কহিয়াছিলেন, এবং সেই রাজাদিগের মধ্যে যাহাকে যাঁহাকে স্বয়ং যাইয়া সমাদরে আনিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অঙ্গ এবং মগধের অধীশ্বর গণ্য হইয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, বাল্মীকির সময়ে ঐ দুই দেশ আর্য্যগণকর্ত্তৃক যত দূর অধিবেশিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালোচিত বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বঙ্গের উত্তরপ্রান্ত দিয়াও আর্য্যদিগের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ আর্য্যবংশোদ্ভব অমূর্ত্তরজঃ দ্বারা যে ধর্ম্মারণ্য

---

(১৭) বুন্দেল খণ্ডের কামতা পাহাড়। ইহার দৃশ্য অতিসুন্দর। এ খানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী আছে, তাহার একটীর নাম মন্দাকিনী, তথায় রাম পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। রামের পূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া ইহা তীর্থমধ্যে গণ্য। তথায় বৎসর বৎসর অনেক যাত্রী গিয়া থাকে।

নগর স্থাপিত হয়, তাহা বর্ত্তমান কামরূপের মধ্যে। এ দিকে আবার মগধের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা হইতেই রাক্ষসেরা নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত, এবং তৎসমীপস্থ ঋষিগণ সর্ব্বদা তাহাদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। আবার বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে পৌণ্ড্র এবং বঙ্গ জঙ্গলময় এবং অসভ্যজাতির নিবাস বলিয়া কথিত। এতদুভয় কারণে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান বঙ্গ এবং সমীপবর্ত্তী অন্যান্য স্থান তৎকালে জঙ্গলময় ও অসভ্য-নিবাস ছিল এবং তথায় আর্য্যগণের গতিবিধি ছিল না। ফলতঃ রামায়ণের সময়ে এই বঙ্গনামের অস্তিত্ব ছিল কি না তাহাই সন্দেহস্থল। রামায়ণের উল্লেখ এ সন্দেহের বিপক্ষে পূর্ণ প্রমাণ নহে, যেহেতু বঙ্গ নাম পরবর্ত্তি সময়ে রামায়ণে যোজিত হওয়ার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণহেতু সম্ভব বলিয়াই বিশেষরূপে বোধ হয়। বিশেষতঃ রামায়ণের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়া যে যে পুস্তক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গ নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু পৌণ্ড্র-ভূমি এই নাম বঙ্গের পরিবর্ত্তে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণাবর্ত্তস্থ-বর্ণিত-প্রদেশ-সম্বন্ধেও আমাদিগের মত বঙ্গ-সম্বন্ধে মতের অনুরূপ। ঐ সকল স্থান রামায়ণে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা বর্ণন করিয়াছি। বস্তুতঃ তৎকালে উহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয়। সেই সকল প্রদেশের নাম প্রায়ই এক স্থানে মাত্র উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ সীতা-ন্বেষণে যাত্রী বানরগণের অন্বেষণযোগ্য স্থল নির্দ্দেশ করিবার সময় সুগ্রীবের দ্বারা কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যত্র বিরল। কিন্তু দক্ষিণাবর্ত্ত যে কেবল নিবিড় বনময়

এবং রাক্ষস-নিবাস ইহা অসংখ্য স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও আর্য্য জনপদের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না, কেবল দুই একটী ঋষির আশ্রমমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক লাসেনও আমাদের এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। (১৮) রামায়ণে কেবল প্রদেশাদির নাম নহে, অসংখ্য পদাবলীও পরবর্ত্তি পণ্ডিতাভিমানী মূর্খদের দ্বারা বিকৃত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তন্নিমিত্তই আমরা অনেক প্রদেশের নাম এবং অনেক বিষয়, যাহা বাল্মীকি স্বপ্নেও জানিতেন না, তাহা রামায়ণে দেখিতে পাই।

বাল্মীকি চিত্রকূট পর্য্যন্ত যে পথ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতিসুন্দররূপে এবং অভ্রান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথা হইতে রামের দক্ষিণে গমনের পথ সেরূপ করেন নাই। কোন জনপদের উল্লেখমাত্র নাই। কেবল রাক্ষস ও ভয়ঙ্করজন্তুবর্গ-সঙ্কুল ভীষণ বনদেশের মধ্য দিয়া রামকে লইয়া গিয়াছেন। বৃক্ষাবলীর ছায়ায় চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকার, শ্বাপদকুল সুখে বিচরণ করিতেছে, তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর-স্বভাবযুক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি তাহাদের মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ

---

(১৮) "The words 'southern kings' may, Lassen says, be employed here in a restricted sense, for from other parts of the poem it appears that the country to the south of the Vindhya was still unoccupied by the Aryas.—Even the banks of the Ganges are represented as occupied by a savage race, the Nishads."—*Muir's Sanscrit Texts.*

করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে কেবল দুই একটী সৌম্যমূর্ত্তি ঋষির আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এ ঘোর বনে, যথায় আর্য্যগণের বাসস্থান ক্ষণমাত্রও হইবার যোগ্য নহে, ইহারা কে? এই সকলে এরূপ অনুমান হয় যে, বাল্মীকির সময়েতেও আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত করতলস্থ করিতে সম্যক্‌রূপে অগ্রসর হয়েন নাই। বিন্ধ্যাচল তখন তাঁহাদের যাতায়াতের নিমিত্ত অগস্ত্য-সমীপে কেবল প্রণত হইয়া উন্নত দেহ সঙ্কোচ করিতেছেন মাত্র। ব্রাহ্মণ প্রচারকগণ সেই বনস্থল ভেদ করিয়া ধর্ম্ম-কিরণ বিকীর্ণ করণার্থে স্থানে স্থানে প্রেরিত হইতেছেন। এ দিকে পশুবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের অধিকারে ভিন্নপ্রকৃতির লোক দর্শন করিয়া, ঈর্ষাপরবশ হইয়া অনধিকারপ্রবেশক আর্য্যদিগের উচ্ছেদ-সাধনে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে।

এই সকল বনভূমি ভেদ করিয়া যাওয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য, তাহা, আর্য্য জনপদের বহু নিকটবর্ত্তী, এমন কি, দ্বারস্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে যখন রাম প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া গমনে উদ্যত হয়েন, তৎকালে ভরদ্বাজ ঋষি পথের যে অবস্থা বর্ণন করিয়া রামের আশঙ্কা দূর করিতেছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনুভব করা যাইবে। প্রথমে যমুনা পার হইতে হইবে কিরূপে তাহা কহিতেছেন

"তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্।"

২য় কাণ্ড, ৫৫ শ্লোক।

কাঠের ভেলায় যমুনা পার হইতে হইবে। লোকের গতি বিধি এত কম যে, তথায় নৌকা রাখার আবশ্যক হয় নাই

তৎপরে যমুনা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত পথের অবস্থা কিরূপ, তাহা কহিতেছেন

"রম্যোমার্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জ্জিতঃ॥"

পথ বালি বিছান হেতু সুখকর এবং দাবাগ্নি-রহিত। এতদপেক্ষা আর বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক করে না।

রাম-বিরহে দশরথের মৃত্যু হইলে, ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়নার্থে অযোধ্যা হইতে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহার গমন-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত-মত পথ বর্ণন আছে। রামায়ণের টীকাকারের অভিপ্রায় এই যে, এ পথ লোক-গতায়াতের সাধারণ পথ নহে। ভরতকে শীঘ্র সংবাদ দেওয়ার অনুরোধে, দূত জল জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সোজা পথে গিয়াছিলেন

"দূতাস্তু শীঘ্রং তন্নগরপ্রাপ্তয়ে কান্তারমার্গেণ গতাঃ।"

"অযোধ্যা হইতে পশ্চিমমুখে গমন করিয়া অপরতাল এবং প্রলম্ব দেশের মধ্যে মালিনী নদী (১৯) পার হইয়া গমনানন্তর, পঞ্চাল দেশে উত্তীর্ণ হইয়া, হস্তিনাপুরের নিকট গঙ্গা পার হইয়া, কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া, শরদণ্ডা নামক নদী পার হইয়া, পশ্চিমে কুলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুই নগর

(১৯) Erinesas of Megasthenes. গ্রিফিথের মতে উহা সরযূর শাখা এবং বর্ত্তমান নাম চুকা। এই নদীতটে কণ্ব ঋষির আশ্রমে শকুন্তলা সহ দুষ্মন্তের প্রথম মিলন হয়। এবং ইহারই তট বহিয়া শকুন্তলা হস্তিনাপুরে গমন করেন।

অতিক্রম করিয়া ইক্ষুমতীনাম্নী নদী (২০) পার হইলেন। তথা হইতে বাহিক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন্ নামক পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক বিপাশা (২১) ও শাল্মলী নামক নদীদ্বয় দর্শন করিয়া গিরিব্রজ নগরে (২২) উপনীত হইলেন।”

দূত-মুখে সংবাদ পাইয়া ভরত নিম্নলিখিত পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। এই পথপ্রসঙ্গে রামানুজের অভিপ্রায়

“ইদং মার্গান্তরং চতুরঙ্গবলগমনোচিতম্।”

“ভরত রাজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে গমনপূর্ব্বক সুদামা নামে নদী পার হইলেন। তৎপরে পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী পার হইয়া ঐলধান গ্রামে শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অপরপর্ব্বত নামক দেশ ছাড়াইয়া, শিলা ও আকুর্ব্বতী নামে দুই নদী পার হইয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক

---

(২০) ইহা দ্বিতীয় ইক্ষুমতী, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।

(২১) বিপাশার ঋগ্বেদিক নাম আর্জীকিয়া, যথা “ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।” তৎপরবর্ত্তী নাম উরুঞ্জিরা। বিপাশা নাম কিরূপে হইল, তৎসম্বন্ধে এরূপ কথিত যে, বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ এ দুয়ে যখন বিবাদ হয়, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পাশবদ্ধ করিয়া উক্ত নদীতে নিক্ষেপ করেন। এই নদী বশিষ্ঠের পাশমোচন ও পরিত্রাণ করায় বিপাশা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতে আদিপর্ব্বে

“উত্ততার ততঃ পাশাদ্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ।
বিপাশেতি চ নামাস্যা নদ্যাশ্চক্রে মহানৃষিঃ॥”

পুনশ্চ নিরুক্তে

“পাশা অস্যাং ব্যাপাশায়ন্ত বশিষ্ঠস্য মুমূর্ষতস্তস্মাদ্ বিপাশা উচ্যতে।”

(২২) “গিরিব্রজং কেকয়রাজগৃহাপরনামকং।”—রামানুজ।

দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে শিলাবহা নামে নদী দর্শন করিয়া, অনেক পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ কানন প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমে (২৩) উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বীরমৎস্য নামক দেশের উত্তর দিয়া, ভারুণ্ডবন অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধা কুলিঙ্গা নদী পার হইয়া সম্মুখে যমুনা প্রাপ্ত হইলেন। তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, অংশুধান গ্রামে গঙ্গা পার হওয়া কঠিন দেখিয়া, প্রাগ্বটপুরে গঙ্গা পার হইলেন। তথা হইতে কোটি-কোষ্টিকা নদী (২৪) পার হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে গমন করি-লেন। তার পর তোরণ গ্রাম দিয়া জম্বুপ্রস্থে উপস্থিত হই-লেন। তথা হইতে বরূথ নামক জনপদ, তাহার পর উজ্জি-হানা গ্রাম। এ খান হইতে সর্ব্বতীর্থ গ্রাম দিয়া উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইয়া, লৌহিত্য গ্রামে কপিবতী নদী (২৫) একশাল গ্রামে স্থাণুমতী নদী, এবং বিনত গ্রামে গোমতী

---

(২৩) "সরস্বতী ইয়মত্র পশ্চিমপ্রবাহা। গঙ্গাপদেনাত্র সুচক্ষুসীতা্যা-ন্যতমাঃ পশ্চিমপ্রবাহা গ্রাহ্যাঃ। এতাস্ত্রিস্রো গঙ্গাপ্রবাহা এবেতি পুরাণ-প্রসিদ্ধম্।"—রামানুজ। ঐ শাখাসম্বন্ধে রামায়ণে এরূপ আছে।

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতাদিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ॥"

১ কাণ্ড—৪৩ সর্গ।

২৪। কোটিকোষ্টিকা নদী বোধ হয় বর্ত্তমান "কোহ্" নদী, উহা গঙ্গার শাখা।

২৫। বর্ত্তমান গরা নদী হইবার সম্ভব।

নদী পার হওনানন্তর, কুলিঙ্গ নগরের শালবন অতিক্রম করিয়া, অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।”

বাল্মীকির সময়ে রাজধানী সকল কিরূপ ছিল, তাহা বাল্মীকিকৃত অযোধ্যাবর্ণনে অনেক বিদিত হইবে। সম্ভবতঃ বাল্মীকি নিকটস্থ কোন রাজধানী দর্শনে তদ্ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

“কোসলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্॥
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীং উষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥
বধূনাটক সঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীং।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্॥
প্রাসাদৈঃ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণাম্ ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥

চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসংপূর্ণাং ইক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥
যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ॥
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্‌বাহুবলৈরপি॥
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তাম্ অভিপূর্ণাং মহারথৈঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা॥

তামগ্নিমদ্ভি-র্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈ-র্ব্বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈ-র্মহাত্মভি-
র্মহর্ষিকল্পৈর্ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ॥

১ কাণ্ড, ৫ সর্গ।

"স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর-ধনধান্য-সম্পন্ন আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোসল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতিসুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়তজলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারি দিকে কপাট

ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণ সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অতুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজ-পট সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতিগভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয়-স্বজনবিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং হারা বিরোধ উপস্থিত

করিয়া পলায়ন করে, এইরূপ ব্যক্তি সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এইপ্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুলপ্রভাসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী-সদৃশ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।”

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদ।

সঙ্ক্ষিপ্ত সার।

পূর্ব্বগত বৃত্তান্ত দ্বারা ভারতের অবস্থা কিরূপ অনুমিত হয়? দক্ষিণাবর্ত্ত জঙ্গলময় অসভ্যনিবাস, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী আর্য্য ঋষির আশ্রম দেখা যায় মাত্র। তবে যে যে সকল প্রদেশের তদ্দেশে অবস্থান ও নামের উল্লেখ আছে, তাহা আদৌ বাল্মীকির সাময়িক কি না তাহাতেই সন্দেহ। যদিই ঐ সকল নাম তৎকালে স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা যেমন অধুনাতন নবাবিষ্কৃত ভূভাগ সকল অসভ্য-নিবাস বা অধিবাসিশূন্য হইলেও ইংরেজপ্রসাদাৎ ইংরেজ নামে জ্ঞাপিত হইয়া,থাকে, তদ্রূপ। আর্য্যাবর্ত্ত বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যরাজ্যে পরিপূর্ণ। তথায়ও বনভূমির অভাব নাই, কিন্তু

দক্ষিণাবর্ত্তের বনভূমি হইতে ভিন্নশ্রীযুক্ত। আর্য্যাবর্ত্তের যে অংশ জঙ্গলময় তাহা পরিত্যাগ করিলে, প্রায় সর্ব্বত্রই

"গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ"

এবং

"উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্"

এবং

"তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলা-কুল-সেবিতান্"

এতদ্রূপ গ্রামসমূহ দৃষ্টিগোচর হইত। বসুমতী তখন নবীনা, মনোহারিণী অলঙ্কারবিভূষণা, নিয়ত হারিত ; শোভায় মণ্ডিত। গ্রামান্তভাগে সুরভিপুষ্পখচিত এবং বিহঙ্গমকুল-কূজিত-পরিসর উদ্যানাম্রবনসমূহ দুর্গের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আশ্রিত জনপদকে নিরন্তর শত্রু-নয়ন হইতে লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্য-পদচিহ্নমাত্র গ্রাম-প্রবেশের পথ বিজ্ঞাপন করিতেছে। তৎপরে আলবাল-মধ্যে লহরীলীলাবৎ পরিপক্ক শস্যচূড়া সমুদয় মারুতহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যস্থলে গ্রাম। গৃহস্থেরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তে বিশ্রাম লাভ করত সাংসারিক সুখে পুলকিত হইতেছে। কখন বা সদয়া প্রকৃতির চারু-শোভা-সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছে, কখন বা তদ্দ্বারা উত্তে-জিত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অচিন্ত্য দেবের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হওয়ায়, উদ্দেশে প্রণিপাত করিতেছে। প্রকৃতি সরলা, লোকও সরল, সরল কথোপকথনে আনন্দিত হই-তেছে। নিকটে "গোযুতাং ময়ূরহংসাভিরুতাং" তটিনী কল কল স্বরে অভীপ্সিত পথে প্রধাবিত হইতেছে। স্মিতাননা সরলা কুমারীগণ কুম্ভ কক্ষে হস্তান্দোলন করিতে করিতে

স্বালয়ে গমন করিতেছে। বনভাগ রঞ্জিত করিয়া দিনদেব অস্তশিখরে গমন করিলেন। খদ্যোতমালা আশ্রয়ের অনভাবে গ্রামকে মণিমালা-বিশিষ্টা করিয়া তুলিল। অদূরে তপোবনস্থ হোমাগ্নির ধূম গগনস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইল। সকলেই সন্ধ্যাবন্দনায় বিব্রত। স্তোত্রসমাপনান্তে প্রজাবৎসল রাজাকে পিতৃবৎ জ্ঞানে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া গাত্রোত্থান করিল। এ বেশে না হউক, ভারতমাতার এই দিন কি আবার ফিরিবে? চাতকের ন্যায় চাহিতেই দিন গেল। রামচন্দ্র বনগমন করিলে, পুত্রশোকার্ত্ত দশরথ রামকে না দেখিয়া, তাঁহার রথবাহক অশ্বের পদচিহ্নমাত্র দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন আমাদেরও মুখে সাজিবে বলিয়া বলিয়াছিলেন

"বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতান্তং মমাত্মজম্।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে॥"
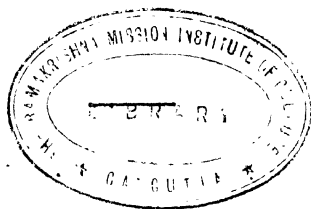
আগত হইয়াছে ইহা যখন সেই আকারে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষা তদ্রূপ চলিত ভাষা, কি কেবল শিক্ষণীয় অর্থাৎ মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল? আরণ্য কাণ্ডে বাতাপি এবং ইল্বল নামক দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যানস্থলে, কথিত হইয়াছে যে

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
ন্যমন্ত্রয়ত বিপ্রান্,———"

১১ সর্গ, ৫৬ শ্লোক।

—"ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত-কথন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত।"

পুনশ্চ, সুন্দরকাণ্ডে হনুমান্ অশোক বনে সীতান্বেষণে উত্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে সীতা-সম্ভাষণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন, এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন,

"যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতম্।"

২৯ সর্গ, ১৭ শ্লোক।

—"যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি।"—
আবার আশঙ্কা করিতেছেন যে, বানরজাতিতে তদ্রূপ কথার অসম্ভবতা হেতু সীতা তাঁহাকে মায়ারূপ-ধারী রাবণ ভাবিয়া ভীত হইতে পারেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন

"তস্মাদ্ বক্ষ্যাম্যহং বাক্যং মনুষ্য ইব সংস্কৃতং।"

২৯ সর্গ, ৩৩ শ্লোক।

—"অতএব সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যে কথা কহি।"—
এইরূপ আরও কতকগুলি প্রমাণ রামায়ণ হইতে লইয়া ডাক্তর ম্যুর তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য নামক পুস্তকে (*Sanscrit Texts*, Vol. II. pp. 166-67) প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত কথিত ভাষা ছিল। বস্তুতঃ রামায়ণোক্ত উক্ত বাক্যগুলি

দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? যে যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইল, উহা সকলই অনার্য্য লোকে আরোপিত; সংস্কৃত তাহাদের পক্ষে ভিন্ন ভাষা বলিয়া, আবশ্যক-মতে সংস্কৃত ব্যবহার্য্য হেতু, ওরূপ উক্তি সম্ভব হইতে পারে। অনার্য্য-জাতির ভাষা আর্য্য ভাষা হইতে ভিন্ন, তাহা বাল্মীকি অনেক স্থলে বলিয়াছেন, এবং মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক তাহার প্রতিপোষক। অতএব ইল্বল এবং হনুমানের মুখ হইতে সংস্কৃত বাক্য নির্গত হওয়ার সম্ভবতা, সংস্কৃত তৎকালিক কথনীয় কি শিক্ষণীয় ভাষা, এতৎ-সম্বন্ধে প্রমাণরূপে গৃহীত না হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে যে, দ্বিজাতি অর্থাৎ আর্য্যগণের চলিত ভাষা সংস্কৃত, এবং কথা বার্ত্তায় তাঁহারা সেই ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। আবার তৎপার্শ্বে "মনুষ্য ইব সংস্কৃতং" থাকায় জানা যাইতেছে যে, আর একটী সাধারণের নিমিত্ত গ্রাম্য সংস্কৃত ভাষা ছিল। দ্বিজাতিগণ প্রায় সর্ব্বদাই শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহাদের বাক্য-কথন মার্জ্জিত হইবারই সম্ভব; কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে তাহা নহে, তাহাতে গ্রাম্যতা দোষ প্রবেশ অবশ্যই করিবে। অতএব উক্ত দুইরূপ বাক্য-কথনের প্রভেদ, কেবল মার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত এতদুভয়ের প্রভেদ-মাত্র, কিন্তু ভাষা এক। এবং সে ভাষা কি, তাহা "সংস্কৃত" শব্দ উচ্চারণ দ্বারাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্য কোন প্রমাণের অভাব হইলেও কেবল ইহা দ্বারাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তখন সংস্কৃত চলিত ভাষা ছিল।

সেই শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন রূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা ঐকমত্যে তদ্রূপ সাধিত হয়। ভাষার ন্যায় নিরন্তর ব্যবহার্য্য এবং এরূপ বহ্বায়ত বিষয় সম্বন্ধে, তদ্রূপ ঐকমত্য দিগন্তব্যাপ্তভাবে লিপি-অভাবে সাধিত হইতে পারে, ইহা বিবেচনায় অসিদ্ধ। বিশেষতঃ, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং লক্ষিতও হইতেছে যে, যে ভাষা যত দিন লিপিসূত্রে গ্রথিত না হয়, তত দিন কেবলই তাহার উত্তরোত্তর আকৃতি ও উচ্চারণগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়া, সাপের ত্বঙ্মোচনের ন্যায়, সে ভাষা নূতন ত্বক্ গ্রহণ করে। অতএব লোকে যখন ভাষার সাময়িক প্রচলিত আকৃতি-রক্ষণেই অপারগ, (১) তখন যে তাহার মধ্যে সাধুভাষার সৃষ্টি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ইহা অসম্ভব। কথিতরূপ ভাষার পরিবর্ত্তনশীলতা-গুণেই, বৈদিক ভাষার সময়-ভেদানুসারে বহু স্থানে স্বাতন্ত্র্য-ভাব দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে আমরা বলি যে লিপিপ্রণালী প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে সংস্কৃতে সাধু বা ইতর ভাষা এরূপ কোন প্রভেদের অস্তিত্ব ছিল না।

ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখনই তাহার উত্তরকালীয় বহুস্থায়িত্ব এবং উন্নতির সূত্রপাত হয়। লিপিপ্রণালী প্রচলিত হইবার সময়ে ভাষা যে আকারে অবস্থিতি করে, সেই আকারে উক্ত প্রণালীতে প্রথম আবদ্ধ হয়। যে বাক্য পূর্ব্বে মৌখিক ছিল, লিপি দ্বারা তাহার বহুস্থায়িত্ব সম্পাদিত হইল। এখন মানবচিত্ত ভাষার মুহু-

(১) *Max Muller's Science of Language.*

মুহু পরিবর্ত্তনের দায় হইতে অবসর পাইয়া, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-করণে সময় পায় ও প্রবৃত্তি-যুক্ত হয়, এবং নানা-কৌশলময় ও নানানিয়মাবদ্ধ করিয়া তুলে ; এতদ্দ্বারা শিক্ষা এবং শিক্ষকতা এ উভয় কার্য্য পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে স্বাধীনভাবে এক কাজ অনায়াসে করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কোন নিয়মের অধীন হইলেই চিত্ত কুহকিত হইয়া যায় এবং সেই কার্য্যেই পদে পদে পদস্খলন হইতে থাকে। যখন ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়া, তাহার আকৃতি দৃষ্টে নানা নিয়ম স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং চিন্তাপ্রণালী যত উচ্চতর সোপানে উঠিতে থাকে, ততই ভাষার আকৃতি বহুলরূপে পুষ্ট হইতে থাকে ; তখনই সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের আংশিক ভাবে নিয়মের উপর আশঙ্কাবশতঃ, এবং আংশিক ভাবে আশঙ্কাজনিত ভাষার নূতন নিয়ম ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অপরিচয়ত্ব হেতু, এবং ভাষার মৌখিক অংশের রূপের আশু পরিবর্ত্তনশীলতা জন্য, কথিত ভাষা লিখিত ভাষা হইতে ক্রমেই বিকার-যুক্ত হয়। কিন্তু সেই বিকৃত কথিত ভাষাকে তাহা বলিয়া ভিন্ন ভাষা বলা যায় না ; পণ্ডিত ও চাষার ভাষা ভিন্ন হইলেও একই জিনিস।

এখন অনুসন্ধানের আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষার লিখন-প্রণালী কত কালে প্রচলিত হইয়াছিল। মক্ষ মূলরের মতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। প্রিন্সেপের ভারতীয় প্রাচীন তত্ত্বসংগ্রহ (*Indian antiquities,* Vol. II. Plate XXVII.) পুস্তকে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অক্ষর পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। মক্ষ মূলর অক্ষর শব্দ পাইয়াও তাহার নানার্থ করিয়া কথিত

সময়ের পূর্ব্বে লিপিপ্রণালীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন (*Ancient Sanscrit Literature*)। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে (ছান্দোগ্যে) ক, খ, অ, উ, প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্‌সমূহ ব্রাহ্মণের অন্তভাগ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকল বিজাতীয় পণ্ডিতদিগের হিসাব ধরিলেও খৃঃ পূঃ ৮০০ ন্যূন প্রাচীন নহে। (২) বস্তুতঃ যদি সেই সময়ে লিখনকার্য্য না থাকিত, তবে বর্ণমালা, তাহার যোগ, বিয়োগ, সন্ধি ও সমাস কখনই অবস্থিত করিতে পারিত না ; কারণ, সে সকল যে কেবল মুখে মুখে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা একরূপ বোধের অতীত। রামায়ণ কত পুরাতন তাহা যথাস্থানে বিচার্য্য, কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় (সুন্দরকাণ্ড) যে লিখন কার্য্য প্রচলিত হইয়াছে।—হনুমান্ অশোক বনে উত্তীর্ণ হইয়া রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী সীতাকে উপহার-স্বরূপ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, লিখনপ্রণালীর আরও প্রাচীনত্বে অন্য প্রমাণ যত দিন না পাওয়া যায়, যত দিন মৎ-কথিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন মত উপস্থিত না হয়, ততদিন ঔপনিষদিক কালের সহ লিখনপ্রণালীর প্রাচীনত্ব যোজনা করিতে পারি।

---

(২) পণ্ডিতবর মক্ষ মূলর বেদবিদ্যাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ১।—ছন্দভাগ। ২।—মন্ত্রভাগ। ৩।—ব্রাহ্মণভাগ। ৪।—সূত্রভাগ। ৫।—পরিশিষ্ট ভাগ। তিনি ইহার জন্যে নানা অসম্পূর্ণ কারণ দর্শাইয়া অব-শেষে অনুমান দ্বারা এরূপ কাল নির্ণয় করিয়াছেন।—ছন্দভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ। মন্ত্রভাগ ১০০০ খৃঃ পূঃ। ব্রাহ্মণভাগ ৮০০ খৃঃ পূঃ। সূত্রভাগ ৬০০ খৃঃ পূঃ। এবং পরিশিষ্ট ভাগ ৪০০ খৃঃ পূঃ।

লিপিপ্রণালী-প্রচলনের দিন হইতেই বোধ হয় আর্য্য-ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং উন্নত অংশ সার্থক-ভাবে সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিয়াছে। অপর ভাগ সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। যে ভাষায় মন্ত্রভাগ গীত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ কথিত ভাষা ছিল। তৎপরে উক্তমত কারণ অনুসারে দ্বিধা হইয়াছিল। অতএব পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনশীলতার নিয়ম ও কারণ অবলম্বন দ্বারা বেদভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও সাধারণ ভাষা এই ভাষা-ত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অবলোকন করিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুমান-স্থলে অনেক সন্দেহের হ্রাস হয়। সাধারণ ভাষা পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা ব্যতীত, আবার দেশ, কাল ও ব্যবধান ভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য, স্বর-ন্যূনাতিরেক এবং শাব্দিক আকার বিকৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাহ্যিক ভাবে ভিন্ন রকমের আকার ধারণ করে। এই কারণেই মাগধী, পালি প্রভৃতি নানানামধারী সাধারণ ভাষা স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয়। আমাদের আপন দেশে ইহার একটী সাদৃশ্য দেখা যাউক। আমাদের কেতাবি ভাষা হইতে কথিত ভাষা কত অন্তর তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। কথিত ভাষার মধ্যে কলিকাতার ভাষা হইতে বিক্রমপুরে বাঙ্গলা ভাষা কত অন্তর বলিয়া বোধ হয়, তথা হইতে আবার জলপাইগুড়ির সমীপবর্ত্তী তরাইয়ের ভাষা, তাহার পর মৈমনসিংহ, তথা হইতে শ্রীহট্ট, পরে আসাম, তৎপরে চট্টগ্রাম, এ সকল পরস্পরের মধ্যে কতই ভাবান্তরপ্রাপ্ত। কিন্তু এ সকলই যে একমাত্র কথিত বাঙ্গলা তাহা কেহ অস্বী-

কার করিবেন না। ইহারাও পালি ও মাগধীর ন্যায় বাঙ্গালে, চাটগেঁয়ে প্রভৃতি প্রাদেশিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা পালি মাগধী প্রভৃতির কতকগুলি ক্রিয়া প্রত্যয় এবং শব্দ-সাধন প্রভৃতির পার্থক্য দেখিয়া মনে করেন যে ইহা সংস্কৃত হইতে স্বাধীন ভাবে চলিত ছিল, তাঁহারা বোধ হয় ভ্রান্ত। চট্টগ্রামের কথিত ভাষা যদিও বাঙ্গলা, কিন্তু বাঙ্গলার সঙ্গে শুনিতে এতই অন্তর বোধ হয় যে তাহার তুলনে লাটিন ও সংস্কৃত এক ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পালি মাগধী প্রভৃতি এতদূর নৈকট্যযুক্ত যে পার্থক্য দর্শাইবার নিমিত্ত, তদ্রূপ তুলনায়ও তুলিত হইবার যোগ্য নহে। পালি মাগধী প্রভৃতি ভাষা আমাদিগের নিকট অনেক প্রাচীন, সেই প্রাচীনত্ব হেতুই উহারা স্বস্বপ্রধান এবং ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দর্শকের সহসা মোহ উৎপাদন করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ঐ ভাষার পৃথক্ পৃথক্ ব্যাকরণও তদ্রূপ ভ্রম জন্মাইতে বিশেষ পটু, কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে ঐ ঐ ভাষার ব্যাকরণ যাহারা ঐ ভাষা দিবারাত্র ব্যবহার করিত তাহাদের জন্যে ছিল না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে সংস্কৃত এবং যে সাধারণ ভাষা প্রদেশাদি-ভেদে পালি মাগধী প্রভৃতি প্রাদেশিক নাম প্রাপ্ত, এতদুভয়ে প্রায় একই সময়ে সেই বহু প্রাচীন লিপিপ্রণালীবিরহিত বৈদিক বা প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন ও পালিত। এবং কেতাবি বাঙ্গলা ও প্রদেশভেদে কথিত বাঙ্গলায় যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ও সাধারণ ভাষায় তদ্রূপ সম্বন্ধ। যদি বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক চলিত ভাষার অস্তিত্ব দেখিয়া কেতাবি

বাঙ্গলার সহ মিলাইয়া মনে করা সম্ভব হয় যে বাঙ্গলা মৃত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রাচীন কালীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা দেখিয়াও মনে করিতে পারি যে সংস্কৃত তৎকালে মৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সংস্কৃত স্বয়ং একটী ভিন্ন ভাষা নহে, আর্য্য-ভাষার উন্নত অংশমাত্র সংস্কৃত, অসংস্কৃত অংশ প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ প্রচলিত।—প্রচলন সম্বন্ধে যে কোন সময়ে একের অস্তিত্ব নিরূপিত হইলে অপরের অস্তিত্ব স্বতই নিরূপিত হয়।

যিনি প্রাচীন প্রবাদ বা প্রচলিত রীতির উপর কিছুমাত্র মুল্য অবধারণ না করেন, তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনার দৌড় অতি সামান্য। সংস্কৃত নাটকাদির মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শিক্ষিত স্থলে গণ্য, তাহাদের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, অপরাংশের মুখে পাত্র-ভেদে নানারূপ প্রাদেশিক ভাষা যোজিত হইয়া থাকে। অনেক বিজাতীয় পণ্ডিতের এরূপ বিশ্বাস যে একপ্রকার শোভার জন্য তদ্রূপ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিঃসন্দেহ ভ্রান্তি। নাটকাদিতে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ব্যক্তিভেদে যদিও কথা ভেদ, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিনানুবাদক-সাহায্যে বোধগম্য ; ইহা ভাষার কোন্‌রূপ অবস্থায় হইয়া থাকে ?

যাঁহারা আপত্তি করেন যে সংস্কৃতে যে সকল ধাতু নাই, এমন অনেক ধাতু এই সকল ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্নিমিত্ত তাহাদের উৎপত্তির কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা ও সংস্কৃত হইতে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের সেই আপত্তির আমরা এই উত্তর দিই যে নিজ

সংস্কৃততেই আদিম ধাতু ছাড়া অনেক নূতন ধাতু গৃহীত হইয়াছে এবং অনেক অনার্য্য কথা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ বলিয়া যাহাই নির্দ্দেশ কর, তাহাই উক্ত আপত্তিরও সিদ্ধান্ত-স্থল জানিবে।

সংস্কৃত যদি জীবিত ছিল, তবে তৎসত্ত্বেও পালি ভাষা বৌদ্ধদিগের দ্বারা কেন পবিত্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল? এবং কেনই বা সেই সেই ভাষা পরবর্ত্তী বৌদ্ধরাজেরা গ্রহণ এবং সর্ব্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? ইহার কারণ এরূপ নিরূপিত হয়;—হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য শিক্ষিতদিগের শিক্ষা, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা; এরূপ স্থলে মার্জ্জিত ভাষা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্ববোধগম্য লোকভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। পালিতে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার হেতু, বুদ্ধ-শিষ্যেরা প্রথমধর্ম্মপ্রচারস্থল গয়ার ন্যায়, পালিকেও পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষার বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে, আমাদের বঙ্গভূমে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত পারস্যভাষা, এবং বর্ত্তমান আদালতের বাঙ্গলা ও কেতাবি বাঙ্গলা, এ তিনের সম্বন্ধ এবং আবশ্যকতা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য; এবং তদ্রূপ পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের রাজভাষা ফরাশিশ ও লোকভাষা ইংরেজি এতদুভয়েরও সম্বন্ধ ও আবশ্যকতা নিরূপণ কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তদ্বিষয়ের সদুত্তর হইবে। যাহা হউক, ভারতে যদি প্রাদেশিক সম্প্রদায়বিশেষের ইতর ভদ্র প্রভৃতি সর্ব্বপর্য্যায়ে, ধর্ম্মযাজকগণ জন্মগ্রহণ ও আত্মশিষ্যদের ভাষাকে পবিত্র করণ না করিতেন, তাহা হইলে

অনেক ভাষাই, যাহা এ দূরান্তরে স্বাধীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, নাটকাশ্রয় ব্যতীত আর সর্ব্বপ্রকারে রূপান্তর-পরিগ্রাহী বা চিহ্নমাত্রও-বিহীন হইয়া লোপ পাইত।

সংস্কৃত মৃত হইলে পরে বৌদ্ধদিগের ধৃষ্টতায় উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা মনু রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহা অতি পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ মিথ্যা পরিচয়ের উদ্দেশ্য কি? যদি বলা যায় ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রাচীনত্ব দর্শাইবার জন্য, তাহা হইলে বেদ থাকিতে অন্য চেষ্টার আবশ্যক কি? ধর্ম্মযুদ্ধার্থে হইলে ঐ সকল গ্রন্থস্থ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য নহে। বিধান-দানার্থে হইলে কল্পসূত্র ত ছিল। কাব্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান উদ্দেশ্য হইলে চেষ্টায় কাব্যরস বাহির হয় না।

রামায়ণের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাব্য যে একটী মৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর রসগ্রাহিতার কাজ তাহা বলিতে চাহি না। যে ভাষা মৃত তাহার সহস্র অনুশীলনেও সে পরভাষার ন্যায়। মানবচিত্তের চিন্তনক্রিয়া মাতৃভাষায় হইয়া থাকে, সেই চিন্তনফল কৃচ্ছ্রসাধ্য মৃত ভাষায় রচিত হইলে, তাহা কিরূপ দুরুপাদেয় তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। মৃত ভাষায় জয়দেব ব্যতীত কে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছে? কিন্তু জয়দেবের ক্ষমতা জগতীয় অন্যান্যের ক্ষমতা হইতে একমাত্র স্বাতন্ত্র্যযুক্ত। কে না জানে যে মৃত ভাষায় রচনাকার্য্য কতদূর সুগম ও সদুপাদেয়? "Versification in a dead language is an exotic,

far-fetched, costly, sickly imitation of that which elsewhere may be found in healthful and spontaneous perfection. The soils on which this rarity flourishes are in general as ill suited to the production of vigorous native poetry as the flower-pots of a hot-house to the growth of oaks"—*Macaulay*. পুনশ্চ স্থানান্তরে উক্ত পণ্ডিত অপর একজন মহাবিজ্ঞের মত ব্যক্ত করিতেছেন "Nor was Boileau's contempt of modern Latin either injudicatious or peevish. He thought, indeed, that no poem of the first order would ever be written in a dead language. And did he think amiss? Has not the experience of centuries confirmed his opinion? Boileau also thought it proper that, in the best modern Latin, a writer of the Augustan age would have detected ludicrous improprieties. And who can think otherwise? What modern scholar can honestly declare that he sees the smallest imparity in the style of Livy? Yet is it not certain that, in the style of Livy, Pollio, whose tastes had been formed on the banks of the Tiber, detected the inelegant idiom of Po? Has any modern Scholar understood Latin better than Frederic the Great understood French? Yet is it not notorious that Frederic the Great, after reading, speaking, writing French, and nothing but French, during more than half a century, after unlearning his mother tongue in order to learn French, after living familiarly during many years with French associates, could not, to the last, compose in French, without imminent risk of committing some mistake which would have moved a smile in the literary circle of Paris? Do we believe that Erasmus and Fracastorius wrote Latin as well as Dr. Robertson and Sir Walter Scott

wrote English ?" পুনশ্চ মৃত ভাষায় অধিকার সম্বন্ধে "The love of Greek and Latin absorbed the minds of Italian Scholars, and effaced all regards to every other branch of literature. Their own language was nearly silent; few condescended so much as to write letters in it; .. .. But even in Latin they wrote very little that can be deemed worthy of remembrance or even that can be mentioned at all"—*Hallam.* পরবর্ত্তী লাটিন লেখকদিগের মধ্যে পিত্রার্ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধনামা, তাঁহার লেখা সম্বন্ধে একজন প্রধান বিজ্ঞের মত "He wants" says Erasmus, "full acquaintance with the language, and his whole diction shows the rudeness of the precedidg age."—*Hallam.* পুনশ্চ পিত্রার্কের লেখাসম্বন্ধে "An Italian writer somewhat earlier, speaks still more unfavorably. 'His style is harsh, and scarcely bears the character of Latinity. His writings are indeed full of thought, but defective in expression, and display the marks of labor without the polish of elegance.' "—*Hallam.* হ্যালামের নিজের মত "Relatively to his predecessors of the mediæval period, we may say that he was successful." ইহা নিঃসন্দেহই বিশেষ সুখ্যাতি নহে। পুনশ্চ ঐ সম্বন্ধে "The genius of Petrarch was scarcely of the first order; and his poems in the ancient language, though much praised by those who have never read them, are wretched compositions."—*Macaulay.* আমরাও ঐরূপমতস্থ এবং বলি যে বাল্মীকির রামায়ণের ন্যায় সুন্দর-রচনাযুক্ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মৃত ভাষায় রচিত হইতে পারে না। সংস্কৃত অন্ততঃ কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত

জীবিত ছিল। সাধু সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই শিক্ষিতেরা ব্যবহার করিত, অপর অংশ সাধারণের সম্পত্তি; এই নিয়ম সভ্য ভাষামাত্রেই বর্ত্তমান আছে। সুগ্রীবের দৌত্যকার্য্যে হনুমান্ যখন রামের নিকট গমন করেন, তাহার কথা শুনিয়া ঐজন্যই বোধ হয় রাম এরূপ কহিয়াছিলেন

"তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্॥ ২৭॥
নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥" ২৯॥

৪ কাণ্ড, ৩ সর্গ।

—সুগ্রীব-মন্ত্রী এই কপি বীর ও বাক্যজ্ঞ, তুমি ইহার সহিত, হে সৌমিত্রে, সস্নেহে মধুর-বাক্যে আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন তাহা ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ে পারদর্শী ভিন্ন সেরূপ কহিতে সমর্থ নহে। ইনি অনেকবার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন; এতবাক্য কহিলেন ইহার মধ্যে একটীও অপশব্দ নির্গত হইল না।—ভাষান্তর কহিতে হইলে, 'অপশব্দের' সম্ভব কোথায়? অপশব্দ গ্রাম্যতাদোষযুক্ত শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

ভারতের যে প্রাচীন বিদ্যা লইয়া আমরা এত গৌরব করিয়া থাকি, সে প্রাচীন বিদ্যা তাহার উন্নতির অতি উচ্চতম সোপানে এই সময়ে অধিরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের, বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের এই প্লাবন-কাল। বেদ-চতুষ্টয় শিরোরত্নরূপে সর্ব্বোপরি পরিশোভিত, আর

সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের হইলেও তৎপথানুসারী, আবার যে সকল শাস্ত্র ভিন্নমতাবলম্বী, তাহারাও সম্ভ্রম-রক্ষার্থে বেদবিহিত পথে ভক্তিযুক্ত। পবিত্র ইতিহাসাদির কথক এবং বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের বিধি-প্রদায়ক (১।১৪।৪০) ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র ও (১।৬।১৫) ষড়্‌বেদাঙ্গ অধ্যয়নের প্রধান অঙ্গ। বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইত না। ভরতের আতিথ্য করিবার সময়ে ভরদ্বাজ ঋষি, দ্রব্যাদি আয়োজন ও সঙ্কুলনের নিমিত্ত, ২।৯১।২২—'শিক্ষাস্বর-সমাযুক্ত' সূক্ত পাঠ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার বহুল চর্চ্চা দৃষ্ট হয়।

অতিপূর্ব্বকালে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা (৩) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া দলবিশেষ থাকিতেন। এ দলকে চরণ (৪) বলিত, এবং

---

(৩) অতি কৌতুকের বিষয়! চিরবিশ্বাস যে রাম ত্রেতাযুগের, এবং বাল্মীকি তাঁহার ষাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে অনাগত রামচরিত রচনা করেন। বেদবিভাগকর্ত্তা সত্যবতীসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বাপরে জন্ম-গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। বেদবিভাগ সম্বন্ধে নিরুক্তভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য বলিতেছেন "বেদং তাবদেকং সন্তমতিমহত্ত্বাদ্দুরধ্যেয়মনেকশাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ।" ব্যাসের পূর্ব্বে বেদ অবি-ভক্ত থাকায় অধ্যয়নের পক্ষে অতিকষ্টকর হওয়ায়, তাহা সাধারণের নিকট সুগম করিবার নিমিত্ত ব্যাস কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। রামায়ণে (যেমন প্রদর্শিত হইতেছে) এই বেদশাখাসমূহের বহুল উল্লেখ আছে।

(৪) "চরণশব্দঃ শাখাবিশেষাধ্যয়নপরৈকতাপন্নজনসঙ্ঘবাচী।"
চারণগণ চরণস্থ সকলের সম্মতি অনুসারে, কোন বিশেষ বিধি বদ্ধ করিয়া তদনুসারে চলিতেন। তদ্ভিন্ন এক চরণ হইতে অন্য অন্য চরণের ভিন্নভাবত্ব-প্রতিপাদক বহুতর বিষয় ছিল।

চরণস্থ ব্যক্তিগণকে চারণ কহিত। বাল্মীকির সময়ে চরণ আর সেই চরণ নহে, চারণগণ দেব গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি নামের সহ তাঁহাদের নাম-যোজন-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা এখন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া হিমাদ্রি-শিখরে আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয় মহাপ্রস্থান পথে অগ্রসর হইবার জন্য! অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গে রাম বনগমনের পূর্ব্বে তৈত্তিরীয় এবং কঠশাখার অধ্যাপকদিগকে ধনদান করিতেছেন। উক্ত সর্গ পাঠে যতদূর অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাতে ঐ অধ্যাপকদিগের বৃত্তি বর্ত্তমান টোলের গুরুদিগের বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখনও নিমন্ত্রণের উপর বিশেষ নির্ভর করিতেন, এবং সেই প্রাচীন কাল বাল্মীকির সময়েও, দেখা যায় যে আধুনিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিশিষ্ট স্থানে অর্থ-লালসায় পরস্পরের প্রতি জিগীষা-পরবশ হইয়া সভায় বাদানুবাদ করিতেন ;—

> "—তদা বিপ্রান্ হেতুবাদান্ বহূনপি।
> প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥"
> ১।১৯।১৪

১।৬।৬ এবং আরও অসংখ্য স্থানে সূত অর্থাৎ পৌরাণিক, মাগধ অর্থাৎ বংশাবলী-কথক এবং বন্দিগণের উল্লেখ এবং তাহাদের রাজসভা ও অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে আবশ্যকীয় অলঙ্কারবিশেষের ন্যায় অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদপ্রতিপাদ্য ও বেদবিরোধি তর্ক ও দর্শনের অস্তিত্ব বহুলভাবে এবং পুষ্ট আকারে দৃষ্ট হয়। চিন্তাশক্তির বেগ জ্ঞানকাণ্ডকথন-কালে প্রদর্শিত হইবে। এ সময়ে তর্কশাস্ত্র

শিক্ষার এক অতিপ্রধান অঙ্গ। যিনি (২।১।১৭) কোন-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তিপ্রদর্শনে সমর্থ, তাঁহার বহুমান। বৈষয়িক বিদ্যায় অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা কিপ্রকার অর্থশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন, এবং বৈষয়িক বিদ্যার কতদূর উন্নতিসাধন হইয়াছিল, তাহা সমাজের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টে পরে পরিচিত হইবে। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে নাটক প্রভৃতির (২।৬৯।৪) সুন্দর প্রচার ছিল, এবং রামায়ণ যে সময়ের কাব্য, তখন তৎসম্বন্ধে অধিক বক্তব্য আর কি আছে?

২।৪—দশরথ, রবি মঙ্গল ও রাহু তাঁহার জন্ম-নক্ষত্রে আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আসন্ন বিপদ জ্ঞানে ভীত হইতেছেন। ২।৪১ কথিত হইয়াছে, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহ সোমে সংক্রান্ত হইয়া অতি অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। পুনশ্চ রামের জন্ম-নক্ষত্র। (৫)—

"ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ ॥" ৯
১।১৮

ব্যাখ্যা—

"অদিতিদৈবত্যে পুনর্ব্বসৌ পঞ্চসু রবি-ভৌম-শনি-গুরু শুক্রেষু উচ্চসংস্থেষু সচন্দ্রগুরৌ কর্কটে লগ্নে স্থিতে সতি"—রামানুজ।

---

(৫) এই গণনা-সম্বন্ধে যিনি কৌতূহলাবিষ্ট, তিনি বেণ্টলি সাহেবের হিন্দু জ্যোতিষতত্ত্ব অবলোকন করিবেন। গণনা অনুসারে, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জন্ম পরস্পরের মধ্যে বহুসময় অন্তরে নিরূপিত হয়। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস সেরূপ নহে, তন্মতে ইহারা একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভরতাদির জন্মনক্ষত্র-সম্বন্ধে

"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ ॥১৫"
১।১৮

সার্প—অশ্লেষা, কুলীর—কর্কট।

ইত্যাদি।

ইহার দ্বারা (৬) এক দৃশ্যতেই প্রদর্শিত হইতেছে যে আর্য্যেরা বাল্মীকির সময়ে জ্যোতিষতত্ত্ব-সম্বন্ধে আপনাদের দর্শন কতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাহা আপনাদের শুভাশুভে কিরূপ ভাবে নিয়োজন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে যুদ্ধকালীন ঘোর অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ কথিত হইয়াছে যে,

"শ্যামং রুধিরপর্য্যন্তং বভূব পরিবেশনম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্॥" ৩
৩।২৩

—রুধিরবর্ণ-উপান্তভাগ-বিশিষ্ট অলাতচক্রপ্রতিম একটী শ্যামবর্ণ মণ্ডল সূর্য্যকে আবরিত করিল।—সম্ভবত এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য বাল্মীকির সময়ে বা পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার অদ্ভুততাই উহাকে অমঙ্গল চিহ্নপদে আরোপিত করিবার হেতু। উহা কি, তাহা জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকেরা মীমাংসা

---

(৬) এই গ্রহনক্ষত্রাদির গতিসম্বন্ধে পরবর্ত্তী হিন্দুজ্যোতিষের কতদূর সম্বন্ধ, ইহা যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে এবং সঙ্কেত সহ ঘনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিতে কৌতূহল জন্মিবে, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুটগতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিবেন।

করিয়া লইবেন। (৭) ২।২৫।১৪ "বায়ুশ্চ সচরাচরঃ" স্থির এবং অস্থির বায়ুর তত্ত্ব, ইহা দ্বারা বোধ হয়, তৎকালে নিরূপিত হইয়াছিল। এত বিদ্যাচর্চ্চা সত্ত্বেও দেহস্পন্দন বা স্বপ্নদর্শনে কুমঙ্গল বা সুমঙ্গল নিরূপণ এবং তাহাতে ভীত বা আশঙ্কাযুক্ত হওয়া এবং দৈবে বিশ্বাস অতিপ্রবল ছিল।

২। ব্রহ্মবিদ্যায় কর্ম্মকাণ্ড।

ভারতের দেবতানিচয় এখনও বেদোক্ত দেবতানিচয়। (৮) কিন্তু বড় ছলগ্রাহী, কথায় কথায় রাগ করেন, কথায় কথায়

---

(৭) গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দী পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র সূর্য্যগ্রহণ হওয়ায়, উহা অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে লিডীয় এবং মীড জাতির মধ্যে প্রস্তাবিত যুদ্ধ হয় নাই। ইহাও আকৃতিতে বাল্মীকির বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। এরূপ গ্রহণ অতি অদ্ভুত ও কদাচিৎ সম্ভব। পরে গণনা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে এই গ্রহণ খৃষ্টের ৬১০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০এ সেপ্টেম্বর দিবসে ঘটিয়াছিল। এই গ্রহণের ঘটনা বিষয়ে *Herodotus,* Book I, Chap. 103 দেখ।

(৮) ঋগ্বেদোক্ত দেবতানিচয়ের অতি সঙ্ক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিলে পাঠকগণের অনেক সাহায্য হইতে পারিবে, এ বিবেচনায় তাহা কথিত হইতেছে। প্রথম আদিত্য, অর্থাৎ অদিতির পুত্রগণ, ঋঃ বেঃ ২।২৭।১ (মর্ত্ত্যে আদিত্য ছয় জন,) ভগ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। কিন্তু তৈত্তিরীয়কে মিত্র, বরুণ, ধাতৃ, অর্য্যমন্, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বৎ। বৃষ্টির অধিপতি পর্জ্জন্য। বাত্যার রৌদ্রভাবাধিপতি রুদ্র। তৎপুত্র বাতাধিপতি মরুৎ। উষার স্বামী সূর্য্য, যাস্কের নিরুক্ত ১২।১৯ এবং দুর্গাচার্য্যের ভাষ্যে বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছে। সবিতৃ, সূর্য্যের নামান্তর, কিন্তু ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র যেন ভিন্ন দেবতার ন্যায় কথিত হইয়াছে, নিরুক্ত ১০।৩১ সবিতৃ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসবিতা। উপাসকদিগের মনোমত স্ত্রীদাতা, পশুপ অর্থাৎ পশুপালক, পুষ্ণিস্তর অর্থাৎ তাহাদের বৃদ্ধিকারক এবং সকলের ধনরক্ষক পুষ। অগ্নি, একজন প্রধান দেবতা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফলদাতা, ইহার ত্রিমূর্ত্তি, স্বর্গে সূর্য্যরূপ, আকাশে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। ত্বষ্টৃ, দেবতাদিগের মধ্যে ইনি কর্ম্ম কারের কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহার পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র হত করায়, উভয়ের মধ্যে চিরবিবাদ ছিল, এতদ্বিষয় সবিস্তারে তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৫।১।১ এবং

খুসি হয়েন; ঋষিরাও তদ্রূপ। দেবতা-সংখ্যা এই সময়ে কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে ঋগ্বেদ সহ তুলনায়। প্রধানতঃ

শতপথ ব্রাহ্মণে ১৬।৩।১ দ্রষ্টব্য। ত্বষ্টৃদুহিতা সরণ্য এবং বিবস্বতের পুত্র অশ্বিনীযুগল, ইহারা দেববৈদ্য। সোমরস-প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সোম, ইহার সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১।২৭ কথিত আছে যে সোম গন্ধর্ব্ব-মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, স্ত্রীরূপিণী বচকে পরিবর্ত্ত করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা হয়, তৎপরে গীত দ্বারা মোহিত করিয়া বচকে ফিরিয়া আনা হয়, সেই হইতে স্ত্রীগণ গীতগায়ক পুরুষকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সোম সম্বন্ধে আরও একটী কৌতূহলময় গল্প আছে,—তৈত্তিরীয়-সংহিতা ২।৩।১০।১, সোম শ্রদ্ধা-নামক স্ত্রীকে ভালবাসিতেন, সীতাসাবিত্রী সোমকে ভালবাসিতেন. কিন্তু সোমের তৎপ্রতি অনুরাগ না থাকায়, সীতার পিতা কন্যাকে বশীকরণ দ্রব্যাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া সোমের নিকট পাঠান, সোম তাহাতে মোহিত হইয়া সীতাকে আহ্বান করায়, সীতা তাঁহার হস্তস্থিত বস্তু প্রার্থনা করেন। সোম হস্তস্থিত তিন বেদ তাঁহাকে দিলেন, সেই হইতে স্ত্রীলোক আলিঙ্গিত হইবার পূর্ব্বে অগ্রে কোন দেয় বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ও ব্রাহ্মণস্পতি, পুরোহিত, দেবতাদিগের রক্ষক। পাপ-পুণ্যের ফলদাতা যম (স্থানান্তরে বিবৃত)। ক্ষুদ্র দেবতাত্রয় তৃত আপত্য, অজ একপদ, অহির্বুধ। বেদোক্ত দেবীগণ,—পৃথিবী। দেবমাতা অদিতি। দিতি। নিষ্টিগ্রী। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী। রুদ্রপত্নী পুষ্টি। সূর্য্যপত্নী উষা। অগ্নিপত্নী অগ্নায়ী। বরুণপত্নী বরুণানী। রোদসী, "মরুৎপত্নী বিদ্যুদ্বা" সায়নাচার্য্যের ঋগ্বেদভাষ্য ১।১৬৭।৫। রাকা, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য ২।৩২।৪ মতে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিরূপ। সিনীবালী। শ্রদ্ধা, কামজননী, শতপথ ব্রাহ্মণে ১২।৭।৩।১১ সূর্য্যদুহিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে, "শ্রদ্ধা দেবান্ অধিবস্তে শ্রদ্ধা বিশ্বম্ ইদং জগৎ"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৮।৬। অরমতী। সরস্বতী, "তত্র সরস্বতী ইত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমাঃ ভবন্তি।" —নিরুক্ত ২।২৩। বাজসনেয়ী সংহিতা ১৯।৯৪,—সরস্বতী অশ্বিনীযুগলের স্ত্রী বলিয়া কথিত হইয়াছে; সরস্বতী এখন যেমন বিদ্যাদায়িনী ও বাগ্দেবী বলিয়া পূজিত হয়েন, তাঁহার তদ্রূপ ফলদায়িতা ঋগ্বেদে উল্লিখিত নাই। অপ্সরস্, স্বর্গবেশ্যা, গতাসু বীরগণের সঙ্গিনী। নির্ঋতি। অরণ্যানী। লক্ষ্মী, আধুনিক ধর্ম্মগ্রন্থে লক্ষ্মী যদর্থে দেবী বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঋগ্বেদে তেমন উল্লেখ নাই, অথর্ব্ববেদ-(৭।১৫।৩)-মতে বহুলক্ষ্মীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে কতক ভাল কতক মন্দ। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু গঙ্গা প্রভৃতি আর অল্প কয়টী ক্ষুদ্র দেব দেবীর কথা আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই স্বাধীনভাবে উল্লিখিত বা পূজিত না থাকাতে আমরাও তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

নির্ভর তেত্রিশটীর উপর (৯), ২।১১।১৩ "ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা" ইত্যাদি বহুল উল্লেখ। রামজননী কৌশল্যা পুত্রের বন-গমনের পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার মঙ্গল-কামনায় দেবতাগণের, এবং সুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, খেচর ভূচর প্রভৃতিরও নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন স্থলেই যখন প্রোক্ত দেবতাগণ সকলেই বৈদিক, কেহ নূতন সৃষ্ট নহে, তখন সহজেই প্রতি-পন্ন হয় যে, বৈদিক দেবতাদিগের অদ্যাপি তেজোহানি হয় নাই। তবে স্থানান্তর আলোচনায় দেখা যায় যে, কেবল তেজোহানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, এবং যাঁহারা নূতন তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অতি সামান্যসংখ্যক এবং সমৃদ্ধি-সংস্থাপন কেবল আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। ভারতে আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র প্রভাবে পতঙ্গপালের ন্যায় যে দেবতামালা নিয়ত কঠোর আধিপত্য করিতেছেন, বাল্মী-কির সময়ে তাঁহাদের অনেককে কেহ চিনিত না।

---

(৯) ঋঃ বেদ ১।১৩৯।১১, ৮।৩০।২, ৮।২৮।১ ইত্যাদি। আবার ঐ বেদের স্থানান্তরে (৩।৯।৯) দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়, যথা "ত্রীণি শতা ত্রিসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত তিন সহস্র একোন চত্বারিংশ দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। এই ৩৩ জন দেবতা কাহাকে কাহাকে লইয়া, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ৪।৫।৭ "অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যা ইমে এব দ্যাবাপৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশৌ।" এতদ্বিষয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ২।১৮ দ্রষ্টব্য। নিরুক্ত ৭।৫। নৈরুক্তদিগের মতে ঋগ্বেদে দেবতা তিনটীমাত্র, প্রথম অগ্নি পৃথিবীস্থ, দ্বিতীয় বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থ, তৃতীয় সূর্য্য আকাশস্থ। ইহাঁ-রাই কার্য্য অনুসারে ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ ১।২৭।১৩ দেবতারা মহৎ, সামান্য এবং যুবা বা বৃদ্ধ এতদ্রূপে বিভাগ-যুক্ত হইয়াছেন। সায়নাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে "অদিতিরাদিনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা।" এবং "সকলজগদাত্মনা অদিতিঃ স্তূয়তে।"

দেবতাগণ বৈদিক হইলেও এ সময়ে অনেকের অনেক মূর্ত্তির ভাবান্তর হইয়াছে। (১০) ঋগ্বেদে রুদ্র বাত্যার রৌদ্র-ভাবাধিপতি, মরুদ্গণ তাঁহার পুত্র এবং পৃশ্নি তাঁহার ভার্য্যা; অথবা ঋগ্বেদের ৫।৫৬।৮ সায়নাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে

"রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা। যদ্বা রুদ্রো বায়ুঃ তৎপত্নী মাধ্যমিকা দেবী।"

বাল্মীকির সময়ে ইহার মরুদ্গণের সহ সম্বন্ধ আছে বটে,

"————স্থাণুং————
কৃতোদ্বাহস্তু দেবেশং গচ্ছন্তঃ সমরুদ্গণম্।"

কিন্তু এ ক্ষণে ইনি ভিন্নমূর্ত্তিধর, ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভার্য্যা হিমবদ্দুহিতা গৌরী, পুত্র স্কন্দ। সম্প্রদায়-বিশেষের মুখ্য উপাস্য দেবতা। এবং প্রভাব এত প্রবল যে, সেই সেই সম্প্রদায় ইহার নামানুসারে শৈব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিষ্ণু বেদে সাধারণ পদবীর দেবতা, ইন্দ্র সহ সখ্যতায় পূজিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও নিম্নপদবীস্থ,—

"অগ্নি-র্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতাঃ"—

অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, বিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ। আর সমস্ত দেবতা এতদুভয়ের মধ্যে স্থানাধিকারী।—ইনিও রামায়ণের সময়ে রুদ্রের ন্যায় ভিন্নমূর্ত্তিধর এবং সম্প্রদায়-বিশেষের

---

(১০) পৌরাণিক পরিবর্ত্তন আরও গুরুতর। যাহারা ঋগ্বেদে প্রধান, পুরাণাদিতে তাহারা অনেকে হীনপদবীস্থ, আবার ঐ বেদে যাহারা সামান্য, তাহারা অনেকে অতি গণ্য হইয়াছে। অনেক আকার প্রকার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক নূতননামধারী দেবতা দেখা দিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ***Wilson's Intro. to Rig Veda*** দেখ।

উপাস্য দেবতা। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ৭৫ সর্গে ভৃগু-রাম পুরাকালীন বিষ্ণু ও রুদ্রের সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন; উহাতে বিষ্ণু-পক্ষে জয় সূচিত হইয়াছে। কালপ্রভাবে ক্রমান্বয়ে ভারতে বরুণ, তৎপরে ইন্দ্রদেবের যেমন প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল, ইহা দ্বারা সেইরূপ তাহার পরে রুদ্র, আবার তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া এ ক্ষণে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ঐ কাণ্ডে ২৯ সর্গে বামনাশ্রম-বর্ণনে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকদ্বয়-মাত্র জ্ঞাপনার্থে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকম্।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥ ১২
শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্ব্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দ্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩

—তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি এবং তপঃস্বরূপ। হে পুরুষোত্তম, তপের দ্বারাই তোমার দর্শন পাইয়াছি। হে প্রভো, সমস্ত জগৎ তোমার শরীরে দর্শন করিতেছি। তুমি অনাদি এবং নির্দ্দেশ-রহিত. আমি তোমার শরণাগত হইলাম।—যদি আর সর্ব্বত্রে কার্য্য দ্বারা এই প্রাধান্য প্রদর্শিত না হইত, তবে এগুলি ভক্তির আধিক্যজনিত অত্যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত।

বাল্মীকিও রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাম নামে কোন নৃপতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, বাল্মীকির সময়েতেই যে নরদেবতার উপাসনার সূত্রপাত হইয়াছে তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু নরদেবসম্বন্ধে মনুষ্য-

প্রকৃতির মহত্ত্বে তখনও এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, বাল্মীকি সেই নরদেবের নিকট মনুষ্য-প্রকৃতির হেয়ত্ব এবং নীচত্ব প্রতিপাদন করিতে সাহস পায়েন নাই, অথবা তাঁহার মনে সে ভাব উদয়ই হয় নাই। এই বিষয় পরবর্ত্তী শাস্ত্রগ্রন্থের তুলনায় দেখা যাউক, কত প্রভেদ দেখা যাইবে। অহল্যা ইন্দ্র-সংস্রবে পতিত হইলে ঋষি গৌতম তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন

"বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী॥
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে!————।

১।৪৯

নির্জ্জনবাসিনী অনুতপ্তা অহল্যা রামের তপোবনে আগমন জ্ঞাত হওন মাত্রেই

"শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা॥"

১।৪৯

পুরাণানুসারে পাষাণময়ী অহল্যা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন—

"গচ্ছতস্তস্য রামস্য পাদস্পর্শান্মহাশিলা।"

পদ্মপুরাণ।

রাম এই অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিতেছেন

"তদঙ্ঘ্রিস্পর্শনাৎ তস্যৈ শাপান্তং প্রাহ গৌতমঃ।
তস্মাদিয়ং তে পাদাব্জস্পর্শাৎ শুদ্ধাভবৎ প্রভো॥"

পদ্মপুরাণ।

রামায়ণে গৌতম শাপ দিলেন যে, অহল্যা বাতভক্ষ্যা, নিরা-

হারা এবং ভস্মশায়িনী হইয়া, রামের সেই বনে আগমন পর্য্যন্ত অনুতাপ করিবেন। এ খানে রামের আগমন যেন অনুতাপকরণের কালনির্ণায়ক-স্বরূপ। তৎপরে রামকে বনে আগত জানিয়া, অনুতাপের কাল পূর্ণ বিবেচনা করিয়া, রামের আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অহল্যা 'দর্শনমাগতা'। রাম অহল্যাকে দর্শনমাত্রে পূজনীয়া জ্ঞানে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। পদ্মপুরাণে গৌতম অহল্যাকে পাষাণময়ী করিলেন এবং মুক্তির যে উপায় কহিয়াছিলেন তদনুসারে রামের পদস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে যে, পূর্ব্বে যিনি ভক্তিতে যাহার পদগ্রহণ করিতেন, এ ক্ষণে তিনিই আপন-উচ্চতা-অনুসারে তাহাকে শুধু পদ দেন না, আবার পদ ধূলি দিয়া মানুষ করিয়া থাকেন!

একের বিলয়ে অপরের আবির্ভাবে যেরূপ হইয়া থাকে, —একজন ক্রমে চিত্ত অধিকার করিতেছেন, চ্যুতাধিকার আর একজন মায়াবশতঃ ক্ষণে তথায় দেখা দিতেছেন, বাল্মীকির সময়ে কথিত নূতনত্ব-প্রচলন সত্ত্বেও সেইরূপ। এখনও বৈদিক ইন্দ্রের প্রাধান্য

"সহস্রাক্ষে সর্ব্বদেবেন সংস্কৃতে"—২।২৫,

স্মৃতিপথে উদয় হয়। যাগ-যজ্ঞাদি কল্পসূত্র এবং ব্রাহ্মণোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। উন্নতির মধ্যে শুধু অসংখ্য পশু নহে, পক্ষী পর্য্যন্ত অতি অধিকসংখ্যক বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে (১।১৪)। যজ্ঞকর্ত্তা মুখ্য পুরোহিত চারিপ্রকার, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা। (১।১৪।৩৮)

ইহাদের সহকারী লইয়া ষোড়শজন। (১১) অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অতিরাত্র প্রভৃতি বহুবিধ বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ আছে। সমগ্র আলোচনা করিলে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মরূপ প্রবলা নদীর বেগ ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মরূপ শাখা, যাহা এখন স্বীয় প্রাবল্যে জননীর নাম প্রায় লোপ করিয়াছে, তখন জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল স্বীয় বেগ ঢালিবার নিমিত্ত পয়ঃপ্রণালী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে মাত্র।

ধর্ম্মোপার্জ্জিত লব্ধফল লইয়া গৃহে আগত ব্যক্তির সহ কৌতুকাবহ সম্ভাষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩।৫—রাম শরভঙ্গ-আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্গ কহিতেছেন যে, আমি তপোবলে যে সমস্ত লোক অধিকার করিয়াছি, তাহা তুমি প্রতিগ্রহ করিয়া, সেই সমস্ত লোক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। রাম তদুত্তরে প্রতিগ্রহ না করিয়া কহিলেন, আমি স্বয়ং ঐ সকল লোক আহরণ করিব। পুনশ্চ ৩।৭—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক তথাবিধ সম্ভাষণে রাম তদ্রূপ উত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপ সম্ভাষণ-প্রথা মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়।(১২)

---

(১১) হোতা এবং সহকারী মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতা এবং সহকারী প্রস্তোতা, অগ্নীধ্র, পোতা। অধ্বর্য্যু এবং সহকারী ব্রাহ্মণচ্ছংসি, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য। ইহাদের দক্ষিণা-ভাগ-সম্বন্ধে মনু (৮।২১০) ব্যাখ্যায় কল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন যে মুখ্য ঋত্বিক অর্থাৎ হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা ইহারা সমান ভাগ পাইয়া থাকেন। মৈত্রাবরুণ, প্রতিস্তোতা, ব্রাহ্মণচ্ছংসি এবং প্রস্তোতা ইহারা মুখ্য ঋত্বিকের অর্দ্ধেক। অচ্ছাবাক, নেষ্টা, অগ্নীধ্র এবং প্রতিহর্ত্তা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয়াংশ। গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা এবং সুব্রহ্মণ্য মুখ্য ঋত্বিকের প্রাপ্যের চতুর্থাংশ পাইয়া থাকেন।

(১২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব যযাতি উপাখ্যানে ৯৩ অধ্যায়।

পরলোক-সম্বন্ধে পুরস্কার ও তিরস্কার অর্থাৎ স্বর্গ এবং নরক এতদুভয়তেই দৃঢ় বিশ্বাস। পুরস্কার অর্থাৎ স্বর্গবাস পুণ্য কর্ম্মের তারতম্য-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। লোকবিশেষে মানুষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ায়ত্ত এবং অমানুষিক অর্থাৎ চিত্তায়ত্ত সুখ। যাগ-যজ্ঞাদি কেবল কর্ম্মের দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লোক অধিকৃত হয়, তথায় পার্থিব সুখের প্রাচুর্য্যমাত্র; কর্ম্মফল শেষ হইলেই পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কেবল যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, (এতদ্বিষয় জ্ঞানকাণ্ডে বিবৃত হইবে)। কর্ম্মফলাত্মক স্বর্গের ভাব ভারত কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে ভাবিয়াছে, নিম্নলিখিত বাক্যাবলী হইতে তৎসাময়িক তদ্বিষয়ক অপর বাক্যাবলীর সহ সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিয়া দেখা যাউক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

"সহস্রাশ্বিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকঃ"

সহজ কথায়, স্বর্গ পৃথিবী হইতে এক হাজার ঘোড়ার ডাক। —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

"দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি। য এবং বেদ গৃহী ভবতি।"

—নক্ষত্রনিচয় দেবতার নিবাস, যে ইহা জ্ঞাত সে গৃহযুক্ত হয়।—বাল্মীকির সময়ের সারাংশ উপরে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে

"মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥"

—হে দ্বিজোত্তম, যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ, এবং তদ্বিপর্য্যয় নরক। অতএব নরক-স্বর্গ পাপ-পুণ্যের নামান্তর মাত্র।—

যম (১৩) পাপের দণ্ডদাতা। পিতৃলোকের অধিপতি। পুণ্যবন্তদিগের সহিত সম্পর্ক নাই। এই দুই কথাই পরস্পরবিরোধি। রামায়ণমতে পিতৃলোক, মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ। তাঁহারা পুণ্যবান্ এবং বহু সুখে সুখী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে পিতৃলোক পৃথক্ সৃষ্ট। এক গ্রন্থেই এরূপ উক্তিভেদ, এবং ভিন্ন গ্রন্থের সহিত মতবিরোধ ভারতবর্ষীয় সাধারণ মতের অনৈক্যতার পরিচায়ক, এবং কালে যে কল্প মন্বন্তর প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঐ সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য-সম্পাদন করাই তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যমের পুরে পাপানুসারে নরক ভোগ হয়, তাহার দণ্ডবিধান কায়িক ক্লেশের আতিশয্যমাত্র। আবার বিষয়-বিরোধ! পরলোকে এতদ্রূপ কায়িক এবং মানসিক সুখ দুঃখ বিধানের একত্র অবস্থান অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অবিনাশী ব্রহ্মলোকের পার্শ্বেই আবার গন্ধর্ব্বাপ্সরঃশোভিত স্বর্গ, তৎপার্শ্বে মলপরিপূরিত নরককুণ্ড। এক দিকে আত্মা অশরীরী, অন্য দিকে শরীরময়। যে চিত্তে পরলোকবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অতি উচ্চ ভাবের আবিষ্কার, সেই চিত্তেই আবার ঐবিষয়ক হেয় ভাবের অবস্থান! এ দোষ কেবল

---

(১৩) ঋগ্বেদ-মতে যম ত্বষ্টৃদুহিতা সরণ্যু এবং বিবস্বতের পুত্র, যমীর সহ যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যম সর্ব্বপ্রথমে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরলোকের প্রভুত্ব অধিকার করিয়াছে, এবং পরলোকের পথ মনুষ্যদিগকে প্রথম দেখাইয়াছে। তাহার পুরপ্রহরী শ্যামা ও শবলা নামে চতুশ্চক্ষুবিশিষ্টা কুক্কুরীদ্বয়। দূত দুইজন অসুতৃপ ও উদুম্বল। অধ্যাপক মক্ষমূলরের মতে বিবস্বত অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে প্রাতঃকাল, যম অর্থে দিবা, যমী অর্থে রাত্রি। *Science of language*, Vol. II. pp. 508 seq.

রামায়ণের নহে। শ্রুতি-গ্রন্থকলাপেও কথিত আছে যে, আত্মা সাধারণ পুণ্যকর্ম্মাদিতে লোকবিশেষে (যথাকার সুখ পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে) সুখভোগ করে, কর্ম্মফল শেষ হইলেই পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম লয়, পরে ব্রহ্মধ্যান দ্বারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এতদ্বিষয় জ্ঞানকাণ্ডে বিবেচ্য।

রামায়ণের ২য় কাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম সর্গে অরাজকের দোষ-বর্ণন স্থলে ৩২সংখ্যক শ্লোকে এরূপ কথিত হইয়াছে যে, যাহারা পূর্ব্বে নাস্তিকতা প্রকাশ দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের অবমাননা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও রাজ্য অরাজক দেখিয়া প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্দারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্ম-চিন্তার স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এবং প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইলেই তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

মৃত ব্যক্তির অগ্নিদাহ দ্বারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তর্পণ করা বিধি। ২।৭৭—ভরত পিতৃ-বিয়োগ হইলে, দশাহ (১৪) অন্তে কৃতাশৌচ হইয়া, দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপন করত, ত্রয়োদশ দিবসে চিতা উত্তোলন পূর্ব্বক স্থল-শুদ্ধি করিলেন। ইহা দ্বারা তৎকালে হিন্দু-প্রেতকার্য্য কিরূপে সাধিত হইত তাহা অনুমিত হইতেছে। এতদ্বিষয় ৪র্থ কাণ্ডে বালীর এবং ৬ কাণ্ডে রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু স্থানে স্থানে রাক্ষস অর্থাৎ অনার্য্য-

---

(১৪) মনু ৫।৮৩ ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে কৃতাশৌচ হয়।

গণের স্বতন্ত্র প্রথা লক্ষিত হয়। ৩।৪।২২—বিরাধ নামে রাক্ষস রামশরে আঘাতিত হইয়া, আসন্ন মরণ দেখিয়া, রাম-কর্ত্তৃক তাহার দেহ যাহাতে ভূগর্ভে নিহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া কহিতেছে যে, ভূগর্ভে নিহিত হওয়াই রাক্ষস-দিগের সনাতন ধর্ম্ম এবং স্বর্গলাভের উপায়।

৩। ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞানকাণ্ড।

এক্ষণে জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, সঙ্কীর্ণস্থানে সমাধা হওয়ার কথা নহে, সুতরাং যাহা যৎ-কিঞ্চিৎ হয়, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে রামায়ণে দুইরূপ মত দৃষ্ট হয়। একটী জাবালিকর্ত্তৃক রামকে প্রবোধ-প্রদান-স্থলে (২।১০৮) নিরীশ্বর ভাব। অপরটী যদিও ঐ মতের ন্যায় বিশেষরূপে বিবৃত নাই, কিন্তু কার্য্য এবং বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা স্পষ্টরূপে উহা বেদান্তের ছায়াশ্রয়ী ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। জাবালি যেরূপ মত বিস্তার করিয়াছেন, তাহা, ঐ সর্গের শেষ ভাগের

"যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ"

এই বাক্য থাকায়, অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধমত। কিন্তু বৌদ্ধদিগের মধ্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার, এবং বৈভাষিক এই মতত্রয়ের সহ জাবালিপ্রোক্ত মতের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মাধ্যমিক মতের সহ মূল তত্ত্বের ঐক্যতা আছে মাত্র। তথাপি মাধ্যমিকদিগের মত জাবালির মতের ন্যায় হেয় এবং ঘৃণিতভাবাপন্ন নহে। জাবালির মতের অধিক ঘনিষ্ঠতা চার্ব্বাক দর্শনের সঙ্গে। এই সাধ্যসামাবলম্বনসাধিত

দর্শনের সারাংশ যেরূপ মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহ জাবালির মতের বহুল একতা অতি চমৎকারভাবে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ একটী অপরের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাবালির মত অতি আধুনিক এবং পরে যোজিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, এবং আমরাও সেই বিবেচনার পোষকতা করি। (১৫)

দ্বিতীয় মত বৈদান্তিক। আর্য্যগণের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতি দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শেষভাগে ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড সেই উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা যোগধর্ম্মের উৎস। যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, উহা উপনিষদের দুহিতা-স্বরূপ, বিরুদ্ধ মত অশ্রদ্ধেয়। এই নিমিত্তই জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরব রক্ষার্থে উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। এমন কি নিরীশ্বর সাঙ্খ্যও, যদি বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহ্য হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ত্রুটি হয় নাই। দুষ্ট বিদ্যাভিমানি-

---

(১৫) "Schlegel regrets that he did not exclude them all from his Edition. These lines are manifestly spurious."—*Griffith's Râmâyana*, Vol. II. p. 440 এবং *Extracts from Schlegel*, ঐ পুস্তকের ৪৯৮—৪৯৯ পত্র দ্রষ্টব্য।

গণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত অনেক জাল উপনিষদ্‌ও সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদ্‌ও নির্ব্বিবাদে নাই। যাহা হউক বাল্মীকির সময়ে যোগধর্ম্ম কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং আর যাহা যাহা তাঁহার পূর্ব্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্ম্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে তত্তৎ ভাব কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ পার্শ্ববর্ত্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে।

উপনিষদ্‌সমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক, কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত এখানে সংস্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তদুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্ন মত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাত্মার সহ পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগসাধনোপায়।

বৈদান্তিক কর্ম্মের মূল প্রস্থান

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব"

এবং লব্ধ ফল

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

সুকৃত স্বয়ম্ভু এবং যাঁহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাঁহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া

থাকে, ও "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্ত প্রভবোপ্যয়ৌ হি ভূতানাং" এরূপ একমাত্র পরমেশ্বর আদিতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিষ্কাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনাযুক্ত হইলেন। তজ্জন্য তপঃসাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে অন্ন; অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল। (১৬) সৃষ্টির পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে কারণজলমধ্যে সৃষ্ট একটী নরাকার পুরুষকে গ্রহণ করিলেন, ইনি হিরণ্যগর্ভ। সেই পুরুষের শরীর উদ্ভিন্ন করিয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দিক্, উদ্ভিদ্, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল অর্থাৎ এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেবতানিচয়ের উদ্ভব হইল। (১৭) ইহাঁরা

---

(১৬) ছান্দোগ্যে [৬।২-৩] ঈশ্বর বহুধা হইতে বাঞ্ছা করিলে প্রথমে তেজ সৃষ্টি হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে স্বেদজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইল। মাণ্ডুক্যে [১।১।৮] অন্ন হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সত্যলোক কর্ম্ম এবং অমৃতত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদ্দ্বয়ে উল্লিখিত মতবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

(১৭) রামায়ণে ২।১১০।৩

"সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্দৈবতৈঃ সহ॥"

পুনশ্চ মনুতে (১।৬-৯) অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা সৃষ্টিকরণেচ্ছুক হইয়া পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করায়, একটী অণ্ডের উৎপত্তি হইল। ঐ অণ্ডে বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন।

মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়, শ্বাসেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কেশাবলী, মন, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি এই সকলের অধিষ্ঠাতা ও পরিরক্ষকভাবে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা সৃষ্ট সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব, তাহা ব্যক্ত করিলেন; এ নিমিত্ত সাকার নিরাকার, সৎ অসৎ, বিদ্যা অবিদ্যা, উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে আশ্রয় করিল। (১৮) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে শত শত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, এবং সেই স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি যেমন এক পদার্থ, অথবা আকাশ যেমন ঘটে আবদ্ধ হইলেও স্বভাবযুক্ত আকাশসহ একই পদার্থ, তদ্বৎ জীবাত্মা সেই পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া সৃষ্ট বস্তুমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিদ্যাবদ্ধ (১৯) হওত তাহার ব্যক্ততার কারণ হই-

---

(১৮) বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যমতে ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা-প্রপঞ্চ। অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি, এতদুভয়শক্তিবশে জীবাত্মা অবিদ্যায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। অবিদ্যা কর্ম্মফলাশ্রয়ী, তন্নিমিত্ত ক্ষণে উন্নত ক্ষণে অবনত ফল প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা যখন এই অবিদ্যা-বন্ধন ছেদ করিয়া পরমাত্মার সহ সাক্ষাৎকার করে, তখনই জীবাত্মার মোক্ষ সাধন হয়। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে "ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ," এবং "স্বমায়া-রচিতং বিশ্বং" ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারে কি না তাহা সাংখ্য সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে।—"নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মে এই বিশ্ব যেরূপে নির্ভর করিয়া আছে, তাহা সুন্দরভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে নদী ও চক্রের রূপকে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১৯) শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একরূপ অর্থে ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য একতা-রক্ষার্থে, শ্রুতিবিশেষের একার্থক বিভিন্ন শব্দসমূহের পরিবর্ত্তে স্থলে স্থলে অর্থের সামঞ্জস্য এবং একতা রক্ষার্থে বেদান্তসূত্রে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। অবিদ্যাও তাহাই।

লেও. জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে এক। (২০) যেমন সূর্য্য যে সকল বস্তুর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে এবং স্থলান্তরে দর্শকের নেত্রদোষানুসারে তদ্বৎ গুণপ্রাপ্ত বলিয়া ভান হয়, জীবাত্মাও অবিদ্যা-প্রভাবে তদ্বৎ পরিচালিত ও মোহযুক্ত ইহা পরিদৃশ্যমান হয়েন। বস্তুতঃ সূর্য্যকর যেমন সেই সেই গুণ হইতে নির্লিপ্ত, আত্মাও তদ্রূপ মায়াজনিত মোহ এবং সুখে ও দুঃখে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন। (২১) পরমাত্মার জীবশরীরস্থ ভাবকে জীবাত্মা এবং স্বভাবস্থ ভাবকে পরমাত্মা পদে অভিহিত করা যাইবে। জীবাত্মা কর্ম্মাশ্রয়ী মায়াবন্ধনযুক্ত হওয়ায় যদিও গমনবিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, নৈকট্য এবং দূরত্ব তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অন্তর-আকাশে

---

(২০) এতদ্ভাবের বিস্তার ভগবদ্গীতায় ১৫।১৫ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।১৯-৩১ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠে ৩।৫-৬ "জগদ্‌ভ্রমোহয়ং" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর গীতায় "অহমেকমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। পুনশ্চ ভগবদ্গীতায় "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ" ইত্যাদি। ঘোর পৌত্তলিকতার মধ্যেও

"মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।"
ইত্যাদি, ইতি ভগবতীগীতা।

রামায়ণে ৪র্থ কাণ্ডে ১৮ সর্গে "হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভং।"

(২১) আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত তাহা অল্প সাঙ্খ্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া ভগবদ্গীতায় ১৩।২৯-৩৪ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

"অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।" ইত্যাদি।

থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে বাস করেন, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী, প্রভান্বিত, অশরীরী, শিরামস্তিষ্ক-বিহীন, নির্ম্মল ও পাপরহিত। (২২) নিত্য, সূক্ষ্ম, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভু, হন্তাও নহেন, হন্তব্যও নহেন। বাক্য নেত্র শ্রোত্র শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়-স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়ো-ঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

জীবাত্মা অবিদ্যাবন্ধনযুক্ত হইলে অন্তর, মন, অহঙ্কার, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, ক্রতু, অসু, ইচ্ছা ইত্যাদি তাহার পরিচায়ক হয়। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়ক-বিহীন, নিরাকার। আত্মা জীবস্থ হইলে, জৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ত্ব সারথি, মন বল্গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং উদ্দেশ্য পথ। জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায়, ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সত্ত্ব মহৎ, সত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, তদুচ্চে পরমাত্মা, উহা সীমা। (২৩)

---

(২২) ভগবদ্গীতায় ২।১৭-২০ "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি। আবার ২৩।১৩-১৫

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।" ইত্যাদি।

সুন্দর সাদৃশ্য!

(২৩) এরূপ উৎকর্ষতার পর্য্যায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগ্যে ৭।২-১৫ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সঙ্কল্প

জীবশরীরে অন্নময়-কোষাবলম্বনে মনোময় কোষ, তদবলম্বনে বিজ্ঞানময়, অনন্তর যথাক্রমে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অবস্থান। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সূত্রান্ত জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষাবলম্বনে অবস্থিতি করেন। ইহাঁর অবস্থা চারিপ্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি শরীরস্থ হইয়া তাহাকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্রদবস্থা। এই সময়ে জীবাত্মা ঊনবিংশ ইন্দ্রিয়(২৪)বিশিষ্ট হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুরে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ পুরে আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। চতুর্থ সর্ব্ববন্ধন-বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্ব্বিধ ভাব যথাক্রমে 'অ,' 'উ,' 'ম,' এবং 'ওম্' দ্বারা সাধিত হয়। বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণনেত্রে, তৈজসভাবে মনোমধ্যে, প্রাজ্ঞভাবে অন্তর-আকাশে।—অন্তর হইতে একশত এক নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধা বিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০০ উপশাখা আছে।(২৫) সুতরাং সমস্ত

সঙ্কল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ। এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই অতিবাদী। এতদ্রূপ ভগবদ্গীতায় [৩।৪২] শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা।

(২৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

(২৫) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও "দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি" ইত্যাদি।

নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২০০০০০। উহার মধ্যে পরিচালিত বায়ু প্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত। এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান; যথা, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্যাগ্নি ও আবসত্যাগ্নি। এ সকলের মধ্য দিয়া নাড়ী-প্রধানা সুষুম্না (Coronal artery) অন্তরের ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুস্থ নাড়ীদ্বয় এবং মাংসখণ্ডের মধ্য দিয়া, করোটি নামক মস্তকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূলে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞান ও আনন্দময় স্বর্ণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন, ভূর্ভুব অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকলেই তথায় বর্ত্তমান আছেন। (২৬)

---

(২৬) পরবর্ত্তী গ্রন্থকলাপে ইহা কত দূর স্পষ্টীকৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। দত্তাত্রেয় ষট্‌চক্রভেদে

"মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে,
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তূরস্মেরপুষ্পপ্রথিততমবপুস্কন্দমধ্যাচ্ছিরস্থা
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরশি পরিগতা মধ্যমস্যা জ্বলন্তী॥"

পুনশ্চ "তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে

"গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং।

* * * *

তস্যামধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ॥

জীবাত্মা মায়াপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুসারি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।(২৭) মায়াবন্ধন ছিন্ন করিলেই আত্মার মুক্তি-সাধন হয়। এই মুক্তিসাধন সমানবায়ু-অবলম্বী সপ্তশিখাময় (২৮) অগ্নিতে আহুতি-দান বা শ্রুতি-বিধানোক্ত অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।(২৯) ছান্দোগ্যে ৭।১।১-৩ নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ করিয়া

দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকুলাক্ষরাঃ।
স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ॥
বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

(২৭) ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম্ম সুখ দুঃখাদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। উহা স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। যথা পঞ্চম অধ্যায়ে

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥১৫"

(২৮) এতদ্বিষয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে

"ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।" ইত্যাদি।

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তর কাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে

"সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং,
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্॥"

ভগবদ্গীতায় ২।৪৫

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

এই গীতায় কথিত হইয়াছে যে, মোহাবৃত জড়বুদ্ধিদিগের উপকারার্থে গুণাত্মক কর্ম্মাদির সৃষ্টি।

(২৯) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, বিশ্বরূপা, স্ফুলিঙ্গিনী,—অগ্নির এই সপ্তশিখা।

কহিতেছেন যে চতুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ, কর্ম্মকাণ্ড, মন্ত্রভাগ, রাশি(৩০), দৈব, নিধি, বাকোবাক্যম্ ও একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষেত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, দেবজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান-অভাবে খেদযুক্ত হইতেছেন। জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদুভয়ের ফল ভিন্নরূপ ; অজ্ঞান ক্রিয়া-কাণ্ড আশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ। ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মোক্ষ। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহাতে কোন মতে মুক্তি হয় না, তৎফলের তারতম্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ লোক সকল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ পুণ্য ও তৎফল পরিমাণবিশিষ্ট, এনিমিত্ত পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পুণ্য-সঞ্চিত লোক কত দূর অস্থায়ী, তাহা এবম্প্রকার রূপক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় পিতৃলোকে বাস। জলে প্রতিবিম্বের ন্যায় গন্ধর্ব্ব-লোকে। সূর্য্যাতপ-প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ মূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ীভাবে ব্রহ্মলোকে। (৩১)

---

(৩০) রাশি হইতে যথাক্রমে Arithmetic and Algebra, Physics, Chronology ; Logic and Polity ; Technology ; Articulation, Ceremonials and Prosody ; Science of spirits; Archery ; Astronomy; Science of antidotes ; Fine arts. গৃহীত ইংরেজি নামগুলি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা অনুবাদিত।

(৩১) পুনর্জন্ম কিরূপ প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে [৫।১০] প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক বা পিতৃলোক বা নিকৃষ্ট লোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, ভোগশেষ হইলে, যদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে সেই সেই লোকে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনে তদ্রূপ পর্য্যায়ের বিপরীত ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তথায় বায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া

কিন্তু ইহা বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। (৩২) ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও গ্রহণের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন ও গৃহকর্ম্ম করণের উপদেশ ভূয়োভূয়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা অসৎপথ পরিত্যাগ করণ, জিতেন্দ্রিয় হওন, এবং বুদ্ধি বশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে হয়। অনন্তর প্রাপ্ত-জ্ঞান ব্রহ্মবিদ কামনা-রহিত হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক-ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, যেহেতু তখন অন্য বস্তুতে আর কামনা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আশ্রমেও থাকিতে পারেন, এবং নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কার্য্যের ফলহেতু কামনা-রহিত হইয়া এবং সফল-নিষ্ফলতায় সমান-চিত্ত-প্রসাদযুক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করিতে পারেন। (৩৩)

ধূমত্ব প্রাপ্ত হওত ছিন্ন মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। অনন্তর ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারাক্রমে চাউল বা অপর যে কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্ব্বকর্ম্মসূত্রানুসারে যেরূপ উচ্চ বা অধম পর্য্যায়ে জন্মগ্রহণ হইবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জন্তু দ্বারা আহারিত হইয়া রেতরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর স্ত্রীপুরুষ উভয় সংযোগে জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ভগবতীগীতায়ও উমা হিমালয়ের নিকট এতন্মর্ম্মে মানবজন্ম-তত্ত্ব কহিয়াছেন। পুনশ্চ যোগবাশিষ্ঠে ১।৩৯ "ক্ষীণে পুণ্যে" ইত্যাদি, পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩২) মনুর বিধিমত ৬।৩৬-৩৭ "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্" ইত্যাদি, আগে গৃহধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড সমাধা করিয়া মোক্ষচেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হয়। অনন্তর ৬।৩৯-৪৮ "যো দত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি, মোক্ষার্থি ব্যক্তির যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, তৎপক্ষে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে ১১ সর্গে ৩১, ৩২, কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিলে কাকতালীয়বৎ জীবের পরমাত্মতত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে ও পটু হয়। ভগবদ্গীতায় [৩।৪] কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

(৩৩) ভগবদ্গীতায় [৫।৩] সন্ন্যাসীর স্বভাব এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,

নানানামবিশিষ্ট নদীসমূহ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও, সমুদ্রে পতিত হইলে আর যেমন তাহার পৃথক্ত্ব থাকে না, মায়াপাশচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তদ্রূপ সম্বন্ধ। (৩৪) কিন্তু কথিত হইয়াছে যে উহা কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্মা যখন বাক্য মন নেত্র কর্ণাদির অগোচর, তখন একমাত্র যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, কেবল তাহার দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া কেবল পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিয়া আমিই অন্ন, আমি অন্নের ভোক্তা, আমি তাহার একীভুত কারণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতাদিগের পূর্ব্ব হইতেও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আমি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ও জগৎ সমস্ত ঈশ্বরময় জ্ঞান করিয়া, পরমাত্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, সেইই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দধাম অধিকার করিয়া থাকে। তীর্থাদি সমস্ত তখন তাহার

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥"

ইহা ২।১৭-১৮ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধি, তথাপি তৎপরে ও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ সত্ত্বেও কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ২।২৫ অজ্ঞান ব্যক্তি যদ্রূপ কর্ম্মে রত থাকে, জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ, লোক-হিতার্থে, লোকসংগ্রহার্থে এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্তিপ্রদানার্থে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

(৩৪) মায়াতে আবদ্ধ আত্মা ও পরমাত্মায় কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অতি সুন্দরভাবে, একবৃক্ষারূঢ় পক্ষিদ্বয়ের রূপকে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখান হইয়াছে, "দ্বাসুপর্ণসুযুজা" ইত্যাদি।

স্বীয়শরীরস্থ, (৩৫) তখন তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী দেবতা বেদ কেহই ভিন্নভাব ধরে না ; চোর চোর নহে, ব্রহ্মহা ব্রহ্মহা নহে, চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে তিনি পৃথক্, যেহেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত হয়েন।(৩৬) জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তখন এক। এই নিমিত্তই ছান্দোগ্যে পিতা পুত্রকে যোগসাধনের ফল জ্ঞাপনার্থে কহিতেছেন,

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ব্রহ্মলোকের ভাব ও উচ্চতা বৃহদারণ্যকে ৩।৬।১ গার্গি যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গার্গিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা অন্তরিক্ষ, গন্ধর্ব্ব, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব, ইন্দ্র, প্রজাপতি এই সকল লোকের ক্রমান্বয়ে অবলম্বন ও অবস্থান কথিত হইলে, গার্গি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ব্রহ্মলোকের অবলম্বন ও অবস্থান কিরূপ,

---

(৩৫) যতীন্দ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বোধ হয় এই ভাব গ্রহণ করিয়াই যতিপঞ্চকে কহিয়াছেন

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং, ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং, নিজগুরুচরণধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতান্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

(৩৬) যতীন্দ্র শঙ্কর এই ভাব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণষট্কে কহিয়াছেন

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ভৎর্সনাপূর্ব্বক কহিলেন যে এরূপ অযথা প্রশ্ন করা বিধিবহির্ভূত, এরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকারীর মুণ্ড-নিপাত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে [৮।৪।১-২] ব্রহ্মলোকের ভাব অতিচমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যু-র্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্ম-লোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ।" ৮।৪।১-২।

——"এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিদিবাপ্রবর্ত্তক-নিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত বা দুষ্কৃত ইহার কিছুই নাই। এ খানে সকলে আগত হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে ক্লেশাদিতে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়। এ খানে রাত্রি দিবা প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসের ন্যায় সমতাযুক্ত। ইহাই স্বীয়জ্যোতির্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।"—

ব্রহ্মানন্দের উৎকৃষ্টতা-প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ, শিক্ষিত অপেক্ষা গন্ধর্ব্বভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের আনন্দ শতগুণ; এইরূপ উত্তরোত্তর দেবত্বভাবপ্রাপ্ত গন্ধর্ব্বের, পিতৃলোকের, দেব-লোকের. ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতি ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণে অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকৃষ্টতা কথিত হই-য়াছে। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণ-বিহীন। ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগসাধনের প্রণালী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩৭) এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—যে গুহায় বায়ু, বৃক্ষ-পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন কুদৃশ্য দৃষ্টি-পথে পতিত না হয়, তথায় সমভূমি স্থানে শিলাখণ্ড প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া যোগী অবস্থান করিবে; এবং বক্ষ, গ্রীবা ও শরীরের অপর ঊর্দ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকাগ্রে প্রাণবায়ুর প্রতি দৃষ্টিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া 'ওম্' শব্দ দ্বারা যোগসাধন করিবে, এবং যোগে যখন পরমাত্মার দর্শন পাইবে, যোগী তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে। (৩৮)

ইহা পুনর্ব্বার বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত যোগশাস্ত্র বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত এবং তৎপূর্ব্বে যাহা প্রচলিত বলিয়া বিবেচিত, সেই সকল শ্রুতি গ্রন্থ হইতে কথিত হইল। উহা অদ্বৈতবাদ। সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তক, সাধারণত ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এবং গ্রীসীয়দিগকে বলা গিয়া থাকে। উভয়েই মনুষ্যজাতিকে মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে যখন গ্রীসীয়েরা কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ, অগ্নি, কেহ ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুতের সমাবেশ এই সকল আদি কারণ বলিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা

---

(৩৭) শ্বেতাশ্বতর রামায়ণের তুলায় অনেক আধুনিক।

(৩৮) ব্রহ্মধ্যান-সম্বন্ধে কি কি উপায় ও সেই সেই উপায়ের কি কি বিঘ্ন ও তাহার নিরাকরণ-প্রণালী বেদান্তসারের শেষ ভাগে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

করিতেছেন; যখন ফিডিয়াস একেশ্বরবাদিত্ব হেতু দেশত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইতেছেন; যখন স্থিরমূর্ত্তি অবিচলিতচিত্ত পেরিক্লিস সেই একই কারণে চলিতচিত্ত ও বিগলিতনেত্র হইয়া আপন প্রিয়তমা আস্পেসিয়ার নিমিত্ত বিচারস্থলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন; যখন সত্যের অনুরোধে একজন জগদ্‌গুরু বিষপানে দেহত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার নামে যাবৎ জগৎ তাবৎ ঋণী থাকিবে; ভারতীয়েরা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পূজনীয়ভাবে তত্ত্বান্বেষি মানবচিত্তের অনেক উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "আমি যদি আলেকজণ্ডার না হইয়া ডিওজিনস হইতাম" এই আক্ষেপবচন গ্রীকভূমে বহুপরে ধ্বনিত হইয়াছিল। আর্য্য পিতৃপুরুষগণের উদ্ভাবিত সেই শ্রুতিগ্রন্থকলাপ এতদূর গাঢ়তা ও নানা-আশ্চর্য্য-তত্ত্বপূর্ণ, যে এই প্রস্তাবে তাহার ভাবার্থের সহস্রাংশের এক অংশেরও পরিচয় দিয়াছি বলিলে, ক্ষমার অযোগ্য ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়।

ভারতীয় শাস্ত্র যিনিই পূর্ব্বাপর সচিন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক কোন মনুষ্যবিশেষ নহে, প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। জননী স্বয়ং সন্তানকে আপন ক্রোড়ে লালন-পালন-সময়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, বাল্যকালে বালকের অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণসুখে ভাসিয়াছেন। যৌবনে যৌবনশ্রীসম্পন্ন উদ্ভিন্নজ্ঞানাঙ্কুর যুবকের বদনে জ্ঞান ও চাপল্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া, সস্নেহানন্দে নয়নসুখ লাভ করিয়াছেন। দেবী আশা করিয়াছিলেন সেই সন্তানকে প্রাচীনাবস্থায় সর্ব্বকৃতী

দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। কিন্তু বিড়ম্বনা! সে আশা ফলবতী হইবার সত্বর সম্ভাবনা কোথায়! অপরিণামদর্শী যুবা উন্নতিকামনায় আরও উন্নত হইতে গিয়া, পশ্চাতে ত্যক্ত জনককে আরও দূরস্থ করিতে গিয়া, অযথাশ্রম-ক্লিষ্টতায় কাতর হইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, স্নেহমুগ্ধ জননী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঈশ্বর করুন, যুবা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া জননীর আশা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হউক।—আদিম কালে ভারতীয় আর্য্যেরা চিত্তের অপ্রশস্ততা অনুসারে দর্শনমোহ-কর পদার্থমালায় স্রষ্টার রূপ কল্পনা করিয়া তদুপাসনায় ভক্তিমার্গ শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতভাবানুসারে উন্নত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিত্ত-তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। বুদ্ধোক্ত এবং পুরাণতন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অতিশয়তার আনুসঙ্গিক কুপরিণামমাত্র। ফলতঃ ঈশ্বরবিষয়ক ভক্তি যথায় এতদূর প্রবল যে

"বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ॥"

সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে আরও অতি উচ্চ তত্ত্বের আশা করা যাইতে পারে।

এখন দ্রষ্টব্য যে, যথায় চিন্তাশক্তি এতদূর উচ্চ-গগন-বিহারিণী, তথায় অদ্বৈতবাদ এবং আনুসঙ্গিক মায়াবাদ, পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট লোকের অস্তিত্ব, এ সকল কোথা হইতে আসিল। যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপতা-সম্বন্ধে যত উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বাহির হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে, তথায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি

দেখিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। ইহা বোধ হয় এরূপে উদ্ভব হইয়া থাকিবে।—

ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তস্থ জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা বা সমগ্র ব্রাহ্মণ ভাগ অপেক্ষা মন্ত্রভাগ অতি পুরাতন। উহাই পিতৃপুরুষ-গণের আদিম ধর্ম্মতত্ত্ব। পরবর্ত্তী আর্য্যেরা জ্ঞানতত্ত্ব আবি-ষ্কার-কালে যদিও মন্ত্রভাগস্থ তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া উঠিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া মন্ত্রভাগস্থ তত্ত্ব অবহেলা করিতে পারেন নাই; কারণ কালসহকারে তাঁহাদের এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে মন্ত্রভাগ অপৌরুষেয়। এনিমিত্ত তাঁহাদের তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য-ভাব-প্রবর্ত্তনা দূরে থাকুক, তাঁহারা তৎসহ মন্ত্রভাগের সামঞ্জস্য সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিয়া-ছিলেন। বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার প্রথম উদ্রেকে তাঁহারা ভৌতিক পদার্থমাত্রের নশ্বরতা অবলোকন করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে সমস্ত নশ্বর বলিয়া পরিদৃশ্য-মান হইতেছে, ক্ষয় বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যাইতেছে, তাহা কখন নিত্য পদার্থ বা তদংশ হইতে পারে না। ভৌতিক পদার্থের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম যতই অনুসন্ধান করিলেন, সমস্তই নশ্বর অবলোকিত হইল। কিন্তু এই দর্শন অনুসরণ করিয়া, দৃশ্য পদার্থনিচয়ের মধ্যে জীবাত্মা শরীর নষ্টে যদিও নষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হয়, তথাপি তাহাকে নশ্বর বলিতে পারিলেন না, যেহেতু মন্ত্রভাগাত্মক বেদে আত্মার অমৃতত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মা নিত্য,—নিত্য অর্থে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যাহার জন্ম ক্ষয় বা ধ্বংস নাই; একবার সৃষ্ট হইয়া যে অনন্তস্থায়ী হইতে পারে।

এই সসীমতা এবং অসীমতার একাধারে অবস্থান অসম্ভব বোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর জীব বহুসংখ্যক, সুতরাং আত্মাও বহুসংখ্যক। এতসংখ্যক নিত্য পদার্থ ঈশ্বর হইতে স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত থাকিয়া, অথবা কোন বস্তু নিত্য-ভাবে যদি ঈশ্বর সহ পার্শ্বস্থ হইয়া অবস্থান করে, তবে ঈশ্বরে আরোপিত গুণ ও মহিমার হ্রাস হয়, কিন্তু তাহাও হইবার নহে ; অতএব জীবাত্মা ও ঈশ্বর এক পদার্থ, বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। অনন্তর কার্য্যকারণভাব প্রতি লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্নিক ঈশ্বরের কামনা কল্পিত হইল। ক্ষণদৃষ্ট অনিত্য পদার্থের তত্ত্ব উদ্ভাবনে মায়াতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল। অনন্তর জীবমণ্ডলীতে সকল বিষয়ের অসমতা-দর্শনে, মায়াতত্ত্বকে কর্ম্মাশ্রয়ী করিয়া, বেদোক্ত পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব, কর্ম্মফল. এবং কর্ম্মাত্মক মন্ত্রভাগ ও দেহান্তে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আবশ্যকতা ও তাহার গৌরব—এই সকল রক্ষা করা হইল। আর্য্যগণ বোধ হয় এরূপে সকল দিক রক্ষা করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদ এবং আনুসঙ্গিক মায়াবাদ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব ভাল কি মন্দ, তাহা এখানে আলোচনা করিব না। তবে তৎসম্বন্ধে রামানুজ স্বামীর এরূপ মত যে

"নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতোঽসাবতীব শুদ্ধোজগদেকসাক্ষী।
জীবস্তু নৈবংবিধ এব তস্মাদভেদ-বৃক্ষোপরি বজ্রপাতঃ॥

ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি
ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠঃ।"

অদ্বৈতবাদের এই পূর্ব্ব সম্বন্ধ। এখন উত্তর সম্বন্ধ কিরূপ তাহা দেখা যাউক। যোগতত্ত্বের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন হউক আমাদের বিবেচনায় যোগতত্ত্বের একটী মহাশাখা-স্বরূপ। যোগতত্ত্ব যেরূপ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে উহাতে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় উভয়বিধ শাসন আছে। যৌক্তিক শাসন মায়াবাদ, শাস্ত্রীয় শাসন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন উত্তম বা অধম লোক ইত্যাদি। এই স্থানে যদি শাস্ত্রীয় শাসন পরিত্যাগ করা যায়, তবে কেবল যুক্তিমূলক মায়াবাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই মায়াবাদ, শাস্ত্রীয় শাসনের সামঞ্জস্য-সাধন হেতু, স্থানে স্থানে যে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রূপান্তর ভাগ পরিত্যক্ত হইলে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব তাহার আনুসঙ্গিক আড়ম্বর-বিচ্ছিন্ন হইলে, মায়াবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উভয়ে একই পদার্থ দাঁড়ায়। বুদ্ধ শাক্যসিংহ শাস্ত্রবিদ্বেষী, শাস্ত্রীয় শাসন তাঁহার নিকট যেরূপ ঘৃণার বস্তু এবং যৌক্তিক শাসন তাঁহার নিকট যেরূপ আদরণীয়, এবং সংসারে বৈরাগ্য যেরূপ তাঁহা কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে শ্রুতির মায়াবাদ তাঁহার ধর্ম্ম-স্থাপনের একটী প্রধান উত্তরসাধকের ন্যায় হইয়াছিল। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে মায়াবাদ হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিশ্বাস ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

অদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের দ্বারা প্রচুররূপে দূষিত হইয়াছে। অথচ তাঁহাদিগের সেই দুর্দ্দমনীয় তর্কতরঙ্গ

শ্রুতির আশ্রয়াবলম্বী। এতদুভয় কারণ একত্র হওয়াতেই শ্রৌতধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকের এক দিকে অদ্বৈতবাদে ঘৃণা, অন্য দিকে শ্রুতিশাস্ত্রে ভক্তি দ্বিগুণতর হওয়ায়; এক দিকে শ্রুতির মানরক্ষা অন্য দিকে তৎস্কন্ধ হইতে অদ্বৈতবাদ-কলঙ্ক মোচন করিতে গিয়া, এক দিকে শ্রুতি-উক্ত খণ্ড শ্লোকের দ্বারা দ্বৈতবাদাবলম্বন, অন্য দিকে অদ্বৈতবাদকে অবৈদিক বলিয়া কথন, এবং তাহার কলঙ্ক সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। এই দোষে ব্যক্তি-বিশেষ কেবল দোষী নহে, শাস্ত্রাদিও যথা

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্॥"
পদ্মপুরাণ।

—হে দেবি, বেদধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; কিন্তু মায়াবাদ অবৈদিক তত্ত্ব, উহা জগৎ ধ্বংসকরণার্থে আমা-কর্তৃক কথিত হইয়াছে।—অথচ এই পদ্মপুরাণ কর্ম্মফল ও মায়াবাদের ছায়ায় পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত নহে, তিনি কেবল যুক্তি দ্বারা উহার সম্প্রসারণ করিয়াছেন মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি-তরঙ্গের একমাত্র ব্যাপ্ত ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহার সময় হইতে যোগাবলম্বন করিলে, সন্ন্যাস ভিন্ন উপায় নাই। পূর্ব্বে তাহা ছিল না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ ইচ্ছাধীন ছিল। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গে কথিত আছে যে

"উর্দ্ধরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ"

এবং

"লক্ষ্যা সমুদিতা ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ"

চূলীনামক জনৈক ব্রহ্মর্ষি সোমদানাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা-কর্তৃক সেবিত হওয়ায় তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে একটী পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি বহু ব্রহ্মর্ষির গৃহে অবস্থান ও গৃহধর্ম্ম-পালন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের বিরলতা হেতুই বোধ হয় ইতালীয় পণ্ডিতবর গোবেসিও কহিয়াছেন—

"It is worthy of being remarked that in the Ramayan no traces are found of that mystic devotion which absorbs all the faculties of men."(৩৯)

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদ ও তদানুসঙ্গিক কর্ম্মফল ইত্যাদি এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে, উচ্চতর শাস্ত্রীয় পুস্তক হইতে অধমতর বর্ণযোজনা পর্য্যন্ত, মহামহোপাধ্যায় হইতে ঘোর মূর্খ পর্য্যন্ত, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে সেই কহিবে যে 'সংসার মায়াময়,' 'কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি,' 'পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণে আবার করিব,' 'ঈশ্বর আমাকে যাহা বলিতেছেন তাহা বলিতেছি, যাহা করাইতেছেন তাহা করিতেছি,' জলে স্থলে ঈশ্বর সকলতেই আছেন', 'তিনিই সব' ইত্যাদি। তাহারা এরূপ বলুক, কিন্তু এরূপ বলায় এক বিষয় নিশ্চিত হইতেছে যে, এই তত্ত্বের মধ্যে এরূপ কতকগুলি মহারত্ন অবশ্যই নিহিত আছে, যাহা পরিত্যাগ করা মানবচিত্তের অসাধ্য, এবং তাহার বলেই ঐ তত্ত্ব বহু বিস্তৃতি লাভ করি-

(৩৯) গ্রিফিথকর্তৃক উদ্ধৃত।

য়াছে এবং যাহাতে বিমোহিত হইয়া মুগ্ধভাবে লোকে উপরে উক্ত ভ্রান্তিময় বাক্যগুলিকে, রত্ন সহবাসে রত্ন বলিয়া ভ্রম হওয়ায়, যত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে। উক্ত ভ্রমাত্মক ভাবের আধিপত্য-জনিত কু ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কোন পণ্ডিতবিশেষ সমাজের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক দোষ দেখাইয়া, কু ফল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি কহেন রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় লইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব, ও কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা, ইত্যাদি অদ্বৈতবাদ হইতে উদ্ভূত। এত-দ্বিষয় আমাদের আলোচ্য।—

হিন্দুসমাজের সামাজিক তত্ত্ব তিনি অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি একদেশদর্শী হইয়া সর্ব্বদেশত্ব ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন; তিনি কোন সমাজেরই সামাজিক তত্ত্ব সমা-লোচনার যোগ্য নহেন। সত্য বটে তন্ত্রে আছে

"যত্র জীব তত্র শিব যত্র নারী তত্র গৌরী।"

অথবা ভাগবতে কৃষ্ণের আচরণে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, যিনি ধর্ম্মস্থাপনার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, তাঁহা-কর্ত্তৃক গোপকন্যা সহ এরূপ যথেচ্ছাচার কেন কৃত হইল, পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, শুকদেব ঋষি কহিতেছেন

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥"

পুনশ্চ নারদ-পঞ্চরাত্রে

"গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে জগত্রয়ম্॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুদেবঃ পরং ব্রহ্ম গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ॥"

ইহাও সত্য যে, বীরাচার তান্ত্রিকদিগের মধ্যে, এবং কৃষ্ণ-ভক্তিতে গুরুদিগের দেবত্ব-গ্রহণে, এবং শিষ্যদিগের ভক্তি-মার্গসম্বন্ধে ভাগবতস্থ

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামাত্মনিবেদনম্॥"

শ্লোকের অযথা-অর্থ-প্রভাবে, তৎ তৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা কতক পরিমাণে ঘটিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, তাহা হিন্দু সমাজকে কতদূর আক্রমণ করিয়াছে, ধরিতে গেলে সেই সেই সম্প্রদায় বৃহৎ হিন্দুসমাজের পরমাণুমাত্র। আবার তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ সকলেই তদ্দারা আক্রান্ত নহে, নির্ব্বোধেরাই রত্নভাগ পরিত্যাগ করিয়া মলভাগ গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ রাধাকৃষ্ণে ভক্তির অধম বিধি, সৎশাস্ত্রপদবাচ্য এবম্ভূত পুস্তকে অতিক্লেশে লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চতম বিধি যথেচ্ছা দর্শনে পাওয়া যায়।

প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যেমন শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে জানিতেছি যে, যেখানে আলোক তৎপার্শ্বে অন্ধকারও অবস্থান করে, তাহা ছাড়াইবার উপায় বা সাধ্য নাই। কিন্তু সে অন্ধকার কি অনিষ্টকর? অন্ধকার যদি তাহার প্রকৃতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আলোকস্থান অতিক্রম করিতে আইসে, তবেই তাহা অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে, নতুবা তাহা নির্দ্দোষ। খৃষ্টীয়ধর্ম্মাশ্রয়ে পোপীয় ধর্ম্ম যদ্রূপ, এবং পোপদিগের মধ্যে ষষ্ঠ আলেকজণ্ডার যদ্রূপ, অদ্বৈত-বাদাশ্রয়ী বৈষ্ণবদিগের সহ বা তান্ত্রিকদিগের সহ, পশ্বাচার-যুক্ত বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম এবং বীরাচারযুক্ত শাক্তগণের ধর্ম্ম

এবং অধম গোঁসাইবিশেষের তদ্রূপ সম্বন্ধ। এরূপ আংশিক দোষস্পর্শ স্বভাবসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদের কু ফল ও খানে নহে, তাহা অন্যত্র।—আজিও ভারতীয়েরা নৈতিক নিয়মে জগৎস্থ কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, পাতিব্রত্য আজিও ভারতে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে, আজিও যদি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ ভূমণ্ডলে থাকে, তবে সে ভারতেই আছে।

অদ্বৈতবাদিতার দোষ এই যে, তাহা ভারতচিত্তকে পূর্ব্ব-কর্ম্মপাশ এবং তদানুসঙ্গিক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া তাহার স্বাবলম্বনবৃত্তির হ্রাস করিয়াছে, নৈরাশ্য তৎস্থলে বিরাজ করিতেছে; মায়াবাদ শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর উপর মমতাশূন্য করিয়াছে; 'মানব-জীবন পাপ-ভার বহন মাত্র' ইহা শিক্ষা দ্বারা সংসারে আস্থাশূন্য এবং নিরুৎসাহ করিয়াছে; ভয়াবহ পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া লৌকিক বিষয় হইতে চিত্ত অপসারিত করিয়া, অলৌকিক বিষয়ে অযথা আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবাদিতার দোষ, ইহাই কু ফল, ইহাই ভারতের অধুনাতন দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

৪। আচার ব্যবহার।

মনু [সংহিতা ১০।৮২] কহিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। জীবিকা হেতু তৎপরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। তাহার অভাবে বৈশ্য-বৃত্তি অর্থাৎ পশুপালনাদি এবং কৃষিকার্য্যাদি করিতে পারেন। রামায়ণেও এ নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এবং মহাভারতের সময়েও ইহা পূর্ণভাবে প্রচলিত ছিল। এই

কারণেই আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে গর্গগোত্র-সম্ভূত ত্রিজট নামে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন,

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃর্ত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী ॥"
২।৩২

এইনিমিত্তই আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ এ প্রথা তাহার পর হইতে লোপ না হইয়া আরও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ বা সংসারত্যাগীই হউন, প্রায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া তদ্বহির্ভাগে বনদেশে বাস করিতেন, এবং আবশ্যকমত লোকালয়ে গমনাগমন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা যখন স্বধর্ম্ম (৪০) প্রতিপালন করিতেন, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলিত। ব্রহ্মচর্য্য দ্বিবিধ। সুমন্ত্র ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় দশরথের নিকট কথনসময়ে কহিতেছেন

"দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্য্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ।"
১।৯

এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের নাম মুখ্য ও গৌণ। যিনি দারপরিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রবিধি-অনুসারে (৪১) স্ত্রীসম্ভোগ করেন এবং

---

(৪০) মনুর মতে
"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

(৪১) যাজ্ঞবল্ক্যমতে
"ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচর্য্যেব পর্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জয়েৎ ॥

গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাহাকে গৌণ ব্রহ্মচারী কহে। এবং যিনি পরিব্রাজক, কৃষ্ণাজিন দণ্ড প্রভৃতি ধারণ করেন, তাঁহাকে মুখ্য ব্রহ্মচারী কহে। এই মুখ্য ব্রহ্মচারী বা পরিব্রাজকের বেশভূষা সম্বন্ধে রামায়ণে এরূপ বর্ণিত আছে

"শ্লক্ষকাষায়সংবীতঃ শিখী ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলূ॥"

——শ্লক্ষ-কাষায়-বস্ত্র পরিধান, মস্তকে শিখা এবং ছত্র, পায়ে পাদুকা, বাম স্কন্ধে যষ্টি এবং কমণ্ডলু।—

আর্য্য ঋষিগণের তপোবন কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে অনেক উপলব্ধি হইতে পারিবে।

"প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্॥
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্ব্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্॥
পূজিতঞ্চোপনৃত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ॥
সমিদ্ভিস্তোয়কলসৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্॥
বলিহোমার্চ্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া॥
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ।
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্ম্মুনিভির্বৃতম্॥
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।"

—স্বায়ত্তচিত্ত এবং দুর্ধর্ষ রাম মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসদিগের আশ্রমসমূহ দেখিতে পাইলেন। তথায় কুশ-চীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং আকাশতলস্থ দুর্দর্শ প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী সতত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সর্ব্বভূতের শরণ্য এবং অলঙ্কৃত-প্রাঙ্গনভাগ। তথায় বহুতর মৃগ এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। অপ্সরোগণকর্ত্তৃক পূজিত সেই বাঞ্ছনীয় প্রদেশে তাহারা প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহ, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, এবং নানাবিধ ফল-মূলের দ্বারা তপোবনভাগ পরিশোভিত। কোথাও সুস্বাদুফলাবৃত অরণ্যভব মহাবৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে; কোথাও পবিত্র পূজোপহার এবং হোম দ্বারা দেবার্চ্চনা হইতেছে, কোথাও বা বেদধ্বনি হইতেছে; কোথাও বা পদ্মপুষ্প-পরিশোভিত সরোবর শোভমান; কোথাও বা পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ফলমূলাহারী দয়াবান্ চীরচর্ম্মধারী সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী পরমপুণ্যবান্ মহর্ষিগণ তথায় বিরাজ করিতেছেন।—

পুনশ্চ

"প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্।
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ॥
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ॥
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ॥

স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বস্থনাং স্থানমেব চ।
স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ॥
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্ম্মস্থানঞ্চ পশ্যতি।" ৩।১২

—রাম সেই প্রশান্ত এবং হরিণাকীর্ণ আশ্রমসমূহ দর্শনপূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। তথায় তিনি ব্রহ্মস্থান, অগ্নিস্থান, বিষ্ণুস্থান, মহেন্দ্রস্থান, সূর্য্যস্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা এবং বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বসুস্থান, নাগরাজস্থান, গরুড়স্থান, কার্ত্তিকেয়স্থান এবং ধর্ম্মস্থান এই সকল দেখিতে পাইলেন।—

[৩।১৫।২১-২৫] রামের কুটীরনির্ম্মাণস্থলে অরণ্যবাসীদিগের কুটীরনির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া অবগত হওয়া যাইতে পারে

"পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সংঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্॥
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতম্।
কুশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা॥
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্॥
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নদীং গোদাবরীং তদা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ॥
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্॥"

—মৃত্তিকা দ্বারা ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, বংশ দ্বারা বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল এবং তরুশাখা স্তম্ভাবলীর ন্যায় ব্যবহৃত হইল। সমীশাখা আস্তীর্ণ করিয়া পাশ দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করত কুশ কাশ ও শর দ্বারা আচ্ছাদনকার্য্য শেষ করিয়া, মেঝে সমান

করত, নানাবিধ ফল পুষ্প আহরণপূর্ব্বক বাস্তুশান্তি করিয়া গৃহপ্রবেশকার্য্য সমাধা হইল।—ইতি ভাব।

এরূপ অরণ্যবাসে সামান্য কুটীর বোধ হয় কোটীশ্বর নৃপতির অট্টালিকা অপেক্ষা শতগুণ শান্তিসুখের স্থান। এরূপ স্থানে স্বভাবদত্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ঋষিদুহিতৃগণ যথার্থই বনদেবতা-স্বরূপ।

ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে বিদ্যাবিষয়ে অত্যুন্নত, সাংসারিক সকল কার্য্যে বিধিপ্রদানের ক্ষমতা-প্রাপ্ত, দয়াশীল কিন্তু নীচবর্ণের প্রতি বিধিদানে নিষ্ঠুর, অতিথিপ্রিয়, কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবযুক্ত, কিন্তু রাজস্থানে সময়ে সময়ে অন্যের অপরিজ্ঞাত ভাবে চিত্তের স্বাধীনতা বলি দিতে ত্রুটি করিতেন না। যেমন অল্পেই রাগযুক্ত হইতেন, তেমনি অল্পেই আবার পরিতুষ্ট হইতেন। ইহাদিগের প্রাত্যহিক বৃত্তি সাধারণতঃ প্রাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকার্য্য সমাপন করিয়া অন্যান্য মাধ্যাহ্নিক যাগাদি দেবকার্য্যের আয়োজন করিতেন। অপরাহ্ণে অধ্যাপন এবং অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সমুদয় নিষ্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার সায়াহ্নিক দেবকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ঋষি-কুমারীরা পশুবৎ অজ্ঞ ছিলেন না, কথিত দেবকার্য্য সমুদয় এবং শাস্ত্রালোচনায় তাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার ছিল। ইহাঁরা অপরাপর গৃহকার্য্য সমুদয় নিষ্পন্ন করিতেন। শিষ্যবর্গ দাস-বর্গের ন্যায় গুরুর আজ্ঞামত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমুদয় সম্পন্ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা চারিজাতীয় স্ত্রীই বিবাহ করিতে পারিতেন, এবং ইহাঁদের মধ্যে বহুবিবাহের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। তদ্বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য তপোবনের সান্নিধ্যে কৃষিকার্য্য করা হইত, এবং তাহা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে নির্ব্বাহিত করিতেন। ঋতুপ্রভাবে তপোবন কিরূপ শ্রী ধারণ করিত, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গোদাবরী-তটস্থ-আশ্রমবাসী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হিম ঋতুর বর্ণনা এ স্থানে উদ্ধৃত করিব। মূলাংশ অতিদীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করিলাম।

"অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলঙ্কৃতইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥
নীহারপরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ॥
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥
সেবমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্য্যশ্চ সাম্প্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ॥
অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ॥
মৃদুসূর্য্যাঃ সনীহারাঃ পটুশীতাঃ সমাহতাঃ।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্॥
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরা যামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্॥
রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ॥
বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥
খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥
ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমনীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমপ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্কইব লক্ষ্যতে॥
অগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংসক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ॥
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎপ্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা॥
সংস্পৃশন্ বিমলং শীতমুদকং দ্বিরদো মুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যঃ প্রতিসংহরতে করম্॥
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্॥
অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ॥
বাষ্পসংচ্ছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকাস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্॥
তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েন রসবজ্জলম্॥
জরাঝর্ঝরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ॥"

৩।১৬।৪-২৬

—“প্রিয়ংবদ, যে ঋতু তোমার প্রিয়, এ ক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্ব শরীর কর্কশ হইতেছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শকরা দুষ্কর, এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময়ে সকলে নবান্ন-ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য দ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এ ক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক্ তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার ‘হিমালয়’ এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ ক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্যানক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এ ক্ষণে উহা নিশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপ-মলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি,

তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এ ক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুর-পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহার-মণ্ডিত শ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিসুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ-পূর্ব্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষার-পাত, সূর্য্যের মৃদুতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ ক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই।”—হে।

আর্য্যাবর্ত্তে সরযূতীরবাসী বাল্মীকি সম্ভবতঃ আপনার

চতুঃপার্শ্বস্থ বনভাগে ঋতুপ্রভাব দেখিয়া এই বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের সাময়িক ঋতুপ্রভাব হইতে উহা কতদূর অন্তর! ঋতুপ্রভাবে বনভূমির বর্ণনা ইহা অপেক্ষা স্বভাবোচিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। পিতৃপুরুষগণ অল্পসুখে বনাশ্রমে বাস করিতেন না।

সঙ্ক্ষিপ্ত সার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় সঙ্ক্ষেপে পরিদর্শন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বাল্মীকির দ্বারা উক্ত প্রমাণ অনুসারে এবং রামায়ণের ন্যায় অদ্বিতীয় কাব্য রচনার সম্ভবতা হেতু সংস্কৃত বাল্মীকির সময়ে জীবিত ভাষা ছিল। নানা কারণে প্রমাণিত যে, প্রাকৃতাদি ভাষার অস্তিত্ব সংস্কৃতের জীবন-কালের বিরুদ্ধ-প্রমাণ-দায়ক নহে, উহারা অশিক্ষিত সাধারণের ভাষা মাত্র। লিখনপ্রণালী ইহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রসমূহের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বেদ-ব্রাহ্মণ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ আদি অধ্যয়ন এবং শিক্ষার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। বেদ এখন পূর্ব্বের ন্যায় বোধসুগম নহে, তাহার অর্থব্যক্তি বেদাঙ্গ বিশেষরূপ অধ্যয়ন ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট এবং অপূর্ব্ব তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এবং অন্যান্য চিহ্নবিশেষ শুভাশুভের হেতু বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল

হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রচলিত বেদ-শাখা এবং চরণ-সমূহের ক্রমে নিপাত সাধন হইয়া, উপন্যাসে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এখনও কর্ম্মকাণ্ড বেদবিধিবৎ, অর্থাৎ কল্পসূত্র এবং ব্রাহ্মণ অনুযায়ী হইয়া থাকে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বর-শীলতা এবং বলির নিমিত্ত অসংখ্য পশুপক্ষি-বধজনিত নিষ্ঠুরতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা ঋগ্বেদের তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। ঋগ্বেদের অনেক দেবতা আবার রামায়ণের সময়ে নূতন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনেক নূতন রকমের বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা বাড়িলেও ঋগ্বেদীয় ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যা একে-বারে পরিত্যক্ত হয় নাই, সময়ে সময়ে উহা লোকের মনে উদয় হইত। কিন্তু দেবতার সংখ্যা যতই বাড়ুক, আধুনিক পুরাণ-তন্ত্রোক্ত মত অসংখ্য ছিল না। বাল্মীকির সাময়িক দেবতাদের প্রকৃতি যদিও ক্ষণে রোষযুক্ত ক্ষণে তোষ যুক্ত হইয়াছিল, তথাপি পরবর্ত্তী সময়ের ন্যায় ভীষণস্বভাববিশিষ্ট হয় নাই। ঋগ্বেদীয় ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রায় লোপ হইয়াছে, এখন বিষ্ণু এবং শিব এই দেবতাদ্বয়ের অত্যন্ত প্রভাব, এবং অনেকে এতদুভয়ের শিষ্য। নরদেবতার উপাসনাও আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের ন্যায় নরদেবের নিকট মনুষ্য-প্রকৃতি এখনও হেয়ত্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে দেখা যায় যে, আর্য্যেরা নিয়মিত মত অগ্নি-সংস্কার করিতেন; কিন্তু অনার্য্যেরা কোথাও কোথাও ভূগর্ভে নিহিত হইত, এবং তাহাই তাহাদের

পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহারা পাপকার্য্যে রত, তাহারা যমের পুরে তৎফল ভোগ করিত ; ঐ ভোগ কায়িক ভোগরূপে বর্ণিত। যাহারা যজ্ঞাদি দেবকার্য্যে পুণ্যসঞ্চয় করিত, তাহারা উৎকৃষ্ট স্বর্গলোক সকল অধিকার করিত। তথায় পুণ্যক্ষয় হইলেই পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিত এবং উৎকৃষ্ট জীব হইয়া জন্মিত। পাপকার্য্যে যমপুরে ফল-ভোগ করিয়া নিকৃষ্টলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইত।—এরূপ বিশ্বাস ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত প্রচলিত ছিল।

পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ অবশ্যই ক্লেশকর বিবেচনা ছিল। তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যোগ ভিন্ন উপায় ছিল না। এই যোগশাস্ত্র অদ্বৈতবাদিতা, ঈশ্বর সর্ব্বময়, ঈশ্বর ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্যা, জীবাত্মাও ঈশ্বর। যখন যোগে পরমাত্মায় এবং জীবাত্মায় একত্ব অবলোকিত হইবে, তখনই জীব মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিবে এবং ব্রহ্মে লীন হইবে। আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। যোগাবলম্বনে সন্ন্যাসা-শ্রম গ্রহণ বা আশ্রমে অবস্থান যোগীর স্বেচ্ছাধীন। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াও, কর্ম্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সফলতা বা নিষ্ফলতায় সমচিত্তপ্রসাদযুক্ত হইয়া গৃহে অবস্থান করিতে পারিতেন। বাল্মীকির সময়ে অধিকাংশ যোগী সেই পথ অবলম্বন করিতেন, সন্ন্যাসগ্রহণের দৃষ্টান্ত অতিবিরল।—ইহা যোগধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণেরা আশ্রমী বা নিরাশ্রম হউন, জনপদের বহি-র্ভাগে বনভূমিতে থাকিতেন। আশ্রমীরা পুত্রকলত্রাদি

লইয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং আবশ্যকমত জনপদে যাতায়াত করিতেন। আপন আপন তপোবনের সান্নিধ্যে জীবিকা নিমিত্ত কৃষিকার্য্যাদি করিতেন এবং তাহা অনেক সময়ে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। ইহাঁদের শিষ্যগণ দাসবৎ গুরুকার্য্য সম্পন্ন করিত। ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে অদ্বিতীয় শিক্ষক। কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাব-যুক্ত, কিন্তু দয়াশীল ও অত্যন্ত অতিথিপ্রিয়।

নাস্তিকতা মতের বহুল আভাষ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মবিরোধি মত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এ সময়ে যেরূপ ধর্ম্মতত্ত্বের প্লাবন, এবং সমাজ তাহাতে যেরূপ আবদ্ধ, তখন ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়াকে নেহাত অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।
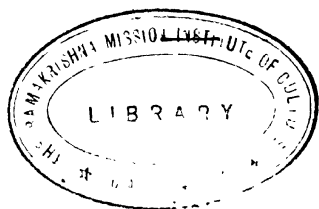
তৃতীয় অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়বর্গ।

ভারতসন্তান, ঘুমে মত্ত হইয়াছ! ভাল, ঘুমাও, গতক্লম হইলে আবার আপনিই উঠিবে। কিন্তু সাবধান, এই সুযোগে যেন তোমাদের চিত্তফলক হইতে কয়েকটী কথা কেহ মুছিয়া না দেয় যে, যে চিরঞ্জীবি সপ্তর্ষিমণ্ডল অদ্যাপি গগনতল পরিশোভিত করিতেছেন, আর্য্যবংশের যাঁহারা নেতা, মনুষ্যপদবীতে পদার্পণ করিতে যাঁহারা মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং অরুন্ধতী লোপামুদ্রা প্রভৃতি যে পূজনীয়া ভগবতীগণ দূরস্থ আকাশে অবস্থান করিয়াও আজিপর্য্যন্ত ভারতদুহিতাদিগকে সুনীতি-শিক্ষাদানে বিরত হয়েন নাই; তাঁহাদেরই বিমল শোণিত আজি পর্য্যন্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। এবং একদিন তোমরা, সেই প্রাচীন আর্য্যরীতি, যাহা ক্রমে উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, তাহার অনুরাগী এবং পরিরক্ষক বলিয়া সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে। সাবধান, নিদ্রাবশে বহুবিধ স্বপ্ন দেখিতে হয়, তোমরাও দেখিতেছ, কিন্তু যেন মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সত্য জ্ঞান করিও না। মায়ের তুষ্টিসাধনরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইও না। চিন্তা এবং কল্পনা প্রসূতি ভারত, সন্তানগণকে অনুকরণবৃত্তিরত দেখিলে কখনই তুষ্টিলাভ করিবেন না।

রাজধর্ম্ম-সম্বন্ধে রামায়ণ হইতে যে উপকরণ-সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, তাহাই যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাল্মীকির সময়ে ভারতরাজকার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বিবেচনাসিদ্ধ নহে। কাজে এবং কথায় সচরাচর যতটুকু অন্তর দেখা যায়, এখানেও বোধহয় সেইরূপ হইতে পারে। মনুষ্যের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্য এবং মনুষ্যের অবস্থা, এতদুভয়ের বৃত্তান্ত কথনে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য হয়। প্রথমোক্ত বিষয়ে অত্যুক্তি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, শেষোক্ত বিষয়ে তত নহে। এতন্নিয়ম মনে রাখিয়া ক্ষত্রিয়বর্গের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে এবং অনুরোধ যে, পাঠক মহাশয়েরাও তন্নিয়ম বিস্মৃত হইবেন না। অধ্যায়টী নিম্নলিখিত উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া বিবৃত হইতেছে।

১। রাজ্যসংস্থান।

এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ দেশ প্রদেশাদির আকৃতি এবং অবস্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীত হইবে যে, রামায়ণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, আর্য্যভূভাগে একচ্ছত্রী রাজা কেহ ছিলেন না। মহাভারতে যেমন দেখা যায় যে, কোন প্রতাপশালী রাজা মধ্যে মধ্যে একাধিকারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং কখন বা সফলও হইয়াছেন, আবার কখন বা নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছেন; রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত হয় না। উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখনী-নিঃসৃত কি না এ

বিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সন্দেহ আছে। (১) যাহাই হউক, এই প্রবন্ধ লিখনে উক্ত কাণ্ড পরিত্যক্ত বলিয়া এই প্রস্তাবের পাঠকেরা জানিবেন।

আর্য্যভূমি এই সময়ে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন অধীশ্বর। ইনি আপন অধিকার মধ্যে যথাসম্ভব রাজকার্য্য অনন্যরাজশাসনবশ্য হইয়া সমাধা করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ কাহার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইহাঁদিগের একতা-সূত্রে বন্ধন করিবার অনেক বিষয় থাকাতে কদাচ কেহ কাহার বিরোধী হইতেন না। আচার ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বত্রই একরূপ, একধর্ম্মাক্রান্ত, একই নিয়মাধীন এবং সেই নিয়মকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্রই সমানভাবে পূজনীয়; তাঁহারাই এ কালে একতাবন্ধনের দৃঢ়রজ্জু স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ বহুদূরব্যাপি বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না। ফলতঃ বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু

---

(১) এতদ্বিষয় সবিস্তারে *Griffith's Rámáyana,* Vol. I. Introduction, p. xxiii to xxv দেখ। তথায় "There is every reason to believe that the seventh Book is a later addition." পুনশ্চ উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত "Traditions and legends only distantly connected with the Ramayan properly so called" &c.—*Gorresio.* পুনশ্চ নূতন সংযোজন সম্বন্ধে "Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fulness like the free song of a child" &c.—*Westminister* Review Vol. I.

পৃথক্ লক্ষিত হইলেও, অন্তঃপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে একরূপ ছিল। রামায়ণে যথায় যথায় যাগ-যজ্ঞাদি মহোৎসবের ব্যাপার, তথায়ই ভিন্ন ভিন্ন রাজগণকে একত্রে আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন থাকিতে দেখাযায়। দশরথের পুত্রকামনায় যে যজ্ঞ হয়, তাহাতে আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজবর্গ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য মহোৎসবেও। মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ও অন্যান্য উৎসব-কালেও ঐরূপ সৌহার্দ্দের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় আবার রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বিবাদেরও অভাব নাই। রামায়ণে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল। অন্য কারণ পরিত্যক্ত হইলেও কেবল ইহার দ্বারাই তৎকালে রাজাদিগের পরস্পরের সহ সদ্ভাবের অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

আর্য্যবংশের এই সময়ের রাজ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে, ইউরোপ খণ্ডের খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যমকালীয় ফিউডাল রাজ্য-বিভাগের কথা মনে উদয় হয়। বস্তুতঃ পরস্পরের মধ্যে অল্প বৈলক্ষণ্য; এবং সেই বৈলক্ষণ্য ব্যতীত ভারতীয় রাজ্য-সংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত বলিয়াই বোধ হয়। এতদুভয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপাতে বর্ব্বর জাতিরা যেমন যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া, তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আবার সেই সকল ভূখণ্ড

যেমন অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলকে নিয়মবিশেষের বশবর্ত্তী করিয়া অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত, সেইরূপ প্রাচীন কালে আর্য্যগণও আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন; এবং অংশনির্দ্দেশের নিমিত্তই অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। দশরথের এত ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি তাঁহার সভায় বহুসংখ্যক অধীন রাজগণের (২।১ ইত্যাদি) অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতের প্রভুত্ব এবং অধম বর্ণের দুর্দ্দশা উভয়েতেই সমান। ঋগ্বেদ (১-১৭৩-১০,৮-৬২-১১ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া মানবধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত (রাজধর্ম্ম অধ্যায়ে) গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কার্য্য কি, যদিও বাক্যার্থেই বিজ্ঞাপিত করিতেছে, তথাপি প্রমাণানুরোধ ধরিতে গেলে, তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্ট কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা সেই সেই গ্রাম ও পুরের শাসনকর্ত্তা এবং যাবতীয় রাজকার্য্যের সম্পাদক। যখন কোন নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ নূতন হয় এমন নহে, এবং যাহা পুরাতন তাহাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। বরং তাহাই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া উন্নতি সাধন করা হয় এবং কোন কোনটা যেমন নূতন হয় আবার তেমনি কোন কোনটা পুরাতন অবিকল রাখিয়া দেওয়া হয়। নূতন যাহা হয় তাহার মধ্যে এমনও কখন কখন হইয়া থাকে, যাহা তৎপ্রণয়ন সময়ে কার্য্যে পরিণত না হইয়া পরে হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঋগ্বেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের সহ

মনুর, রামায়ণ মনুর পূর্ব্বে বা পরে হউক (২), তাহার সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে। সুতরাং একের বর্ণিত বিষয় অন্যের ভাব পরিস্ফুট করিতে অনেক সক্ষম। অতএব হইতে পারে যে রামায়ণের সময়েও সেই গ্রামপতি পুরপতি প্রভৃতি শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব ছিল। যাহা হউক, এই গ্রামপতি ও পুরপতি প্রভৃতিগণ ফিউডাল সাময়িক স্থানবিশেষের বর্গোমাষ্টারের ন্যায়। বাহ্যিক আকার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের আধিক্য উভয় স্থানেই সমান; বিশেষ এই যে, এক স্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই সুবুদ্ধি এবং শিক্ষা-প্রসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ত হইতে উদ্ভূত। ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায় যে, ফিউডাল প্রভুরা পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসম্বাদে প্রায় প্রত্যহ নবরক্তে স্নান করিতেন, আর্য্যেরা তৎপরিবর্ত্তে প্রেম-সংমিলনে মনের সুখে কাল-

---

(২) রামায়ণের চতুর্থকাণ্ডে বালীর প্রতি রামের উক্তিতে কথিত হইয়াছে যে

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।"

১৮ সর্গ।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে রামায়ণেই মনুর তৎপূর্ব্বাবির্ভাব প্রমাণিত হইতেছে। আরও এই প্রবন্ধে পূর্ব্বাপর বহু স্থলে দৃষ্ট হইবে যে মনুসংহিতার বিধির সহ রামায়ণোক্ত বহু বিষয়ের ঐক্য আছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতা ভৃগু-ঋষিদ্বারা কথিত, উহাই কি রামায়ণের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, না মনুর স্বয়মুক্ত কোন সংহিতা ছিল? মনুসংহিতার অনেক স্থল দেখিলে মনুকে অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, অথচ মনুর নাম সংস্কৃতের প্রাচীনতম গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আবার ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে মনু একজন কল্পিত ব্যক্তি। ফলতঃ বর্ত্তমান মনুসংহিতার জন্মের বহু পূর্ব্বে মনুর নামের উৎপত্তি।

যাপন করিতেন। ফিউডাল প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি, দেশস্থ সমস্ত অধিবাসীর অভ্যন্তরে একরূপ থাকায়, এবং বহিঃশত্রুর ও আভ্যন্তরিক শত্রুর উত্তেজনায় একতার মূল্যাবধারণ করায়, কালে তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্বসংমিলনে জগতের সুখবিকাশক সভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর আর্য্যেরা এক প্রকৃতি সত্ত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখ পরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে, জ্ঞাতি-বিদ্বেষিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা-দোষে এমনি নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন, যে এখন আপন অন্ন পরিপাকের ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই।

২। রাজধর্ম্ম।

আভ্যন্তরিক রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহা বহুলভাবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ভরত রামের অনুসরণে নির্গত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলে, রাম রাজ্যের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (৩)

"কচ্চিৎ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥

(৩) এই রাজনীতিগুলি গ্রিফিথ সাহেব কর্ত্তৃক রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে নাই। তৎকৃত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৯,১০০,১০১ সর্গ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের ঐ কাণ্ডের ১০০ সর্গ মিলাইয়া দেখ। গ্রিফিথ সাহেব শ্লিগল কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ রামায়ণ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঠ দৃষ্টে। আমার আদর্শ পুস্তকে যাহা আছে, আমি মূল প্রস্তাবে তাহাই গ্রহণ করিতেছি ইহা জ্ঞাতব্য।

ইম্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ঙ্কচ্চিত্ত্বং নাবমন্যসে ॥
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ ॥
মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥ (৪)
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎকালেঽববুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থ-নৈপুণম্ ॥
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি ॥ (৫)
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন দীর্ঘয়সি রাঘব ॥ (৬)

---

(৪) মহাভারত সভাপর্ব্বে পঞ্চমাধ্যায়ে
"কচ্চিদাত্মসমাবৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ। ২৫
কুলীনাশ্চানুরক্তাশ্চ কৃতাস্তে বীর মন্ত্রিণঃ।
বিজয়ো মন্ত্রমূলোহি রাজ্ঞো ভবতি ভারত ॥ ২৬
কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তে অমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
রাষ্ট্রং সুরক্ষিতং তাত————————॥" ২৭

বাল্মীকি চোর, না ব্যাস চোর ?

(৫) মহাভারতে ঐ পর্ব্বে ঐ অধ্যায়ে
"কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেঽপি বুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থমর্থবিৎ ॥
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি ॥"

চোর কে ?

(৬) মহাভারতের ঐ পর্ব্বে ঐ সর্গে
"কচ্চিদর্থান্ বিনিশ্চিত্য লঘুমূলান্ মহোদয়ান্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন বিঘ্নয়সি তাদৃশান্ ॥"

চোর কে ? বিরক্ত হইয়া আর সাদৃশ্য উঠাইয়া দেখান গেল না। ফলত সভাপর্ব্বোক্ত ও রামায়ণোক্ত রাজনীতি কিছু কিছু বাদ দিয়া একটী অপরের নকল বলিয়া লওয়া যায়।

কচ্চিত্তু সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্ব্বকার্য্যাণি ন কর্ত্তব্যানি পার্থিবাঃ॥
কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্ত্তিতাঃ।
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্॥
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ॥
সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ।
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা॥
একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরোদক্ষো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্॥
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ॥
অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিত্ত্বং নিয়োজয়সি কর্ম্মসু॥
কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ।
রাষ্ট্রে তবানুজানন্তি মন্ত্রিণঃ কেকয়ীসুত॥
কচ্চিত্ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ॥
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যং সন্দূষণে রতম্।
শূরমৈশ্বর্য্যকামঞ্চ যো ন হন্তি স হন্যতে॥
কচ্চিদ্ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ॥
বলবন্তশ্চ কচ্চিত্তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাপদানবিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ॥
কচ্চিদ্বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে॥
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্ত্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ॥

কচ্চিৎ সর্ব্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ॥
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ॥
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ॥
কচ্চিদ্ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্ব্বদা।
দুর্ব্বলাননবজ্ঞায় বর্ত্তসে রিপুসূদন॥
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্ব্বমস্মাকং তাত পূর্ব্বকৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসংকুলাম্॥
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্ম্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্য্যৈঃ সহস্রশঃ॥
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসি॥
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ॥
প্রহৃষ্টনরনারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমা পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জ্জিতঃ॥
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ॥
বিবর্জ্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্ব্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদস্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব॥
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে॥

তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিত্তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যাহি রাজ্ঞা ধর্ম্মেণ সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ॥
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিত্তাশ্চ সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্তাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে॥
কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিত্তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ তৃপ্যসি॥
কচ্চিদ্দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্।
উত্থায়োত্থায় পূর্ব্বাহ্নে রাজপুত্র মহারথ॥
কচ্চিন্ন সর্ব্বে কর্ম্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্ব্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্॥
কচ্চিদ্দুর্গাণি সর্ব্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্দ্ধরৈঃ॥
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোশো গচ্ছতি রাঘব॥
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণেঽভ্যাগতেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ॥
কচ্চিদার্য্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চোরকর্ম্মণা।
অদৃষ্টশাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্বধ্যতে শুচিঃ॥
গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ॥
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্ব্বলস্য চ রাঘব।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ॥
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্র পশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ॥
কচ্চিদ্বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে॥
কচ্চিদ্গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্ব্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি॥

কচ্চিদর্থেন বা ধর্ম্মমর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রতিলোমেন কামেন ন বিবাধসে ॥
কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে ॥
কচ্চিত্তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥
নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্ ॥
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্ ॥
মঙ্গলাদ্যপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্ব্বতঃ।
কচ্চিত্ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দ্দশ ॥
দশপঞ্চচতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্যা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্ ॥
কৃত্যং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥
যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোনী সন্ধিবিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে ॥
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টৈঃ চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ ॥
কচ্চিত্তে সফলা বেদাঃ কচ্চিত্তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিত্তে সফলা দারাঃ কচ্চিত্তে সফলং শ্রুতম্ ॥
কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম্মকামার্থসংহিতা ॥”

২ কাণ্ড, ১০০ সর্গ।

—“তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র

ও সমস্ত শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল, বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলপ্রসূত, ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্য-গণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। বৎস, তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নহ? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহুলোকের (৭) সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নির্ণীত হয়, তাহা ত গোপন থাকে? যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এরূপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উহাঁরা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে

---

(৭) গূঢ় মন্ত্রণা বহু লোক সমবেতে হইলে তাহা শান্তভাবে নিষ্পন্ন বা গোপন থাকা সুকঠিন। ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সাময়িক ত্রিংশৎ মন্ত্রিসভা (Council of Thirty) ইহার বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সভা প্রথমত গূঢ় বিষয় সকল বিবেচিত হইবার নিমিত্ত সর উইলেম টেম্পলের প্রস্তাব মত স্থাপিত হয়। স্থাপনার অব্যবহিত পরেই অসুবিধা লক্ষিত হওয়ায়, তাহার মধ্যে আবার ৯ জন মাত্র লইয়া এক বিশেষ সভা হয়, তাহাও বিষমপ্রকৃতি হওয়ায় অবশেষে চারিজনে মাত্র পরিণত হয়। এই ত্রিংশৎ মন্ত্রি-সভা মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া এরূপ তুমুল বাদানুবাদ করিতেন যে, তাহার নিকট ইতর লোকের দ্বন্দ্বও হার মানিয়া যায়।

না? (৮) সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটীমাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ লোকেই সর্ব্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস, উন্নত শ্রেণীতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিযুক্ত করিয়াছ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, (৯) অবিশ্বাসী ভৃত্য,

---

(৮) মহাভারতে সভাপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে

"কচ্চিন্ন কৃতকৈর্দূতৈ র্যে চাপ্যপরিশঙ্কিতাঃ।
ত্বত্তো বা তব চামাত্যৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রিতং তথা॥" ইত্যাদি

ইহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টচেতার নীতি।

(৯) "উপায়কুশলং বৈদ্যং"—মূল রামায়ণে, তদ্ব্যাখ্যায়, "উপায়কুশলং সামাদ্যুপায়চতুরং বৈদ্যং বিদ্যাবিদং রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞং"—রামানুজ। প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইহা অতি মূর্খের রাজনীতি এবং অল্পদর্শিতার পরিচয়, এবং সমাজের সতত অশান্ত ও শঙ্কিত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ পার-

ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান্ সৎকুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোক-সমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথা-কালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন (১০) প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস, প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণপরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাঁহারা জনপদবাসী বিদ্বান্ অনুকূল প্রত্যুৎপন্ন-মতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ* ও স্বপক্ষে পঞ্চ-

---

স্যের সাহ (যেমন সংবাদ পত্রে দৃষ্ট) একদা সদর্লণ্ডের ডিউকের বৈভব দেখিয়া, তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে, এজন্য বৃটনীয় যুবরাজের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১০) ইহা অতি বিচক্ষণ নীতি। ইউরোপখণ্ডে অল্প কাল হইল ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে মোগল-বংশ এই নীতির প্রথম প্রচলন করেন। নিয়মবিশেষে ও বেতনবিশেষে সৈন্যগণের বশীভূততার শিথিলতায় বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা, রোমক প্রিটোরিয়ান সৈন্যগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

* ১। মন্ত্রী, ২। পুরোহিত, ৩। যুবরাজ, ৪। সেনাপতি, ৫। দৌবারিক, ৬। অন্তঃপুরাধিকারী, ৭। বন্ধনাগারাধিকারী, ৮। ধনাধ্যক্ষ, ৯। রাজাজ্ঞা-নিবেদক, ১০। প্রাড়্‌বিবাকনামক ব্যবহারজিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত), ১১। ধর্ম্মা-

দশ*, প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছ। (১১) যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বৎস! যথায় বহু-সংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্ম্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্য্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পুর্ব্ব পুরুষের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, স্ত্রী পুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎ-সব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে বিস্তর রত্নের খনি, সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ

সনাধিকারী, ১২। ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য (জুরি), ১৩। বেতনদানাধ্যক্ষ, ১৪। কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫। নগরাধ্যক্ষ, ১৬। আটবিক, ১৭। দণ্ডাধি-কারী, ১৮। দুর্গপাল।—হে।

* পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিনটী বাদ দিয়া পঞ্চদশ।—হে।

(১১) ইহা শার্লেমামের সাময়িক রাজনীতির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্যযুক্ত।

জনপদ ত এ ক্ষণে উপদ্রব-শূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণপূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? (১২) অধিকারে যত লোক আছে ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদিগের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? (১৩) তোমার পশু-সংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদায়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? (১৪) রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে, —না এককালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও

---

(১২) অধমজাতির পক্ষে সামাজিক শাসন কঠোর থাকিলেও, রাজদ্বারে তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহা এই বাক্যে উপলব্ধি হয়। ইউরোপের সভ্যতার পথপ্রদর্শক রোমকজাতির উন্নত অবস্থায়ও এরূপ লোকদিগের পক্ষে যেরূপ কঠোর নিয়ম ছিল, তাহার সহিত এখানে তুলনা করিয়া দেখা উচিত। ***Cod. Juistin.*** **T. xi til 47 & 49** দ্রষ্টব্য।

(১৩) তৎকালে স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি কত দূর, এবং মনুষ্যবর্গের তৎপ্রতি কত দূর আস্থা, এই বাক্য তাহার পরিচায়ক। ঐ বিষয় সম্বন্ধে ঋগ্বেদে "ইন্দ্রশ্চিদ্ ঘ তদ্ অব্রবীৎ স্ত্রিয়াঃ অশাস্যম্ মনঃ। উতো অহ, ক্রতুং রঘুম্।"—৮-৩৩-১৭। এতদ্বিষয় স্থলান্তরে সবিস্তারে।

(১৪) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের খেদা ডিপার্টমেণ্টের অনুরূপ।

অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গ সকল ধন ধান্য জলযন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া, তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ডপ্রদান কর না? (১৫) যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন? দেখ, যাহাদের উপর মিথ্যাভিযোগের সম্যক্ বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য-ব্যবহারে ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে

---

(১৫) এই সুনিয়ম, বৃটনদ্বীপ একজন রাজার মস্তকচ্ছেদন অপরকে দূরীকরণ ব্যতীত, সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। ইউরোপ ভূভাগ, অতি অল্প কাল হইল, ইহার মধুর মর্ম্ম অবগত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য আসিয়ার অনেক স্থানে এখনও নহে।

ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? (১৬) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্য-চিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অনুষ্ঠান, মন্ত্রণা-প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ* (১৭), পঞ্চবর্গ† (১৮), চতুর্বর্গ‡, সপ্ত-

(১৬) "পূর্ব্বাহ্ণে চাচরেদ্ধর্ম্মং মধ্যাহ্নেঽর্থমুপার্জ্জয়েৎ।
সায়াহ্নে চাচরেৎ কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥"
দক্ষোক্ত কালব্যবস্থা।

* মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথাপর্য্যটন।—হে।

(১৭) উক্ত বিষয়ে
"মৃগয়াক্ষৌ দিবাস্বাপঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ॥" মনু, ৬ অঃ।

† জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণদুর্গ, (সর্ব্বশস্যশূন্য প্রদেশ), ধান্বনদুর্গ (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।—হে।—এই টীকার স্থূল নিম্নে প্রকাশ পাইবে।

(১৮) উক্ত বিষয়ে "পঞ্চবর্গস্তু চৌদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা। ইতি দুর্গং পঞ্চবিধং পঞ্চবর্গ উদাহৃতঃ। ইরিণং সর্ব্বশস্যশূন্যপ্রদেশঃ তৎসম্বন্ধিদুর্গমৈরিণং তস্যাপি পরৈর্গন্তুমশক্যত্বাৎ। ধান্বনম্ উষ্ণকালে দুর্গং ভবতি।"—রামানুজ।

‡ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।—হে।

বর্গ*, অষ্টবর্গ† (১৯), ও ত্রিবর্গের(২০) ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী(২১), বার্ত্তা(২২), ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্গুণ্য‡ (২৩), দৈব ও মানুষ ব্যসন(২৪), রাজকৃত্য§, বিংশতিবর্গ¶, প্রকৃতিবর্গ‖,

---

* স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃদ্।—হে।

† কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর, করাদান ও শূন্য-নিবেশন।—হে।

(১৯) অথবা

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহমীর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥"
কামন্দকী।

(২০) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(২১) ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়।

(২২) কৃষ্যাদি।

‡ সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ।—হে।

(২৩) "সন্ধির্নাবিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।—রামানুজ। অথবা "ষড়্গুণাঃ বক্তা প্রগল্ভো মেধাবী স্মৃতিমান্নয়বিৎ কবিঃ।"—নীলকণ্ঠ।

(২৪) হুতাশনো জলং ব্যাধি-র্দুর্ভিক্ষোমরকস্তথেত্যেতদ্দৈবম্। মানুষন্ত আযুক্তকেভ্যশ্চোরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ। পৃথিবীপতিলোভাচ্চ ব্যসনং মানুষন্ত্বিদমিতি।"—রামানুজ।

§ অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।—হে।

¶ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধ-জনিত বিরক্ত-প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাসক্তি, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবো-পহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী, অদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায় ও অসত্যধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।—হে।

‖ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ ও দণ্ড।—হে।

মণ্ডল* (২৫), যাত্রা (২৬), দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী, সন্ধি ও বিগ্রহ এ সমুদয়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্র-জ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এই-প্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুষ্কর, যশস্কর, এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক।—হে।

প্রচলিত হউক বা অপ্রচলিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক, সমাজের মধ্যে রাজনীতির গতি এই পর্য্যন্ত। আবার রাজ্য

---

* দ্বাদশ রাজমণ্ডল।—হে।

(২৫) উক্ত উভয়বিধ বিষয়ে

"অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গাণি কোষোদণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ।
এতাঃ প্রকৃতয়স্তজ্জ্ঞৈ-র্বিজিগীষোরুদাহৃতাঃ॥
সম্পন্নস্তু প্রকৃতিভি-র্মহোৎসাহঃ কৃতশ্রমঃ।
জেতুমেষণশীলশ্চ বিজিগীষুরিতি স্মৃতঃ॥
অরির্মিত্রমরের্মিত্রং মিত্রমিত্রমতঃ পরম্।
অথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরস্কৃতাঃ॥
পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরম্।
আসারাবনয়োশ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ॥
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমোভূম্যনন্তরঃ।
অনুগ্রহে সংহতয়োর্ব্যস্তয়োর্নিগ্রহে প্রভুঃ॥
মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনো বলাধিকঃ।
অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাঞ্চ বধে প্রভুঃ॥"
ইতি কামন্দকীয়ে উক্ত নীলকণ্ঠোদ্ধৃত।

(২৬) "যাত্রা যানং তচ্চ পঞ্চবিধং

"বিগৃহ্য সন্ধায় তথা সম্ভূয়াথ প্রসঙ্গতঃ।
উপেক্ষ্য চেতি নিপুণৈ-র্যানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥" রামানুজ।

সন্ধি ও বিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক।—হে।

অরাজক হইলে কিরূপ দুরবস্থা হইত তাহা দেখা যাউক। রাজা দশরথের মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক হওয়ায় অমাত্যবর্গ রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বশিষ্ঠের নিকট বলিতেছেন।

"নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ত্ততে বশে॥
অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্য্যাপ্যরাজকে।
ইদমত্যাহিতং চান্তৎ কুতং সত্যমরাজকে॥
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ॥
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ॥
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ॥
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ॥
নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ॥
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ॥
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ।
নরা নির্য্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ॥
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরা ষষ্টিহায়নাঃ॥
নারাজকে জনপদে শরান্ সন্ততমস্ততাম্।
শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইম্বস্ত্রাণামুপাসনে॥

নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ ॥
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী।
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ ॥
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ত্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি ॥
নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ।
নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ ॥
নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
সংবদন্তোপতিষ্টন্তে বনেষু পবনেষু বা ॥
নারাজকে জনপদে মাল্যমোদকদক্ষিণাঃ।
দেবতাভ্যর্চনার্থায় কল্পন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ ॥
নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরূষিতাঃ।
রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্ত ইব শাখিনঃ ॥
যথাহ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥
ধ্বজোরথস্য প্রজ্ঞানং ধূমোজ্ঞানং বিভাবসোঃ।
তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ ॥
নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্ ॥
যে হি সংভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
তেহপি ভাবায় কল্পন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥
যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্যধর্ম্ময়োঃ ॥”

২ কাণ্ড, ৬৭ সর্গ।

অরাজক রাজ্যে “বীজ বপন হয় না, পুত্র পিতা ও ভার্য্যা ভর্ত্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্ত

কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট ত হইয়াই থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক, তাহার আর অসম্ভাবনা কি? দেখুন অরাজক রাজ্যে সভা-স্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহ নির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান্ যাজ্ঞিক ঋত্বিক্‌দিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত, ও নট নর্ত্তক নিশ্চিন্ত এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হয়েন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ-কীর্ত্তনে বীত-রাগ হইয়া থাকেন, কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কবাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান্ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্য দ্রব্য লইয়া দূরপথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধলাভ ও লব্ধ-রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালরদন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টাবন্ধনপূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎ-কৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সহসা বহি-র্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্র-বিচার করিতে বিরত হয়েন, এবং ধর্ম্মশীল

লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণাদান ও মালামোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত-কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন, এবং পালক-হীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ। এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত-নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ।”—হে।

ভরতের প্রতি রামের প্রশ্নচ্ছলে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তৎসাময়িক রাজধর্ম্ম কতদূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন ও বহ্বাড়ম্বরবিশিষ্ট ইহা প্রতিপন্ন হইবে। ঐ নীতিসমূহের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে, উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে নৃপতিগণের কণ্ঠভূষণ হইবার যোগ্য। এতদূর উৎকর্ষ সত্ত্বেও আলোচকের ক্ষোভ নিবারণ হয় না, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; কেন? প্রজাদিগের অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রাজনিয়ম সমুদয় যতই কেন উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হউক না,

পরক্ষণে বর্ণিত অরাজকতার স্বভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যালোচনে অনুমিত হইতেছে যে, যিনি যখন রাজা থাকিতেন, উক্ত নিয়মগুলির অনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহারই প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর করিত। একের উপর নির্ভর করে বলিয়াই অরাজকতায় এত দুর্দ্দশার সম্ভব ; রাজা এবং প্রজা এ উভয়ের উপর সমানরূপে নির্ভর করিলে উহার অর্দ্ধেকও হইতে পারে না ; অথবা যদি প্রজার উপর অধিক নির্ভর থাকে, তবে রাজা মরিলেন কি বাঁচিলেন তাহা লোকে জানিতেও পারে না, অথবা জানিতে চায়ও না। ফলতঃ সেই কালে রাজকার্য্যে সাধারণ প্রজাবর্গের হস্ত কতদূর ছিল, তাহা নিরূপণার্থে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

রাজা যদি ঐ সকল সুনিয়মের অনুষ্ঠান করিতেন, তবে ইহা জ্ঞাতব্য নহে যে, তিনি প্রকৃতিবর্গের নিকট বাধ্যতাবশতঃ ওরূপ করিতেন। প্রকৃতিবর্গও কেমন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্য রাজাকে বাধ্য করিতে হয় তাহা জানিতেন না। রাজা যদি সৎ হইতেন, তবে তিনি দেবপ্রেরিত বা দেবাবতার এই সংস্কার লোকচিত্তে দৃঢ় করিয়া পূজনীয় হইতেন। অসৎ হইলে লোকে অদৃষ্টের দোষ দিয়া ক্ষান্ত থাকিত। আরও অসৎ হইলে, নৈরাশ্যসম্ভূত ক্ষণিক উন্মত্ততা এবং ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিত, এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত। চকিতের ন্যায় পরক্ষণেই পূর্ব্বকথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, আবার পূর্ব্বমত ধীরভাব ধারণ করিয়া অদৃষ্ট-সাগরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিরস্ত হইত। সুতরাং তাহাদের যখন কোন উদ্বেগ স্থায়ী রূপে কার্য্যকর

হইতে পারে নাই, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ও সম্যক্ প্রকারে আচরিত হইত না তাহা অনুমান-সিদ্ধ।

একাধিপত্যসম্পন্ন রাজার দৌরাত্ম্য অপরিসীম। এরূপ রাজা আশানুরূপ সৎ হইলেও দৌরাত্ম্য আশানুরূপ নিবারিত হয় না। যেহেতু সে সময়ে যাহা কিছু হইয়া থাকে, সকলই একটীমাত্র-চিত্তপ্রসূত, মন্ত্রিগণ এমন রাজার নিকট্ প্রায়ই ক্রীতদাস-স্বরূপ, সুতরাং তাহাদের সহায়তা অপেক্ষা অনেক সময়ে শূন্যতা প্রার্থনীয়। মনুষ্য-চিত্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল, ভিন্ন ভিন্ন চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ এবং হীনতার আধার, যে চিত্তে গুণভাগের আধিক্য সেই চিত্তই মহৎ। এরূপ বহুচিত্তের একত্র সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সংযোজনে ভাবাধিক্য হওয়ায়, হীনতা ও ভ্রান্তি হ্রস্বতেজা হইয়া থাকে। সুতরাং একচিত্তের কার্য্যে যতদূর ভ্রান্তি প্রবেশ করে, বহুচিত্তের সংযোগে তাহা হয় না; হইলেও উৎকৃষ্টতার বৈষম্যে অপকৃষ্টতা লুক্কায়িত হইয়া যায়। একাধিপত্য রাজ্যে একচিত্তের কার্য্য, হয় রাজার, নতুবা তিনি অকর্ম্মণ্য হইলে, অমাত্য-প্রধানের ফলপ্রসবিতায় উভয়ই এক। এরূপ রাজ্যে সৎ-রাজা সদভিপ্রায়যুক্ত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ বিষয় চিন্তন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করার দোষে এবং তদ্রূপ অপরাপর কারণে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, সমাজ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, প্রজাগণ চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট হইয়া শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না। এই সময়ে একাধিপত্যযুক্ত রাজার প্রয়োজন।

আভ্যন্তরিক অত্যাচার থাকিলেও তিনি প্রজাগণকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যাচারে উত্তেজিত হইলে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, প্রজাগণ এই সময়ে উৎসাহযুক্ত হইয়া পরস্পর সংমিলনে আত্মোন্নতি করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রজাদের মধ্যে আত্মবিরোধ, ইহার এক পক্ষ ব্রাহ্মণগণ, অপর পক্ষ সাধারণ জনবর্গ। সাধারণ জনবর্গের প্রতি দ্বিবিধ অত্যাচার, প্রথমতঃ রাজার, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণের। এতদুভয় কারণে তাহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইবার অবসর হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা যদিও কিছু পূর্ব্বে আত্মদোষোদ্ভাবিত কলহে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি প্রপীড়িত সাধারণবর্গের সম্মিলন এবং সাহায্য অভাবে তাহাদের সে জয়লাভ দেশীয় মঙ্গলে ফলবান্ না হইয়া মিথ্যাদৃষ্টিবৎ জাতীয় উচ্চতার পরিবর্দ্ধক হইয়াছিল; এনিমিত্ত তাহাদের শ্রেণী পূজ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ একাকী হইলে, ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁহাকে যে কলে চালাইতেন, প্রায় সেই কলে চলিতেন। পুনশ্চ ব্রাহ্মণেরা জাতীয় উচ্চতায় পরিতুষ্ট এবং সাংসারিক বিষয়ে অল্পই মায়াযুক্ত ছিলেন। এই সকল কারণে রাজার যথেচ্ছাচার নিবারণের উপায়, ও রাজাচার চিরবন্ধনযুক্ত এবং সুফলপ্রসূতকরণ-প্রণালীর অভাব দৃষ্ট হয়। যদিও কখন কোথা তাহার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা নামমাত্র অথবা ক্ষণফলপ্রদায়ী ব্যতীত অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিল না। আবার এরূপ সমাজের উপর যাঁহার আধিপত্য, তাঁহার এবং তাঁহার রাজ্যের পরি-

ণাম কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। উহা কিরূপ অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে।

৩। রাজন্যবর্গ।

দেশাধিপতিগণ দেববংশজ, দেবাবতার বা দেবদত্তক্ষমতাযুক্ত এবং তাঁহারাই নিয়ন্তা ও তাঁহাদের বাক্যই নিয়ম, এই বিশ্বাস ও বিষয় সম্বন্ধে খৃষ্টীয় শকের মধ্যমকালীয় ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যাইবে যে পূর্ব্বাপর উহা প্রজাসাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এবং রাজারা উহা লোকহৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপীয় আধুনিক ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে, জর্ম্মনির জঙ্গলে কতকগুলি বর্ব্বর জাতি বাস করিতেছে। তাহারা অস্থির, দৃঢ়কায়, সতত দ্বন্দ্বপ্রিয় এবং দস্যুবৃত্তি-লালসায় একজনের আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যাহার অনুগত হইতেছে, তিনি প্রথমতঃ আধিপত্য হেতু, দ্বিতীয়তঃ ওডিন (বুধ) বা তীস্কো ইত্যাদি দেববংশ-জাতত্ব হেতু, তাহাদিগের নিকট যথাসম্ভব ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিতেছেন। অতএব জর্ম্মনির জঙ্গলেই রাজদেবত্বভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু অতি সঙ্কুচিত ভাবে। পরে ইহারা যখন দস্যুবৃত্তির অনুসরণক্রমে ধ্বংসপ্রায় রোমক ভূমে অবতীর্ণ হইল এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-

গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে রাজারা আপন আপন ক্ষমতায় দেবত্ব-ভাব সংযোজিত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই ব্যস্ততার সূত্রপাত মিরোবিঞ্জীয় রাজাদিগের আমল হইতে হয়। কিন্তু অপরিচিত ভূভাগে, অপরিচিত ধর্ম্মে পরিণত সহচর বর্ব্বরেরা সে মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অক্ষমতাবশতঃ, এবং ওডিন প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবশ্রেণীতে ভক্তিচ্যুত হওয়ায়, এখন রাজাকে কেবল দস্যুবৃত্তির অধিনায়ক স্বরূপ দেখিতে লাগিল। সুতরাং মিরোবিঞ্জীয়দিগের চেষ্টা ফলবতী হইতে পায় নাই। কার্লবিঞ্জীয় রাজাদিগের সময়েও এই চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু নূতন আকারে। এ বংশেও পেপিন, হর্ষ্টল এবং চার্লস মার্টেল পর্য্যন্ত, প্রজাগণের বিশ্বাসে রাজা কেবল বলাধিনায়কমাত্র ছিলেন। তৎপরে পেপিন ঐ দেবত্বলাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল, এবং শার্লেমান কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ইউরোপের মধ্যম-কালীয় ইতিহাসে অল্পজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিও জ্ঞাত আছেন বোধ হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ক্ষণ প্রতিষ্ঠিত দেবত্বভাবের উপর ভক্তির অনেক হ্রাস হওয়াতে, রাজতন্ত্র ছন্ন ছাড়া হইয়া যায় এবং তদ্বিনিময়ে ফিউডাল প্রথা পুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই ফিউডাল প্রথাই ইউরোপের ভাবি উন্নতির পথদর্শকস্বরূপ।

রাজার দেবত্বভাবে বিশ্বাস প্রজাদিগের অত্যাচার সহিষ্ণুতার এবং হেয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ার এক প্রধানতম কারণ। এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা রুসিয়া রাজ্যের ইতিহাস ভয়ঙ্কর প্রমাণ। রুসিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ভীষণ ইত্যভি-

ধেয় চতুর্থ আইবান (*Ivan* iv. The Terrible) যাহার ক্রূরকর্ম্ম সহিত তুলনা করিলে রোমরাজ্যেশ্বর নীরোকে দেবাবতার বলিয়া বোধ হয়, সিরাজুদ্দৌলা যাহার তুলনায় রামরাজা, সেই আইবান প্রজাদিগের সমক্ষে বলিত যে, "ঈশ্বর যেমন আমার নিকট, আমি তোমাদিগের নিকট তেমনি ঈশ্বর, আমি রুসিয়ার অধীশ্বর এবং পরমেশ্বর।" এই ক্রূরকর্ম্মার ক্রূরকর্ম্ম রুসিয়াবাসীরা এমনিই সহিষ্ণুতা ও ভক্তিপূর্ব্বক সহ্য করিত, যে এক সময়ে আইবান প্রজাদিগের নিকট হইতে শত্রুতা কল্পনা করিয়া মিথ্যাভয়ে আলেকজন্দ্রোস্কি নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়া, যথায় বহুশত্রুর প্রাদুর্ভাব তথায় রাজ্য-করা অনুচিত, এতদ্ভাব প্রকাশ করিলে, প্রজাগণ আন্তরিক ক্ষুণ্ণতাসহকারে বলিয়াছিল যে "এখন আমাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে, আমাদের সম্রাটই আমাদের ধন প্রাণের অদ্বি-তীয় অধিকারী, তিনি যথাবাঞ্ছিত আমাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন ইহা কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু তিনিই আমাদের একমাত্র অধিপতি, আইবানই আমাদের অধীশ্বর, ধর্ম্মের পরিরক্ষক, ঈশ্বর তাঁহাকে তদ্রূপ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার কে বিরোধী এবং কেই বা শত্রু।" অনন্তর হতভাগ্যেরা পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাদের ঈশ্বরকে ফিরাইয়া আনিল, ঈশ্বর ফিরে আসিয়াই হত্যা, অধিকারচ্যুতি, নির্ব্বা-সন প্রভৃতি বিনা দোষে বিধান করিয়া প্রজাদিগের ভক্তির প্রতিশোধ প্রদান করিলেন। এই সময়ে রুসিয়ার সমাজ কিরূপ হতশ্রী এবং নীচ তাহা ইতিহাসজ্ঞ জ্ঞাত আছেন।

ফলতঃ রাজদেবত্বে বিশ্বাসের প্রকার এবং তারতম্য প্রজা-বর্গের চিত্তবৃত্তির এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতির আংশিক পরিচায়ক, ও ভাবি উন্নতি বা অবনতির আংশিক ভাবে ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। এইনিমিত্ত এতদ্বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে। ভারতে বৈদিক সময় হইতে রাজারা দেবাবতার। মানবধর্ম্মশাস্ত্রকারের মতে

"ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি ॥"৮

মনু, ৭ম অধ্যায়।

—ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের ইহাদের সারভূত অংশ লইয়া রাজার স্থষ্টি হইয়াছে। রাজা বালক হইলেও সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহাকে অসম্মান করিবে না। যেহেতু তিনি মহাদেবতা নররূপে অবস্থান করিতেছেন।—

বাল্মীকির সাময়িক

"পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যেব চতুর্ভাগঃ"

৩য় কাণ্ড, ১ম সর্গ।

—যেহেতু রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশের অবতার, এনিমিত্ত তিনি পূজনীয়, মাননীয়, দণ্ডধর এবং গুরু।—

পুনশ্চ আরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গে, রাবণকে সীতা-হরণে উদ্যত দেখিয়া, তাহা হইতে নিবারণ করার নিমিত্ত মারীচ কতকগুলি প্রবোধবাক্য কহায়, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া

যাহা বলিয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই।—"আমি তোমাকে আমার বাক্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বলি নাই, কেবল তোমার সাহায্য চাহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি তোমার এতগুলি বাক্য প্রয়োগে ধৃষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে; যেহেতু রাজা সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব অবস্থাতেই পূজনীয়; কারণ

"পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥"

৩।৪০

—অমিতপ্রতিভাশালী রাজা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন।—

রাবণের বাক্য দ্বারা এখানেও ইহা প্রতীতি হইতেছে যে, এই দেবত্বরূপ বিশ্বাসের আশ্রয়ে রাজারা কতদূর স্পর্দ্ধা-যুক্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত যে কোন ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে খানে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রবল, ও প্রজাকর্ত্তৃক বাধাদান শিথিল হইয়া আইসে, সেই খানেই রাজা দারুণ দাম্ভিক হইয়া উঠেন। আর্য্যগণের দীর্ঘাধিপত্যের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয় জেম্‌সের ন্যায় একই ভাবে উৎপন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট অনেক রাজা হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জেম্‌সকে দূরীকারক প্রজার ন্যায় প্রজাও ভারতে ছিল না এমন নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে ভারতীয়েরা দূরীকরণের ফলের তেমন মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না।—অত্যাচারের নিমিত্ত একজন রাজ্যবিচ্যুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কিঞ্চিৎ সদ্‌গুণ দর্শাইলেই, প্রজাবর্গ তাঁহাতে তাহাদের কল্পনা-য়ত্ত রাজদেবত্ব ভানের পরিচয় পাইল জ্ঞান করিয়া, ভবি-

য্যতের পক্ষে অদূরদর্শিতাভাবে সন্দেহবিহীন হইয়া, পূর্ব্ববৎ শান্ত এবং নিশ্চেন্ত ভাব অবলম্বন করিত।

বাল্মীকির সাময়িক আর্য্যেরা কথিতমত নিরন্তর অত্যাচার সহ্য করিতেন না। এবং রাজার দেবত্বভাব, আর্য্যাধিপত্যের অন্যান্য বিষয়ের সহ তুলনে, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণভাবে তাঁহাদের মনে অবস্থান করিত। রাজার ঐ দেবত্ব কিরূপ বন্ধনবিযুক্ত হইলে এ সময়ে অনর্থ উৎপত্তি হইত তাহা দেখা কর্ত্তব্য। রাবণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে, মারীচ তাহার প্রতি কহিতেছে, যেহেতু "রাজমূলোহি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ" সুতরাং যাহাতে তিনি সুপথভ্রষ্ট না হয়েন এজন্য সকলে তাঁহাকে সাবধান করিবে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব মন্ত্রীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন; কারণ তাঁহার মতিচ্ছন্ন হইলে সর্ব্বসাধারণ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারে। যে রাজা অতি উগ্রস্বভাব, অবিনীত ও প্রতিকূল, তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম; এবং যিনি অসৎ মন্ত্রীর সহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তিনি বিনষ্ট হয়েন। (২৭) পুনশ্চ

"তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্ব্বিতং শঠম্।
ব্যসনে নাভিধাবন্তি সর্ব্বভূতানি পার্থিবম্॥
অভিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥"

৩।৪১

(২৭) কিরূপ কার্য্যে রাজার দেবত্ব দূর হয়, এবং রাজা কিরূপ শাস্তির যোগ্য ও বশবর্ত্তী হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে মনুর মত সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

—তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অমাত্যাদি সকলের প্রতি উগ্রস্বভাব, কৃপণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ রাজা বিপদে পতিত হইলেও কেহ তাহার সহায়তায় উদ্যত হয় না। অভিমানী, অগ্রাহ্য, এবং আপনাতেই সকল গুণের সম্ভব এরূপভাবযুক্ত এবং যিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ, বিপদে স্বজনেও তাঁহাকে সংহার করিয়া থাকে।—ইত্যাদি।

যথায় রাজদেবত্বে বিশ্বাস, যথায় রাজতন্ত্রশাসনের উপর প্রকৃতিবর্গের আস্থা, তথায় রাজাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কাহার কিরূপ মত তাহা বলিতে পারি না। ব্লাডিমীর মনোমেকস মৃত্যুকালীন পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে "ব্রত, উপবাস, মঠাশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রাজা স্মরণীয় হয়েন না, তাহার উপায় কেবল কার্য্য।" এ উপদেশের সফলতা যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে, মনোমেকসের অশিক্ষিত উত্তর পুরুষেরাই তাহার বিশেষ প্রমাণ।

বৃটনদ্বীপ যখন উন্নতির পথ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যখন তাহার জনৈক অধীশ্বর সমবেত প্রজাগণের মধ্যে একমাত্র তিনি নাম স্বাক্ষরে সক্ষম বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন, ভারত তখন পার্থিব গৌরবের শেষ সীমা অবলোকন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। সেখান হইতে বাল্মীকির সময় অনেক দূর, অনেক পুরাতন; রোম তখন গর্ভশয্যাশায়ী, গ্রীকেরা তখন কি করিতেছিল তাহা স্মরণ হয় না। তখন ভারতের রাজবর্গ কি করিতেন? অপরিসীম ক্ষমতা যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, যাঁহারা দেবাবতার, তাঁহারা

কিরূপ গুণবান্ হইলে লোকের মনঃপূত হইত? অন্ততঃ লোকে সম্ভাবিত বলিয়া কি প্রত্যাশা করিত?

"সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতঃ যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।"
২।১।২০

এই রাজাদিগের বিদ্যাবত্তা, এই রাজাদিগের গুণবত্তা। সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। এ কালের সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্যক্ প্রকারে হউক বা আংশিকই হউক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তারা বালীর নিকট রামের গুণবর্ণনস্থলে কহিতেছেন

"আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ॥
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্॥"
৪র্থ কাণ্ড, ১৫ সর্গ।

—বিপন্নের গতি, একমাত্র যশের ভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতৃ-আজ্ঞার বশবর্ত্তী, হিমালয় যেরূপ সমস্ত ধাতুর আকর, তিনিও তদ্রূপ গুণসমূহের আকরস্থান।—

পুনশ্চ দশরথের পুত্রবর্গ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে

"সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ॥২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥২৬
ইষ্টঃ সর্ব্বস্য লোকস্য শশাঙ্কইব নির্ম্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ॥২৭
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।"
১ম কাণ্ড, ১৮ সর্গ।

—সকলেই বেদবিদ্, শূর, এবং লোকহিতে রত ও জ্ঞান এবং গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে রাম সত্য-

পরাক্রম, মহাতেজোবন্ত এবং নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সর্ব্ব-জনমনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। তিনি গজস্কন্ধে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণক্ষম এবং রথচর্য্যায় ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ও পিতৃ-সেবাপরায়ণ হইয়াছিলেন।—

পুনশ্চ

"শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈ-র্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথ্যমানস্তু বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥১২
শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রোন চালসঃ ॥২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্ ॥২৮
ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্ত্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥২৯

২য় কাণ্ড, ১ সর্গ।

—অস্ত্রাভ্যাসকালীন যাহা অবসর পায়েন, তাহাও বৃথা নষ্ট না করিয়া, শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ এরূপ সজ্জনগণের সহিত সদালাপ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রসমূহে শ্রেষ্ঠ, এবং মিশ্র ভাষাদিতে পারদর্শী। তিনি অনলসভাবে অর্থ ও ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ সংগ্রহকার্য্যের সহ অবিরোধ-ভাবে সুখকামনা করিয়া থাকেন। বিহারকালীন শিল্প সমস্ত অর্থাৎ গীত-বাদ্য-চিত্রকর্ম্মাদিতে এবং অর্থবিদ্যায় সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদানকার্য্যে পারগ। ধনুর্ব্বিদদিগের শ্রেষ্ঠ ও লোকে অতিরথ বলিয়া মান্য। বিপক্ষসৈন্যাভিমুখে গমন, সংহার করণ এবং সৈন্য-সমাবেশ কার্য্যে পারদর্শী।

রাজাদিগের প্রথম রাজকার্য্যে প্রবেশ-সময়ে কিরূপ

শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, কিরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া, প্রবিষ্ট হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক-প্রস্তাবে দশরথকর্ত্তৃক রামের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ভূয়োবিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪২
কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ।
পরোক্ষয়া বর্ত্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা॥ ৪৩
অমাত্যপ্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্॥ ৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধামৃতমিবামরাঃ॥ ৪৫

২য় কাণ্ড, ৩ সর্গ।

—নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে বিনয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। কামক্রোধসহচর ব্যসন সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। পরোক্ষাপরোক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কোষাগার ও আয়ুধাগার পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রিয় হইবে ও চিত্তরঞ্জন করিবে। যিনি এরূপ ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতি হইয়া রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রবর্গ অমরগণের অমৃতলাভের ন্যায় আনন্দলাভ করেন।

বাল্মীকির বর্ণনায় তাৎকালিক-চিন্তায়ত্ত রাজগুণোৎকর্ষের পরা কাষ্ঠা রামে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাবণ তেমনিই রাজদোষবিশিষ্ট। বোধ হয় যে কিছু উৎকৃষ্ট রাজগুণ বাল্মীকি মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা রামে আরোপ করিয়াছেন, আবার তেমনি যে কিছু রাজদোষ, তাহা রাবণে আরোপিত হইয়াছে। এমন স্থলে রাবণের

গুণভাগ আলোচনা করিয়া কথিত রামগুণের পার্শ্বে স্থাপিত করিলে, প্রকৃতভাব উপলব্ধি করা সহজ হইয়া আইসে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনার্য্যজাতিদিগের ভাষা সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং শিক্ষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, এবং বেদভাষা এ সময়ে আর্য্যদিগের নিকটে বহু পরিমাণে দুরূহ হইয়া আসিয়াছিল, এনিমিত্ত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতীত কাহারই বেদবিদ্যায় সম্যক্ অধিকার জন্মিত না। এমন স্থলে স্থানান্তরে দেখা যায়

"যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
সেয়মালক্ষ্য রূপঞ্চ জানকী ভাষিতঞ্চ মে॥
রাবণং মন্যমানা মাং পুনস্ত্রাসং গমিষ্যতি।"

৫ম কাণ্ড, ২৯ সর্গ।

হনুমান্ অশোকবনে জানকীকে দেখিতে পাইয়া কিরূপে তাঁহার সম্ভাষ করিবেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে, যদি আমি দ্বিজাতিগণের ন্যায় অর্থাৎ আর্য্যগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি, তাহা হইলে আমার (অনার্য্যজাতিত্ব হেতু) এইরূপ রূপে এরূপ উচ্চ দ্বিজাতি-ভাষার সম্ভব দেখিয়া, জানকী আমাকে রাবণ মনে করিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে পারেন। এ খানে রাবণের পাণ্ডিত্যের উপর জানকীর দৃঢ় বিশ্বাস সূচিত হইল, এবং অন্যান্য অনার্য্যদিগের মধ্যে রাবণই যে কেবল আর্য্যবিদ্যায় পারগ, সীতা তাহা রাবণের সহ পূর্ব্বে দর্শিত কারণ হেতু জানিতেন। পুনশ্চ পরিব্রাজক-রূপী রাবণ সীতা-হরণার্থে কুটীর-দ্বারে উপনীত হইয়া

"দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্।"

৩য় কাণ্ড, ৪৬ সর্গ।

"ব্রহ্মঘোষং ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় বেদঘোষমুদীরয়ন্ কুর্ব্বন্।"—রামানুজ।

অতঃপর রাবণ অনেকক্ষণপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণভাবে সেই কুটীরে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে এবং সীতারও তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছে। রাবণ অনার্য্য, রাবণ রাক্ষস, রাবণ দেবদ্বেষী, রাবণ বেদপ্রতিপাদক ধর্ম্মের বিরোধী, রাবণ যজ্ঞহন্তা, রাবণ পাপাবতার, তথাপি রাবণ যুদ্ধবিদ্যায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বেদ-বিদ্যায় অভ্যস্ত, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ গূঢ়মর্ম্মজ্ঞ যে পরিব্রাজক রূপ ধরিয়া, যতক্ষণ না সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ততক্ষণ সীতাকে তাহার ব্রাহ্মণত্বে ভ্রান্তি-ময়ী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সকলের দ্বারা সুন্দররূপে অনুভূত হয় যে সেই সময়ে রাজাদের মধ্যে কেহ কদাচ মূর্খ থাকিতেন না। প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতেন। (২৮) যদিচ অনেকের কার্য্য সর্ব্ব সময়ে নীতিশাস্ত্রানুসারি হইত না, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে সেই সকল শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের দর্শনবহির্ভূত ছিল, এমন বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, সুযোগ পাইলে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নীতিশাস্ত্রের বিধি অনেক সময় অবহেলা করিতেন। মনুষ্যপ্রকৃতিই এইরূপ!

অতি আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই যে, রাজারা সুশি-ক্ষিত হইয়াও সময়ে সময়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতেন। সুশিক্ষিত হইলেও নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রম ক্ষমাযোগ্য,

---

(২৮) মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজাদিগের শিক্ষাবিষয়ে দ্রষ্টব্য

লোকেও সচরাচর ক্ষমা করিয়া থাকে। যদিও সাধারণ একজন লোকের কথিত নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রমের ফল, এবং দেশের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে, এরূপ একজনের তথাবিধ ব্যতিক্রমের ফল, স্বতন্ত্র হইবার সম্ভব;—সামান্য এক ব্যক্তির দোষে সমাজ দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে হউক, অনুভবনীয় বা অননুভবনীয় ভাবে হউক্, অতি অল্পই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে, কিন্তু একজন রাজ্যেশ্বরের সেই দোষে হয় ত সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়; তথাপি দূরব্যবধানে স্থিত দর্শকের চক্ষে উভয়ই সমান ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে, তাহার চক্ষে উভয়ই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু যে দোষ অতিগুরুতর বলিয়া খ্যাত, যাহা কেবল স্বার্থে কৃত, যাহা অশিক্ষিত দুর্জ্জনেও কদাচ সম্ভব, এরূপ বা তথাবিধ দোষে শিক্ষিত লিপ্ত হইলে, তাহা অতি ঘৃণিত ও কদাপি ক্ষমাযোগ্য নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আবার এরূপ হয়েন, যে, যিনি সাধারণমানবীয় সম্ভাবিত বা তদুচ্চতর অভাবকেও জয় করিয়া উপরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাতে সেই সেই দোষ সম্ভাবিত হইলে পূর্ব্বকথিতাপেক্ষা বহুগুণে পাপী বলিয়া ধরাযায়। বাল্মীকির সময়ে এরূপ পাপের পাপী রাজপরিবারে বোধ হয় নিতান্ত কম ছিল না, যেহেতু ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে, বিরোধ বিদ্রোহ, তদানুষঙ্গিক হত্যাদি পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখাযায়। অবশ্যই এ পাপ নানা কারণে উৎপত্তি লাভ করিত, কিন্তু সেরূপ কারণ সাধারণ মানবমণ্ডলীতে প্রায় দুই একজন মধ্যস্থের করায়ত্ত।

এতদ্ব্যতীত দেখাযায় যে, বাল্মীকি স্থানে স্থানে কহিয়াছেন [(৩।২) ইত্যাদি)], রাজারা বঞ্চনাচতুর, বিশ্বাসের ভান করিয়া সুযোগমতে বিনাশ করে, অত্যন্ত কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি। ইহাও অতিনীচ প্রকৃতির কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। আর্য্য রাজাদিগের এ স্বভাব অতি ঘৃণাস্পদ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মযুদ্ধের এত গৌরব, শিক্ষার এত আদর, বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য, সেখানে এরূপ স্বভাব কেন এবং কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? ওরূপ স্বভাব ত অধঃপতিত, নৈরাশগ্রস্ত, পদে পদে দলিত, এমন সমাজেরই সম্পত্তি, অস্ত্র শস্ত্র ও বল বীর্য্য! তাৎকালিক আর্য্যদিগের এরূপস্বভাবযুক্ত হওয়ার অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য রাজাদিগের পরস্পরের মধ্যে অতি অল্পই কলহ হইত। ইহাঁদিগের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বসূত্রে সম্বন্ধ কেবল অনার্য্যদিগের ছিল। তাহারা নিরক্ষর, উচ্চভাবরহিত-চিত্ত, তেজোদ্ভব ন্যায়পথের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, সম্মুখ-শত্রুতায় অপারগ, অথচ তাহাদের আর্য্যদিগের প্রতি শত্রুতা করিবার ইচ্ছা বিষম বলবতী। কাজে কাজেই ইহারা নিরন্তর কপটাচরণ করিয়া আর্য্যগণকে জ্বালাতন করিত। আর্য্যগণও যে বিষে বিষ, সেই বিষে নির্ব্বিষ করিতে গিয়া, সময়ে উহা তাঁহাদিগের স্বভাবস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাজকুমারেরা সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্ব হইতে বিবাহ

করিতে আরম্ভ করিতেন। (২৯) ক্রমে এক একটী করিয়া অনেকগুলি হইত। (৩০) রাজারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির কন্যাই (৩১) বিবাহ করিতে পারিতেন। তাহাদিগকে যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃত্তি কহিত। সস্ত্রীক রাজকুমারেরা পৃথক্ রাজগৃহ আশ্রয় না করিয়া, রাজ-পুর-মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ অন্তঃপুরে বাস করিতেন। রামায়ণের এক স্থান হইতে অন্তঃপুরের বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহা দ্বারা সম্ভবতঃ উহার ভাব অনেক জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

"শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসকতাযুতম্। ১২
বাদিত্ররবসংঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ॥ ১৩
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্॥ ১৪

---

(২৯) বিবাহকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইত এবং তদানুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত গৃহধর্ম্মপ্রস্তাবে কথিত হইবে।

(৩০) রাজা প্রজা উভয়েরই মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদের ৭।১৮।২, ১।১০৫।৮ দ্রষ্টব্য।

(৩১) মনু ৩।১৩।—ব্রাহ্মণের চারিজাতি-কন্যাই বিবাহযোগ্যা। ক্ষত্রিয়ের স্বজাতি হইতে নিম্নে তিন জাতি, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহযোগ্যা। বৈশ্যেরা ঐরূপ আত্ম হইতে নিম্নে দুই জাতি অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। শূদ্রের কেবল শূদ্রকন্যা বিবাহ-যোগ্যা। নীচজাতি আপনা হইতে উচ্চজাতির কন্যা গ্রহণে অক্ষম। পুনশ্চ ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে "রাজ্ঞাং হি ত্রিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। উত্তমমধ্যমাধমজাতীয়াঃ। তাসাং মধ্যে উত্তমজাতেঃ ক্ষত্রিয়ায়াঃ মহিষীতি নাম। মধ্যমজাতের্বৈশ্যায়াঃ বাবাতেতি। অধমজাতেঃ শূদ্রায়াঃ পরিবৃত্তিঃ।"

দান্তরাজতসৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্।
স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ॥" ১৬

২য় কাণ্ড, ১০সর্গ।

—অন্তঃপুর শুক ও ময়ূর সমাযুক্ত এবং ক্রৌঞ্চ ও হংসের কলরবে আরবিত। তথায় বাদিত্র বাদিত হইতেছে এবং কুব্জা ও বামনাকারা দাসীগণ রহিয়াছে। কোথাও লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ, কোথাও বা চম্পক এবং অশোক বৃক্ষশ্রেণী, কোন স্থানে বা গজদন্ত, রজত এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত বেদি সকল শোভা পাইতেছে। কোথাও নিত্য ফলপুষ্পশালী বৃক্ষ এবং মনোহর বাপীসমূহ, কোথাও বা গজদন্ত, রজত এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত আসন সকল রহিয়াছে। বিবিধ অন্ন-পান এবং ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপূরিত, এবং মহার্হ রত্ন ও ভূষণাদি সমাযুক্ত ত্রিদিবোপম সমৃদ্ধিশালী সেই অন্তঃপুরে মহারাজ প্রবেশ করিলেন।—

রাজারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রায় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, ধর্ম্মকামনায় বন-প্রবেশ করিতেন। ২।২ ইত্যাদি—রাজকুমারদের অভিষেকের পূর্ব্বাহ্ণে, অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজাদিগের, রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতি গৃহীত হইত। কিন্তু পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ থাকায়, অনুমান হয় যে, ওরূপ সম্মতি গ্রহণ করা কেবল নামেমাত্র এবং ঐ সম্মতির উপর নূতন অভিষেক অল্পই নির্ভর করিত। যাহা হউক, ক্ষীণতা

সত্বেও প্রথাটী প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয়। নানাকারণে উহার ধ্বংস না হইলে, সময়ে অনেক সুফল ফলিতে পারিত। বৃটনের "বিজ্ঞ" ইতি খ্যাত যে সমাজ দিনেমার রাজাদিগের নিরন্তর পদানত থাকিয়া, তাহাদের ভাল মন্দ সকল বাক্যই অনুমোদন করিয়াছে, সময়ে তাহাই মহাসভা-রূপে পরিণত হইয়া এরূপ প্রতাপান্বিত হয় যে, তাহার প্রতাপে তৃতীয় জর্জ চকের জলে ভাসিয়া হানোবরে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে উৎসুক হয়েন।

অনন্তর অভিষেকযোগ্য রাজকুমার নিরূপিত হইলে, অভিষেকের উৎসবে নগর যেরূপ উৎসবময় হইত, তৎপ্রদর্শনার্থে নিম্নস্থ অংশ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। মূলাংশ উদ্ধৃত করা তত আবশ্যকীয় বিবেচনা না হওয়ায়, এবং অযথা প্রস্তাববৃদ্ধির কারণ বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল। ২।৩—"সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদয়, পূজার দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্তবস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্যক হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ। মাল্য, চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এরূপ দধি ও ক্ষীর মিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণা প্রভাতে

বিপ্রগণকে সমাদরপূর্ব্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় মাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিতা হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন ও চৈত্য সমুদয়ে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীর পুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসিচর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উৎসবময়-অঙ্গন-মধ্যে প্রবেশ করুক।"

তাহার পর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, যেরূপ রাজ-দৃশ্যের আড়ম্বর হইত, তাহা অভিষেকের নির্দ্ধারিত দিনে রামের রাজভাব কিছুমাত্র না দেখিয়া, বিস্ময়বশতঃ সীতা রামের প্রতি যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন, তাহাতে উপলব্ধি হইতে পারে। এ স্থলও উক্তপণ্ডিতকৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত। ২।২৬—"শতশলাকারচিত শ্বেত ছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কিনিমিত্ত ইহা ব্যজন করিতেছে না! সূত, মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল-গীত গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ, ও প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্প-রথ চারিটী সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে যোজিত হইয়া কি-নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায়

কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য ও সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে আগমন করিল!" (৩২)

রাজাদিগের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে কিরূপ আড়ম্বর হইত, তাহা উক্তপণ্ডিতকৃত অনুবাদ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। ২।৬৫— "রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতি-পাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতি-বাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণি-বাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি-শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল,

---

(৩২) অযোধ্যাকাণ্ড ব্যতীত, রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে, রাবণ-বিনাশান্তে অযোধ্যায় আগমন করিয়া যখন রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন, তৎকালীন রামের অভিষেকক্রিয়া আর একবার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে। উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতে তাহার পৃথকৃতা অতি অল্প; পরন্তু তথায়, রাক্ষস বানর আদি একত্র করিয়া, ঘোর ঘটা করিতে গিয়া অযথা বাহুল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, তাহা বাল্মীকির সাময়িক অভিষেক-পদ্ধতির প্রকৃত প্রতিকৃতি প্রদর্শনার্থে উপযুক্ত নহে। তৎপক্ষে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে উপরে উদ্ধৃত অংশ অধিক সঙ্গত বোধ হওয়ায়, তাহাই গৃহীত. এবং যুদ্ধকাণ্ডস্থ বর্ণনা এ প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর অনুমান করেন, রামের এ অভিষেকক্রিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে, যেহেতু বসুগণকর্ত্তৃক ইন্দ্র যদ্রূপ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, রামও তদ্রূপ অভিষিক্ত হইলেন বলিয়া রামায়ণে কথিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের অভিষেককার্য্যই বর্ণিত হইয়াছে।

তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দনসুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদয়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল।"

অনন্তর রাজা শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমুদয় সমাধা করিয়া, মন্ত্রী ও অপরাপর অমাত্যবর্গসহ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ১৭—মন্ত্রী আটজন (৩৩), ইহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয়। এই অন্য জাতির মধ্যে

---

(৩৩) "মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥"

মনু, ৭ম অধ্যায়।

এতদপেক্ষা রামায়ণের সাময়িক বন্দোবস্ত অধিক উন্নত বলিয়া বোধ হয়। মনু এই নিযুক্ত মন্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু রামায়ণে কথিত আটজন মন্ত্রী ব্যতীত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও ঋত্বিক ছিলেন, ইহাঁরা সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতেন। এই মন্ত্রি-সভা ইংলণ্ড-ভূমির প্রীবি কৌন্সিলের ন্যায়। রামায়ণে যে সপ্তদশ জন মন্ত্রী সর্ব্বসমেত লইয়া তদ্রূপ সভা কথিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সংখ্যার বৃদ্ধি অমঙ্গলকর ভিন্ন মঙ্গলকর হইতে পারে না। ষোড়শ জনই অতি উচ্চ সংখ্যা বলিতে হইবে।

শূদ্র স্থান পাইত কি না, তাহা রামায়ণে ব্যক্ত নাই। (৩৪) কিন্তু ইহাদের যেরূপ গুণাবলী কথিত হইয়াছে, তাহা তৎ-সাময়িক কঠোরশাসনাধীন শূদ্রে সম্ভব নহে। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, হনুমান্ সুগ্রীবের মন্ত্রী, কিন্তু এ উভয়ই বানরজাতি, অনার্য্য; সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রে অধিকার নাই, অথবা থাকিলেও বেদে কখন ছিল না। কিন্তু হনুমান্ সুগ্রী-বের আজ্ঞামত রামের নিকট দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিলে, রাম লক্ষ্মণের নিকট হনুমানের প্রশংসা করিয়া কহিতে-ছেন

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥"

৪।৩

---

(৩৪) মনুসংহিতাতেও কোন্ জাতীয় লোক মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণিত নাই। ঐ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে সদ্বংশজাতত্বের উপর এত আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে, যে তাহাতে শূদ্রেরা বিনা উল্লেখেই বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আবার মহাভারতে দেখা যায় যে, শূদ্রা-ণীর পুত্র বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত। কিন্তু বিদুর প্রায় সর্ব্ব-ত্রেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দূতও মন্ত্রিপদে পূর্ব্বে বাচ্য হইত। বহুগুণসম্পন্ন শূদ্রকেও কখন দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিতে বোধ হয় সম্পূর্ণ বাধা ছিল না। শাস্ত্রানুসারে সেনাপতিও মন্ত্রিপদে বাচ্য, কিন্তু সেনাপতি সময়ে সময়ে ভিন্ন জাতি হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলতঃ গুণের আদর সর্ব্বদাই রদ করা মনুষ্য-প্রকৃতির অসাধ্য। কিন্তু কথা এই, শূদ্রেরা সে গুণ লাভের উপায় এবং অবসর কদাচিৎ পাইতেন, এবং যিনি ভাগ্যক্রমে গুণবান্ হইতেন, তাঁহাকে অসীম বাধা কাটাইতে হইত।

—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় যাহার বিদিত নহে, সে এরূপ বাক্য বলিতে অশক্ত। ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ অনেকবার শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; কারণ, এত বাক্য কহিলেন, কিন্তু একটীও অপশব্দ ইহাঁর মুখ হইতে নির্গত হইল না।—

এখন দেখা যাইতেছে যে হনুমান্ অনার্য্য বানর হইলেও বেদবিদ্যা এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইহা দ্বারা কি এরূপ বোধ হয় যে, আর্য্য ব্যতীত শূদ্রপ্রভৃতি নীচ জাতিরাও মন্ত্রিত্বকার্য্যদক্ষতা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বেদবিদ্যা প্রভৃতিতে শিক্ষিত হইতে পারিত, এবং তাহাদের সে শিক্ষা ফলে পরিণত হইত? বোধ হয় না। তবে কি চতুর্দ্দিকে জাতীয়শাসন-কঠোরতা সত্ত্বেও এরূপ লেখায় বাল্মীকি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন? তাহাও নহে। উক্ত বাক্য দ্বারা মন্ত্রীদিগের বিদ্যাবত্তার কতক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এইমাত্র, এবং উপরে যদ্রূপ এতদংশ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। তবে যে এরূপ বেদবিদ্যাদিতে পারগতা হনুমানের প্রতি বাল্মীকি আরোপ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় হনুমান্ দেব-অংশ, পবনপুত্র, এবং নারায়ণরূপী রামের ভক্ত বলিয়া।

কথিত আটজন মন্ত্রীর সকলেই বীর পুরুষ, নানাশাস্ত্রবিদ্, মন্ত্রজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, হিতেরত, অর্থবিদ্, লোকপ্রিয়, যশস্বী এবং সুবক্তা। ইহাঁরা যুক্তকরে রাজপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া যথাসম্ভব উপদেশ প্রদান করিতেন। তদ্ভিন্ন দুইজন মুখ্য ঋত্বিক্ এবং সাতজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীও থাকিতেন। এবং

তাঁহারা রাজকার্য্যে পরামর্শ দান করিতেন। স্বদেশ এবং বিদেশ-বার্ত্তা-জ্ঞাপনার্থে দূত নিযোজিত থাকিত, এবং শার্লে-মানের সাময়িক প্রথার ন্যায় রাজকর্ম্মচারীদের কর্ম্ম গোপনে অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং প্রকাশ্যে পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত, গুপ্তচর ও চর সকল নিযোজিত থাকিত। ৩।৬।১১, ২।৭৫।২৫ ইত্যাদি।

রাজারা প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ কর (৩৫) গ্রহণ করিতেন। কোন কোন বিশেষ দ্রব্যের উপর ভিন্ন হারে কর আদায় হইত, অথবা সমস্ত বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর আদায় হইত কি না, ইহার কোন স্পষ্টোল্লেখ নাই। সমস্ত অথবা যে বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর গৃহীত হউক না কেন, উহা, সেই সময় বিবেচনা করিলে, দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহেন যে খানেই করভার অধিক, সেই খানেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত। এ কথা অন্য কোথাও খাটিলে খাটিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সমাজ এতদূর উন্নত হয় নাই, যে ষষ্ঠাংশ করভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ হইত। এরূপ সমাজে অধঃশ্রেণী কিরূপ

---

(৩৫) মনুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যাউক। সংহিতা ৭।১৩০—১৩২।—অন্যান্য দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর নির্ণয় করিয়া, কেবল পশু ও সুবর্ণলাভের উপর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, এবং কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তারতম্য বিবেচনা অনুসারে ছয়, আট বা দ্বাদশ অংশের এক অংশ রাজা লইতেন। ব্রাহ্মণেরা রাজকর প্রদান করিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের পুণ্যসঞ্চয়ের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

অবস্থায় কালযাপন করিত, তাহা অনুমান করা সহজ। ফলতঃ সেই সময় ও এই করভার বিবেচনা করিলে, আর্য্য রাজারা সমাজের যে কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অবিবেচক বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, ভারত তবু আনন্দে কাল কাটাইয়াছে, এবং কোন সামান্য প্রজাই ইউরোপের ফিউডাল সময়ের ন্যায়, বা অত্যল্প কাল গত রুসিয়ারাজ্যের ন্যায়, অন্নের নিমিত্ত আপনাকে আপনি বা পুত্র-কন্যাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় নাই; অথবা অধুনাতন দাস-ব্যবসায়-বিমোচক ইংলণ্ডভূমি; খৃষ্টের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও যে দাস-ব্যবসায় করিয়াছিলেন, ভারতকে কখনই সে ব্যবসায় আশ্রয় করিতে হয় নাই। অতি গৌরবের কথা!

করদান ও বাণিজ্য-বিনিময় কিরূপ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা যতদূর অবধারণ করিতে পারা যায়, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে, স্পার্টানামক বিখ্যাত সাধারণতন্ত্রে লৌহখণ্ড এতদর্থে ব্যবহৃত হইত। রোমরাজ্যে রাজা সর্বিয়স তলিয়সের পূর্ব্বে তাম্রখণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাঁহার সময় হইতে তথায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। এবং প্রায় এই সময়েতেই গ্রীকভূমেও আর্গস নগরে ফিডোনকর্ত্তৃক ধাতুমুদ্রা প্রচলিত হয়, এরূপ অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা ইতিহাসে লেখা আছে। বৃটনদ্বীপে, নর্ম্মানজাতীয় রাজা উইলিয়মকর্ত্তৃক বৃটন অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে, যে যাহা উৎপন্ন করিত, সে সেই দ্রব্য দ্বারা রাজকর প্রদান করিত। অদ্যাপি অনেক অসভ্য স্থানে ঐ সকল প্রথা

প্রচলিত আছে। রুসিয়ারাজ্যে রোমানফবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত "যুনি" নামক চর্ম্মখণ্ড মুদ্রাপদে ব্যবহৃত হইত। আমাদিগের ঘরের দ্বারে লুসাই জাতি গজদন্ত, শুষ্ক পশু, গয়াল প্রভৃতি গরু ইত্যাদি দ্বারা রাজকর প্রদান এবং বিনিময় (৩৬) সাধন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভূভাগে ধাতুমুদ্রার প্রাচীনতম উল্লেখ বাইবেল গ্রন্থে দেখা যায়। তথায় এক স্থানে কথিত হইয়াছে (৩৭) যে, আব্রাহাম যৎকালে ম্যাকফিলার ভূমি ক্রয় করেন, তখন তাহার মূল্যস্বরূপ এফ্রনকে চারি শত শেকল-নামক ধাতুমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা ঐকালীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা ছিল। যদি বাইবেলের রচনার সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাইবেলে কথিত মত আব্রাহামের সময়ও ঐ মুদ্রার প্রচলন-কাল বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রা খৃষ্টের উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে

---

(৩৬) গত লুসাই যুদ্ধে ধাতুমুদ্রা লইয়া কৌতুকাবহ ঘটনা হয়। দেব-গিরি নামক পর্ব্বতের পূর্ব্বধারে যে সকল লুসাই জাতি বসতি করে, তাহারা তৎপূর্ব্বে কখন টাকা দেখে নাই। তাহাদের নিকট হইতে পশু ও কুক্কুটের বিনিময়ে ইংরেজপক্ষীয় লোকের দ্বারা একবার ধাতুমুদ্রা প্রদত্ত হওয়ায়, তাহারা সেই প্রথম টাকার মুখ দেখে; কিন্তু দেখিবামাত্র তাহাদের উহার উপর এত মায়া বসে ও লাভের ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে তখন এক একটী মুরগী এক টাকায় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া, শেষে কেহ কেহ ডবল পয়সায় পারা মাখাইয়া টাকা বলিয়া দিতে আরম্ভ করে। লুসাইরা তাহাও টাকা এই জ্ঞানে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিত। ইহারা টাকা লইয়া তাহার চাকচিক্য হেতু মালা গাঁথিয়া গলায় পরিত, তদ্ভিন্ন অন্যরূপ ব্যবহার তাহাদের সিদ্ধান্তে আসিত না।

(৩৭) *Genesis*, chap. xxiii.

প্রচলিত ছিল। তৎপূর্ব্বে মুদ্রা-প্রচলনের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মুদ্রার বিষয়ে ইহাও লিখিত আছে যে, আব্রাহাম যৎকালে এফ্রনকে চারি শত শেকল প্রদান করেন, উহা গণনায় নিষ্পত্তি না হইয়া ওজনের দ্বারা প্রদত্ত হয়। এনিমিত্ত বোধ হয় যে উহার প্রত্যেকের পরিমাণের উপর বড় বিশ্বাস না থাকায়, দানাদান-কালীন ওজন-পদ্ধতি গৃহীত হইত। সুতরাং উহা কোন টাঁকশাল হইতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া, এবং ঐ পরিমাণ-রক্ষার্থে বিশেষ কোন উপায়-যুক্ত হইয়া, বাহির হইত এমন বোধ হয় না।

এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের বহু স্থানে উল্লেখ আছে, এক স্থান মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"দশো হিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদ্ অসানিষম্।"—৬।৪৭।২৩।

এই হিরণ্যপিণ্ড কিরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট, তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অনুমান হয় যে, উহা সাদৃশ্যে শেকলের সঙ্গে সমজাতীয় হইতে পারে, অর্থাৎ শেকল পাশ্চাত্য ভূমিতে যে ভাবে যে অবস্থায় চলিত, ভারতে হিরণ্যপিণ্ডের অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত ছিল না। তথা হইতে রামায়ণের সময়ে অবতরণ করিলে দেখা যায় যে, এখন আর হিরণ্যপিণ্ডের ব্যবহার নাই, তৎপরিবর্ত্তে সুবর্ণ ও নিষ্ক প্রচলিত হইয়াছে।

ইহাদের আকার বা পরিমাণ (৩৮) যদিও রামায়ণে নাই, এবং থাকিবারও কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি ইহাদের উল্লেখেই অনুমান হয় যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ-বিশিষ্ট; এবং সর্ব্বদাই পরিমাণ রক্ষা করিয়াছে; কারণ যেখানেই উহার দানাদান-ক্রিয়া, তথায়ই গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, ওজনের দ্বারা কুত্রাপি নহে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বদা কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে? ইহাতে ব্যবহার সাক্ষ্য দিতেছে যে, রাজনিয়মাধীন কোন চিহ্নে মুদ্রার চতুর্দ্দিক চিহ্নিত না হইলে, অসৎগণের কৌশল হইতে পরিমাণ রক্ষা হয় না। রামানুজ রামায়ণের ২।২৩।১০ শ্লোকের টীকায় নিষ্কের অবস্থা বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, ঐ শ্লোকের মধ্যে যে নিষ্কের নাম উক্ত হইয়াছে উহা "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক"।—এই অঙ্কিত নাম রাজার। রামানুজের এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিলে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, রামায়ণের সাময়িক মুদ্রা

---

(৩৮) সুবর্ণ ও নিষ্কের পরিমাণ মনুসংহিতায় এরূপ দেওয়া আছে—

"সর্ষপাঃ ষট্ যবোমধ্যস্ত্রিযবস্ত্বেককৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥" ১৩৪
"চতুঃসৌবর্ণিকোনিষ্কঃ।" ১৩৭
৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ	৬ সর্ষপ	=	১ যব
	৩ যব	=	১ কৃষ্ণল
	৫ কৃষ্ণল	=	১ মাষ
	১৬ মাষ	=	১ সুবর্ণ
	৪ সুবর্ণ	=	১ নিষ্ক।

সকল রাজনামাঙ্কিত হইয়া, অসৎগণের হস্ত হইতে আপন স্বভাব রক্ষা করিত। কিন্তু রামানুজ অতি আধুনিক লোক, সুতরাং তাঁহার কথার উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ আপত্তিজনক হইতে পারে। ভাল, অন্যরূপে দেখা যাউক। রামায়ণের স্থানান্তরে দেখা যায় যে, যখন হনুমান্ সীতা-অন্বেষণার্থে যাত্রা করেন, রাম তখন সীতাকে দেখাইবার নিমিত্ত নিদর্শন-স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন,—

"দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্।
অঙ্গুরীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপঃ॥ ১২

৪র্থ কাণ্ড, ৪৪সর্গ।

এখানে যখন দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গুরীয়ক পর্য্যন্ত রাজদ্রব্য ইহা জ্ঞাপনার্থে রাজনামাঙ্কে চিহ্নিত, তখন মুদ্রা যে কেবল স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ড মাত্র ছিল, কোন চিহ্নে চিহ্নিত ছিল না, ইহা অগ্রাহ্য। ফলতঃ ডিওমীড প্রভৃতি হোমরিক ব্যক্তিগণ যখন পশ্বাদি-বিনিময় দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, ভারতসন্তানেরা যে সে সময় প্রকৃত মুদ্রাপদে বাচ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। (৩৯)

---

(৩৯) প্রিন্সেপ সাহেব যত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার ভারতীয় প্রাচীন বৃত্তান্ত নামক (*Indian Antiquities*, Vol I.) পুস্তকের প্রথম খণ্ডে, Plate vii তে বিহারের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রার যে সকল ছবি দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রথমসংখ্যক মুদ্রা নানা কারণে অনুমিত হয় যে, উহা খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের। ঐ মুদ্রারও আকার প্রকারে দেখা যায় যে উহার উভয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ছবি ও অক্ষরে অঙ্কিত। সত্যই মুদ্রার ওরূপ ভাব ঐ মুদ্রার মুদ্রাঙ্কন তারিখ হইতে প্রচলিত হয় নাই। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে নিঃসন্দেহই চলিত হইয়া আসিয়া থাকিবে।

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ছিল এবং হইত, তাহা কেকয়রাজকর্ত্তৃক ভরতকে উপহার প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তথায় (২।৭০।৪) কথিত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন করালবদন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক, এবং ষোড়শ শত অশ্ব ভরতকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

ভারত এখন প্রাচীন গৌরবের প্রথম পর্য্যায়ের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছেন। এখন রাজন্যবর্গের তেজস্বিতা অপরিসীম। যদিও উহা ব্রহ্মতেজে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বগৌরব হইয়াছে, তথাপি তেজঃ সূর্য্যবৎ প্রদীপ্যমান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন পশুবৎ তেজঃ নহে, তাহার সহিত সদসদ্বিবেচনা প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইয়াছে। সমাজে এখনও বীর্য্যের গৌরব এত অধিক যে, রাম এত গুণসম্পন্ন হওয়াতেও, বাল্মীকি তাঁর বল-পরীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দিতে সক্ষম হয়েন নাই। সীতা স্ত্রীলোক হইয়াও বীর্য্যগৌরব এতদূর বুঝিতেন যে তিনি রাবণ কর্ত্তৃক জয়লব্ধ না হইয়া হৃত হইয়াছেন বলিয়া, রাবণকে কতই ধিক্কার দিয়াছিলেন। আবার পরশুরামকে ব্রাহ্মণ জানিয়া; যদিও রাম ব্রাহ্মণে ভক্তিবশতঃ অস্ত্রোত্তোলন করেন নাই; কিন্তু পরশুরাম, ভীরুতা তাহার কারণ, ইহা ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করিয়া যখন ভৎর্সনা করিলেন, তখন রাম ভক্তিমোহ পরিত্যাগ করিয়া সদর্পে কহিলেন

"বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্॥"

কি মধুর বাক্য! এ বাক্যের কি তখন প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, না প্রতিধ্বনি উহা করগত রাখিয়া আজি পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন? তবে কবে হইবে? যে দিন হইবে, সেই না জানি কি সুখের দিন! ভারতসন্তানেরা সেই দিন সে মধুর ধ্বনিতে না জানি কতই আনন্দ লাভ করিবেন! কতই পোষিত আশা ফলবতী ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে থাকিবেন! তাঁহাদের সেই ভাবি সুখের চিন্তা মাত্রেই আমরা যখন এত সুখী হইতেছি, তখন তাঁহাদের সে সুখ যে কত উন্নত স্বভাবের হইবে তাহা কে বলিতে পারে!

৪। সামরিক ব্যাপার।

সাগরগর্ভে মহার্হ রত্নসঞ্চার, এবং ঘোর নির্জ্জন অরণ্যে বিকসিত-কুসুম-গন্ধ-প্রবাহ, লোকসমাগম তাহাতে আকৃষ্ট না হইলেও, নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন-পরাধীনা ভারতে এক-কালে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলাদির বরপুত্রগণের আবির্ভাব, এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উড্ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্ব্বজিৎ অর্জ্জুন, আসমুদ্রকরগ্রাহী রাজরাজেশ্বর দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, রন্তিদেব ইত্যাদি নাম মহাকবিগণ তাঁহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ হেতু অলৌকিক জীব-অংশে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ভক্তিভাবে সেই সকল শুনিয়া অখণ্ডনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই সকল শুনিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ। তোমার প্রমাণ, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ সঙ্গে মিশ খায় না বা তদ্রূপ সারবান্ যুক্তি. আমারও প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৪০০৪ মানি না বা তদ্রূপ; সুতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদস্থলে কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন ভারতের গৌরব স্থলে আলেকজণ্ডার, সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়নের ন্যায় যোদ্ধা; গ্রীসীয় কড্রুস্ বা হেলবিটীয় উইঙ্কিলরিডের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতায় আত্ম বা আত্মতুল্য-প্রাণঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্মপিলির ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক-সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞানশূন্য নরমাংসভোজী আজ্‌তেক জাতিও ইতিবৃত্তরক্ষণের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে, আর্য্যসন্তানেরা উচ্চবিদ্যাবিশারদ হইয়াও তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই! যাহা হউক, সে সকল তৎকারণবশতঃ যদিই কালগর্ভে নিহিত হয় এবং নামবিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যায়, তথাপি যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্র জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলব্ধ করিতে অল্পক্ষণই লাগিয়া

থাকে। লোকচরিত্রসমূহের সঙ্ঘটনে সমাজচিত্র। যে সমাজের বিবরণ-আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত, সে সমাজের লোকচরিত্রও সুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি. বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত। প্রাচীন ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র তদ্রূপ। অতএব লোকস্মৃতি কালসমীপে দুর্দ্দমনীয় হইলে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে নামবিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যখনই কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তখনই দেখিতে পাই যে, তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতিবহির্ভূত সময়ে উত্তরকুরুবর্ষ-পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজয় বা দাসানুদাস কুতবুদ্দিনের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, যাহার বংশাবলী অদ্ভুত বীরত্বে জগজ্জেতা আলেকজণ্ডারকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোম সম্রাট আগস্তসের সহ সখিত্বনিবন্ধন তাঁহার সভায় দূত প্রেরণ দ্বারা রাজতত্ত্ব মীমাংসা করিতেন, যাহার বংশাবলী গ্রীকভূমি-পরাজয়ার্থ পারস্যরাজের সৈন্যমধ্যে গণনীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বংশাবলী জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্ম্মদাতা, সেই জাতি যে প্রাচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, এ কথা শুনিব না, এবং শুনিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে,—সেই সকল

পূজনীয় নাম সাগরগর্ভস্থিত মহার্হ রত্ন এবং বিজন-অরণ্য-স্থিত সুবাস কুসুমের সহ সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাল্মীকির সাময়িক সমাজ বীরবীর্য্য সাহস ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড বীরত্ব সাহস এবং স্বপক্ষ-হিতৈষিতার আভাসে পরিপূর্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষরক্ষাচাতুর্য্য নানাবিধ ও চমৎকার। যুদ্ধপ্রণালী, ব্যূহরচনা প্রভৃতি হোমরিক সময়ের তত্তৎ বিষয়ের সহ সমজাতীয়। যুদ্ধস্থলে সেনাপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদের হারি-জিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে। জয়োদ্দেশ্য নগর সকল প্রাকার-পরিখায় সমাবৃত, শত্রুগণের পক্ষে সহসা সুগম নহে। দেশরক্ষার্থ যদ্রূপ দুর্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবরোধকাল ও অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেরূপ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজ-ধর্ম্ম-প্রস্তাবে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চারিবিধ ; হস্তী, অশ্ব, এবং রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা এবং পদাতি (৪০)। অস্ত্র নানাবিধ ; শরাসন, চর্ম্ম, শর, খড়্গ, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতঘ্নী(৪১)

---

(৪০) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্ট হয়, রথী ও পদাতি।

(৪১) যদ্দ্বারা শতজনকে এককালে হনন করা যায়, তাহাকে শতঘ্নী অস্ত্র বলে। এই শতঘ্নী অস্ত্র কি? এই অস্ত্র শব্দার্থ-অনুরূপ সার্থক না হউক, একেবারে নিরর্থক বলিয়াও বোধ হয় না। গঙ্গার খাল কাটিবার সময় বিহাটের নিকট ভূগর্ভে নিহিত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ উদ্ধার হয়,

নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে। রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, বিশ্বামিত্র যে স্থলে রামকে মন্ত্রপূত বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূর্ব্ব অশ্রুত বহু বিকটনাম-যুক্ত অস্ত্রসমূহের উল্লেখ আছে। উহা কবিকল্পনার পরা কাষ্ঠা। যাহা হউক, উপরে যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুর্ব্বিধ

সেই গ্রাম অতি পুরাতন এবং খৃষ্টের অনেক পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে ঐ গ্রামে প্রাপ্ত মুদ্রার সময় নির্ণয়ে (*Princep's Indian Antiquities*, Vol I. plate xix) বৃত্তান্ত দেখ। ঐ পুস্তকের উক্ত গ্রামের মুদ্রা-বিষয়ক plate vii হইতে প্রথমসংখ্যক মুদ্রার অক্ষরসমূহ, এবং xxxvii plateএ (Vol ii of the book) যে বর্ণমালা দেওয়া আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, ইহা সেই অক্ষর। অতএব কেবল অক্ষর দেখিয়া ধরিলে এই মুদ্রা সেই সময়ের বা তাহার পূর্ব্বের হইতে পারে। এই মুদ্রা যেখানে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানেই আর এক বস্তু পাওয়া যায়; তৎপ্রসঙ্গে "There are some other things, one bearing in some respects a resemblance to a small cannon, another to a button hook" &c.—*Col. Cautley's report quoted by Princep.* আবার বারুদের প্রসঙ্গে "I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India" পুনশ্চ "The use of it in war was forbidden in their sacred books, the Viedam or vede"—*Beckmann's History of Inventions and discoveries*, Vol. II. তবে কি, বর্ত্তমান ভাবে না হউক, অতি সামান্যভাবে, যাহাকে অগ্নিকার্য্য [illegible] বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, এরূপ কোন অস্ত্রের [illegible] ব্যবহার রামায়ণপ্রণেতার সময় ছিল? বৈদিক গ্রন্থ আমি যতদূর দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাতে ত বারুদের নামগন্ধও দেখিতে পাই না। বেক্‌মান সাহেব কি সূত্রে কোথায় দেখিয়াছেন তাহা তিনিই জানিতেন। ফলতঃ তৎকালে কামানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করা উভয়ে প্রায় সমজাতীয়। তবে কি না বিষয়টা দেশের, এনিমিত্ত সে বিষয় বৃথা হইলেও আলোচনা করিতে আনন্দ বোধ হয়।

সৈন্যের বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে ৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধে জরক্সিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি এবং অশ্বরোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা বলিতে পারি। ইহাদের বৃত্তান্ত হিরোডোটস তাঁহার পুস্তকে (৪২) যদ্রূপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি-কথিত আর্য্য সৈন্যের বৃত্তান্ত সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা কখন সমুদ্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাল্মীকিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যনাস্তিষ্ঠন্তিত্যভ্যচোদয়ৎ॥" ৮

—"অসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা কবচাদিধারণপূর্ব্বক যুদ্ধপ্রতীক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় আরোহণ করিয়া রহুক।"—ইহার সাদৃশ্য মেক্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো হ্রদের নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুদ্ধের বলে স্পানিয়ার্ডরা একরাত্রে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন যে, আজি পর্য্যন্ত তাহা "মহাকুরাত্র" (Noche Triste) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

---

(৪২) Herodotus, Book VII. 65-86, IX 28-32.

উপরে যতপ্রকার অস্ত্রের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অস্ত্রবিশেষে পারদর্শিতা লাভ করিয়া খ্যাতি-যুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে সজ্জিত হইতেন;—শরীর বর্ম্মাবৃত, শিরে শিরস্ত্রাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, কটিতে লম্বমান খড়্গ, এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ। রথের আকার এরূপ একস্থানে দেওয়া আছে

"তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যময়কূবরম্॥১৩
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥১৪
ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিণীভির্বিভূষিতম্।
সদশ্বযুক্তং———————॥১৫" ৩।২২

—উহা মেরুশিখরাকার (তদ্বৎ উন্নত), তপ্তকাঞ্চনভূষিত, হেমচক্র ও বৈদূর্য্যময়-কূবর-সম্বলিত। উহা কাঞ্চননির্ম্মিত নানাবিধ মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী এবং তারাগণে ইতস্ততঃ পরিবৃত। ধ্বজ এবং খড়্গ সম্পন্ন, কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্ব দ্বারা বাহিত।(৪৩)—

রথের সারথ্য সম্ভ্রান্ত বা বন্ধুদ্বারাও সম্পন্ন হইত। জাতীয় ধ্বজ এবং যুদ্ধকালীন ধ্বজবাহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট

---

(৪৩) রথের আকারাদি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত ঋঃ বেঃ ৫-৬২-৬, ৬-২৯-২, ৮-৩৩-১১, ১-৬-২ ইত্যাদি দেখ।

হয়(৪৪), তখন যে রামায়ণের সময়েও তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে প্রমাণ উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। রঘুবংশীয় রাজা-দিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ। নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুত-রাং যুদ্ধে কৌশলের ন্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতা-স্বয়ম্বরে রামের দৈহিকবলপরীক্ষা ধনু উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, মৃত দুন্দুভির কঙ্কাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বালিদুন্দুভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব-বালীর যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ। ইত্যাদি।(৪৫) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালী ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগ্‌যুদ্ধ হইল, তৎপরে "বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎ-পাটনপূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেই

---

(৪৪) "যত্র নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজঃ"—১০-১০-৩ ঋঃ বেঃ।

(৪৫) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্ব্বে—
　"যদাশ্রৌষং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তং,
　দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন"
ইত্যাদি বিস্তারিত বৃত্তান্ত দ্রোণপর্ব্ব অধ্যায়ে দেখ।

রূপ বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া, সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায়, বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ, এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উহাঁরা আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্তদ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন।"

বৃহৎ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ। (৪৬) চতুর্ব্বিধ সৈন্য যথাক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত

---

(৪৬) এই সংগ্রাম-পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম-পদ্ধতি মিলাইয়া দেখায় আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রোট এরূপ লেখেন "The mode of fighting among the Homeric heroes is not less different from the historical times, than the materials of which their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites or the heavy-armed infantry, maintained a close order and well-dressed line, charging the enemy with their spears protended at even distance, and coming thus to close conflict without breaking their rank : there were special troops, bowman, slingers, &c. armed with missiles, but the hoplite had no weapon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and Odyssey, on the coutrary, habitually employ the spear as a missile which they launch with tremendous force : each of them is mounted in his war-chariot drawn by two horses and calculated to contain the warrior and his charioteer, in which latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to serve. Advancing in his chariot at full speed, in fiont of his

করিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইল। রণবাদ্য-নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত হইল। উভয়দিকে সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কার

---

own soldiers, he hurls his spear against the enemy: sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is uslly near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield, helmet, breastplate and greaves; but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described."—*Grote's Greece.* Vol. I, p. 494. এক্ষণে দেখিবে যে হোমরের বর্ণিত রণবৃত্তান্ত বাল্মীকির সহ কত সামান্য অন্তর। ফলতঃ জগতের সকল আদিম সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির রণপাণ্ডিত্য প্রায় এইরূপ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক অর্দ্ধসভ্য জাতির রণবৃত্তান্তের সহ মিলাইয়া দেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে।—"Many of the Indians were armed with lances headed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces and battle-axes of the same metal. Their defensive armour, also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads of wild animals garnished with rows of teeth that grinned horribly above the visage of the warrior.. ......the Spaniards were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and

এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্‌যুদ্ধ। তৎপরে যদৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুদ্ধ বাজিল। রথীতে রথীতে, পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, মল্লে মল্লে, যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে, যে দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হারি হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পূর্ব্বকথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে, সে সেইরূপে আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিবে। সমজাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহার যাহাতে সুবিধা তদনুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ, এবং সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা, খড়্গ, শূল, পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ, হইত। প্রথমে ব্যূহরচনা দ্বারা সৈন্যসমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ

---

atabal, mingled with the fierce war-cries of the barbarians, as they let off volleys of missiles of every description,....... But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in some bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire. &c.—*Prescott's Conquest of Peru.*

দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে ব্যূহভেদ করা। যুদ্ধারম্ভেই যে পক্ষের ব্যূহভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতিরা বিবিধ মণি রত্নাদি বীর-সাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজপতাকাশোভিতরথারোহণে সর্ব্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধনুর্ব্বাণাদির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন। উভয় সেনাপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া মল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদের পার্শ্বে আরও রথ থাকিত, পূর্ব্ব রথ ভগ্ন হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত বা মূর্চ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রথীর প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং শেষোক্ত কারণ হেতু সারথি গর্ব্বিত রাবণের নিকট অনেক বার তিরস্কারও সহ্য করিয়াছিল।

রামায়ণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে ঐ সারাংশ সম্ভব বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বর্ণিত যুদ্ধ অদ্ভুত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষ জনের লক্ষশরনিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটী বীর। এ সকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্পনায়ও তাহাই, কেবল বাল্মীকির ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সম্ভব। বাল্মীকি ঋষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানিতেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধবর্ণনের মূলমন্ত্র।

বাল্মীকি-বর্ণিত সংগ্রামক্রিয়ার উপর আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহাকর্ত্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় রণস্থলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্লেশে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্ব্বদর্শী, বহুবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বজনপূজনীয় একজন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়াছেন এ কথা অসম্ভব। যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও সেনা-নিবেশ একরূপ নিঃসন্দেহভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি যে সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র সাজাদি অন্যান্য আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের তত্তৎ বিষয়ের সহ কিছু কিছু ইতরবিশেষতা ব্যতীত সমজাতীয়; আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে যখন সমরপ্রণালী প্রায়ই এক, তখন বাল্মীকির সাময়িক সমরপ্রণালীও যে তাহার সঙ্গে সমজাতিত্ববিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

রাবণ ও রামের নিমিত্ত সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রত্যেক রাজ্যেশ্বরের আত্মরাজ-ধানী-রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক সেই পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য রক্ষিত হইত। অধীনস্থ সম্ভ্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একা-ধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাজার যুদ্ধ সময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আত্মপ্রদানে রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সম্ভ্রান্তগণ ডাকিবামাত্র ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গকে যুদ্ধার্থে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তদাজ্ঞানুবর্ত্তিতায় উপস্থিত হইতে

হইত। অস্ত্রব্যবহারসময় ব্যতীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্মবৃত্তি অথবা শূদ্রের ঊর্দ্ধে অপর যে কোন বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক কিরাত যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এজন্য বোধ হয় তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তি-ভোগে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইত। যে সকল ব্যক্তি আপন প্রভুর আহ্বান মত অস্ত্রহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ফিউডাল সাময়িক এসকুয়েজ (escuage) নামক করের ন্যায় ক্ষতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা জানি না। সৈন্যসংগ্রহপ্রথা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজারা প্রভুর আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত যখন অপর সময় যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, এমন অবস্থায় তাহারা দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু নিত্য নূতন যুদ্ধকৌশল শিক্ষার সুযোগ অল্পই পাইত; সুতরাং তাহারা যে রণস্থলে পালে পালে নিপাতিত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভুত্বহানিরূপ ফল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানারূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌশলী হইতে হইত। এইনিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীনসাময়িক যুদ্ধের জয় পরাজয় তদ্রূপ লোকের একা যুদ্ধে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তদ্বিপরীতে রাবণের পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা

দেদীপ্যমান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব্ব-প্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরব ইহার বহির্ভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে তদ্বৎ বাঞ্ছ-নীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গপ্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষজনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তের অত্যুৎকর্ষ-লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্য পদে পদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটীর সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি। দ্বিতীয়-টীর তদ্রূপ সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল গ্রানেডা হইতে মুসলমান এবং ইয়ুনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্ব্বাসন প্রভৃতি। মধ্য-মাবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল লক্ষ্মণ সেনের বাঙ্গালা দেশ, অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক উৎকর্ষ হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস, ইহার মুল একমাত্র দৈহিক বল। এ কথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিক বল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্তভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মুল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে, বাসনার মুল গায়ের জোর;

এ কথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়, কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই? এক জাতীয় স্বাধীনতায়, অপর চিত্তের উৎকর্ষে। কুকি সাঁওতালের যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, 'ডাইল-রুটি'-ভোজী সবলকায় হিন্দুস্থানীতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়া বৃহৎ গাছকেও দোদুল্যমান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নির্জ্জীব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা। ফলতঃ বাসনার মূল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনুন্নত সমাজে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষে অভাব বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্ব্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসারে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গলের আর কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা, সেখানেও জয়শ্রী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত ঋষি কেবল কয়েক্‌-জন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন

অনার্য্য দস্যুরা এই ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্যগণের তুলনে, তাহারা সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাবৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সভ্যের অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের জোর এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা করিলে, শেষোক্তেরা সিংহের নিকট মশকসদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহাদের বাসনাও বিপুল ছিল, নতুবা তাহারা এত রক্তপাত করিতে পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব—অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যেরা অল্পবল ও অল্পসংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষ অত্যন্ত অধিক; সুতরাং ইহারা কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঐরূপ মেক্সিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চারি শত পদাতি ও পনেরটী অশ্ব লইয়া লাসকালায় (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলে সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, কিরূপ সাহস ও বীরত্ব সহ বারংবার স্বদেশরক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেঙ্কাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল। ইহার স্বভাব চরিত্র আলোচনায় এরূপ বোধ হয় যে, এই দুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অনুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহা হইলে বিখ্যাতনামা নূতন পুরাতন অনেক মহাবীরের যশোরবি মলিন করিয়া ফেলিত; কিন্তু এটীও অরণ্য-কুসুম।

এততেও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অর্দ্ধলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাম্রাজ্যের রাজধানী টিনক্‌টিটলানে উপনীত হইলেন। এই সাম্রাজ্যের দেববৎ পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর কোর্টেসের অনুচর বিলাসকেজের ভ্রূকুটীভঙ্গীতে ভয় পাইয়া স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হইলেন। যাহার ভ্রূকুটীমাত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি-হেলনে পতঙ্গপালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্ভ্রান্তের স্কন্ধ ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অল্পক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেস হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার মুল, বাসনা এবং উৎকর্ষজনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেক্সিকোবাসীরা যত রক্ত পাত করিয়াছে, এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা দেখা যায় না। ঐরূপ জরক্সিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুদ্ধেও উৎকর্ষের জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত-লাবণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিকমণ্ডলের অধিনায়ক রুসিয়ারাজ পীটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্র সেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চার্লশ কর্ত্তৃক কিরূপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পীটর তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডরা তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ ভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পীটরের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এ বাক্যের সত্যতাসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণপ্রয়োগ অনাবশ্যক।

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত যাহার রাজত্ব-বিস্তার, তিনিও ভারতে সিন্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসানুদাস কুতবুদ্দিন সচ্ছন্দে ভারত-সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোমরাজ্য বিশ্ব-ব্যাপি, কয়েকজন বর্ব্বরে তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বার্জ্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না; পূর্ব্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে, উৎকর্ষের মলভাগ বিলাস এখন সর্ব্বস্বধন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে?

বিজ্ঞানোদ্ভব কৃত্রিম বলের পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ বহুপরিমাণে রণস্থলে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে, পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সে দিন একটী মল্লযুদ্ধ দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব্ব, কিন্তু এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদস্থলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরূপিত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎ-কর্ষ এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ যুগের অধিনায়ক। ভারত-সন্তান, শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

সংক্ষিপ্ত সার।

রামায়ণপ্রণেতার সাময়িক রাজ্যসংস্থান-প্রণালী অবলোকন করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে বহুতর ক্ষুদ্র রাজা প্রদেশভেদে স্বস্ব-প্রধান হইয়া আপন আপন রাজ্যমধ্যে যদৃচ্ছা রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিবেশী রাজাদিগের সঙ্গে একেবারে ছিন্নসম্বন্ধ ছিলেন না। সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণে ভক্তি থাকায়, ও ব্রাহ্মণে প্রায় নিয়মদাতা হওয়ায়, বৈবাহিক সূত্রাদিতে পরস্পর পরস্পারের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতেন, এবং উৎসবাদিতে একত্র সমবেত হইয়া সুখসন্মিলনে আমোদ প্রমোদ করিতে বিরত হইতেন না। এই প্রত্যেক রাজাদিগের অধীনে অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীশ্বর থাকিতেন। তাঁহারা আপনাপন স্বামীকে যথোপযুক্ত কর প্রদানে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমায় যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতেন। নানা কারণে অনুমান হয় যে, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন নগর, গ্রাম বা তৎসমষ্টিবিশেষ শাসনের নিমিত্ত গ্রামপতি পুরপতি প্রভৃতি এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীশ্বরদের কোন যুদ্ধকালে আপন আপন অধীনস্থ সৈন্য লইয়া রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সেনাপতি ব্যতীত সৈন্যগণ প্রায়ই অশিক্ষিত থাকিত। সুতরাং এক এক সেনাপতির বাহুবিক্রমের উপর যুদ্ধফল অনেক সময়ে নির্ভর করিত। এ সময়ে যুদ্ধে ধনুর্ব্বাণ খড়্গ আদি অস্ত্র শস্ত্রই ব্যবহার অধিক হইত। কামান গোলাগুলির চিহ্ন পাওয়া অবশ্যই দুর্ঘট। সৈন্য-চলাচল সময়ে শিবিরাদি প্রায়

খড় বাঁশ এই সকলের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। সৈন্যেরা তাহাতে যথাবশ্যক সময় অবস্থান করিয়া প্রস্থানকালে তাহাতে অগ্নি দিয়া প্রস্থান করিত।

এ সময়ে রাজ্যশাসন-প্রণালী যথেচ্ছাচার। কিন্তু সেই যথেচ্ছাচার প্রায় সর্ব্বদাই সুবুদ্ধিপ্রসূত। রাজারা নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের সুপরামর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। রাজপুত্রেরা অনেক সময়ে বাল্যাবস্থা হইতেই বিবাহ করিতে আরম্ভ করিতেন। বহুবিবাহ প্রথা তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত বলিয়া দেখাযায়। রাজা স্বয়ং দেবতার অবতার-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস ছিল। প্রমাণ এবং অনুমানে যতদূর সিদ্ধান্ত করিতে পারাযায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এই সময়ে করাদান ও বাণিজ্য-বিনিময়ার্থে প্রকৃত ধাতুমুদ্রা ব্যবহৃত হইত।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিকৃষ্টবর্গ।

নিকৃষ্টবর্গ অর্থে মূলজাতি শূদ্র এবং অন্যান্য অন্ত্যজ সঙ্কর জাতিকেও বুঝাইবে; যেহেতু এই সকল জাতিই শূদ্রের ন্যায় অনুরূপ শাস্ত্রীয় গণনে গণিত এবং শাসনে শাসিত। এই শ্রেণী প্রায় ইহার জন্মকাল হইতেই সময় ও কাল অনুসারে অল্পই হউক আর অধিকই হউক, আর্য্য-জাতির নিকট ঘৃণিত এবং দলিত। আর্য্যেরা প্রায় চির-কালই মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষু প্রায় মুদিত করিয়া ইহাদের উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন। অতিপ্রাচীনপুরা-বৃত্তানুসন্ধায়ীরা নিরূপণ করেন যে, পাশ্চাত্য ভূমির আদি সভ্যজাতিরা এবং ভারতীয়েরা একবংশোদ্ভব। যদি তাহাই নিশ্চয় হয়, তবে দেখা কর্ত্তব্য যে ইহারা ভিন্নদেশপ্রবাসী হইয়া, মূল মনুষ্যত্বকে কোন্ ভাবে কোন্ দিকে চালনা করিয়া-ছিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা স্বগণ হইতে ভিন্ন লোক পাই-লেই তাহাকে সম্পত্তিস্বরূপ ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবহার দ্বারা ক্রীতদাস-ব্যবসায় করিতেন; সেই সকল ক্রীতদাস পশুবৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদের জীবন মরণ আপন আপন প্রভুর করায়ত্ত ছিল, এবং সমাজ বা রাজদ্বারে তাহাদের কোন প্রকারে বা কিছুমাত্র মুখ ছিল না। অল্পজ্ঞানী অর্দ্ধসভ্যের হস্তে এরূপ অবস্থায় দাসবর্গের কিরূপ দুর্দ্দশা হইত, অনুমান করাও যাইতে পারে এবং ইতিহাসেও সাক্ষ্য দিয়া

থাকে। আবার যখন কোন দাসকে কোন অর্দ্ধসভ্য দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন, তখন সে সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে কার্য্যে না হউক, কথায় প্রায় সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত, এ পরিচয়প্রদান শেষ মুক্তির কার্য্য এবং কদাচিৎ ঘটিত। মুক্তির আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় ছিল, কেহ পশুত্ব হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে উন্নত হইত, কেহ বা তদুচ্চে পরাধীনবৃত্তিভোগীমাত্র হইত, কেহ বা তদুচ্চে কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তিতায় স্বাধীনবৃত্তিভোগীও হইতে পারিত, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত প্রকারের পর্য্যায় অনুসারেও মুক্তিদান সচরাচর ঘটিত না, দাসদিগের রক্তদর্শনই প্রায় নিত্যক্রিয়া ছিল। এখানে কাজেই মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয় না। এখন ভারতের দিকে দেখা যাউক। ভারত সম্বন্ধে যদিও এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, যে ইয়ুরোপ এখন সভ্যতায় অবনীমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিচিত, তাহারই এক বৃহৎ এবং সভ্যতম দেশের অধীশ্বর কয়েক বৎসর হইল স্বীয় রাজ্য হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া, উহাই তাঁহার প্রধান সুখ্যাতি-স্বরূপ হইয়াছে, এবং সে সুখ্যাতি ইয়ুরোপের দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত, ও সুখ্যাতির পাত্র যিনি তিনি সে সুখ্যাতিতে আনন্দে গদগদভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে এমন দিন কখন হয় নাই যে দিন কোন ভারতেশ্বর স্বপ্নেও সে সুখ্যাতির কারণের অস্তিত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং সেরূপ সুখ্যাতির সম্ভবতা-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি আমরা কিঞ্চিৎ বলিব। বর্ব্বরই হউক, যবনই হউক,

ভারতে কখন কাহাকে দাসবৃত্তি করিতে হয় নাই। সেই প্রাচীনতম সময়েও, যখন আর্য্যসন্তানগণ পাশব-বল-প্রকাশের দ্বারা মার মার কাট কাট শব্দে হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া ভারতভূমিতে অবতরণ, রাজ্য-সংস্থাপন এবং শত্রুশির দ্বিধা-করণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং যখন পালে পালে অরণ্যবাসী দাসবর্গ নিপাত হইতেছিল, তখনও যে কোন দাসসন্তান বাহুবলক্ষয়ে বা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকারে আর্য্যগণের করগত হইত, তাহারাও স্বাধীনভাবে সচ্ছন্দমনে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পাইত, এমন কি সমাজের মধ্যে তাহারা নিতান্ত অগণনীয় লোক ছিল না। পাশ্চাত্যভূমিতে দাসদিগের শেষমুক্তি প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; ভারতে (মুক্তিকথা ব্যবহার অনাবশ্যক) নিকৃষ্টবর্গের সামাজিক উন্নতপদে অধিরোহণ গুণবত্তার উপর নির্ভর করিত। পাশ্চাত্যভূমির মুক্ত ব্যক্তিরা কথায় মাত্র উন্নতদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত, ভারতের নিম্নশ্রেণীস্থ কেহ একবার গুণবত্তা দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠিলে, সে সেই ঊর্দ্ধস্থ জাতির সহ সকল বিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত। অসভ্য ও পরাজিতকে কে সহসা সমকক্ষে স্থাপন করিবে, কোন্ মহাপুরুষ এমন আছেন? বস্তুতঃ যিনি তদ্রূপ করেন, তিনি মহাপুরুষ-পদে বাচ্য নহেন। কিন্তু অসভ্যকে আগে নিম্নে রাখিয়া পরে যিনি গুণদর্শনে তাহার উন্নতি করেন, তাঁহারই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাজ। প্রাচীনকালে ভারতে এই মনুষ্যত্বের বহুবিস্তার দেখাযায়, কিন্তু ইহা বৈদিক সময়ে মাত্র, সাধারণ সময় সহ তুলনায় বৈদিক সময় অতি অল্প,

এইনিমিত্ত উপরে অনার্য্যগণের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ সম্বন্ধে প্রায় চিরকাল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক সময়ের পরেই উচ্চজাতির প্রভুত্বের আধিক্য, এ সময়ে কথিত নীচ সম্প্রদায় উন্নত জাতির অত্যাচারে প্রপীড়িত, কিন্তু তথাপি আর্য্যেরা তাহাদিগকে আপন সীমামধ্যে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে দিতেন, এবং ইহারা সমাজের অঙ্গ ভিন্ন কখন সম্পত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইত না। ফলতঃ পাশ্চাত্য ভূমির সহ তুলনা করিলে, ভারতে চিরকালই মনুষ্যত্ব বিরাজ করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যদি ঐরূপ তুলনাবিহীন করিয়া তৌল করা যায়, এবং সেই তৌলের সহ ভারতের সম্বন্ধ যোগ করাযায়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে আর্য্যেরা নিকৃষ্টবর্গের প্রতি প্রায় চিরকালই মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষু প্রায় মুদিত করিয়া অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন। যে সমাজের আদিম অবস্থা অতি সরল, অতি পবিত্র এবং পূজ্-নীয়, সে সমাজের কালসহকারে এরূপ আচরণ অতি নিন্দ-নীয়, আজন্ম মূর্খ ও হীন সমাজের দাস-ব্যবসায় অপেক্ষাও শতগুণে নিন্দনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বাপর পর্য্যা-লোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিকৃষ্টবর্গের পক্ষে মনুসংহিতায় যদ্রূপ শাসন বিধানিত হইয়াছে, বাল্মীকির সময়েও তাহারা প্রায় তদ্রূপ শাসনে শাসিত হইত। সুতরাং যে যে ভাবে নিকৃষ্টবর্গ বাল্মীকির সময়ে শাসিত হইত, তাহার বোধার্থে মনুসংহিতার উপর ভারার্পণ করিয়া, তদ্বি-ষয়ের সবিস্তার বর্ণনায় এ স্থলে বিরত হইলাম। রামায়ণ

এবং মনুসংহিতার মধ্যে উক্ত বিষয়ের ঐক্য এবং সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থে, উভয় গ্রন্থ হইতে বিষয়বিশেষের একটীমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে এক স্থানে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রগণের কোপে পতিত হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার নিম্নমত চণ্ডালোচিত বেশ পরিবর্ত্তন হয়,

> "নীলবস্ত্রধরোনীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ।"
> চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ ॥
> ১।৫৮

—নীল কলেবরে নীল বস্ত্র পরিহিত, রুক্ষ এবং খর্ব্বকেশ, শ্মশানমাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গরাগ এবং লৌহনির্ম্মিত-অলঙ্কার-যুক্ত হইলেন।—মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে,

> "চণ্ডালশ্বপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
> অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভং ॥৫১
> বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনং।
> কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ॥৫২"

—চণ্ডাল এবং তদ্রূপ নিকৃষ্ট জাতি গ্রামের সঙ্গে সংস্রববিহীন হইয়া তাহার বহির্ভাগে বসতি করিবে। অপপাত্র অর্থাৎ যাহা উচ্চজাতির অব্যবহার্য্য (লৌহপাত্র—কুল্লূকভট্ট) এরূপ পাত্র ভোজন এবং জলপাত্র ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করিবে। কুক্কুর ও গর্দ্দভ ইহাদিগের ধন। শববস্ত্র ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র। ভগ্ন পাত্রে ভোজন এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবে। এবং সর্ব্বদা ভ্রমণবৃত্তি অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ এক স্থানে নিরূপিতরূপে বাস করিবে না।—

এখানে উভয় গ্রন্থের উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে প্রতি শব্দার্থের ঐক্য নাই বটে, কিন্তু মূল মর্ম্মের বিশেষ অন্তরতাও নাই। বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ কাব্য না হইয়া যদি তাৎকালিক ব্যবহারশাস্ত্র হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় মনুর সঙ্গে একইরূপ লিখিত হইত। এখানে নিকৃষ্টবর্গের মধ্যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি সামাজিক শাসনের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। উপরে কথিত হইয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর শূদ্রেরাও নিকৃষ্টবর্গ মধ্যে গণিত, এবং অনুরূপ শাসনে শাসিত। কিন্তু এখানে চণ্ডালের অবস্থা এবং বৃত্তিসম্বন্ধে বিধানের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, নিকৃষ্টবর্গের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে তৎ তৎ বিষয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বিধান। অতএব "অনুরূপ শাসনে শাসিত" এ বাক্য কোন্ অর্থে ফলবৎ হইতে পারে? ইহা বিচার্য্য। শাসন যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহাতে দেখাযায় যে উহা ত্রিবিধ, সামাজিক শাসন, রাজশাসন এবং ধর্ম্মাদিতে অধিকার সম্বন্ধে শাসন অথবা উহাকে সহজ কথায় ধর্ম্মশাসন বলিয়া ধরা গেল। সাধারণ সমাজের প্রতি, ভিন্ন ভিন্ন নিম্নতম জাতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এবং সমাজমধ্যে কিরূপ পদে পদস্থ থাকিবে, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ বিধি যদ্দারা প্রদত্ত হয়, এবং সেই বিধি অনুসারে কেহ অতি উচ্চ কেহ অতি নীচ ইহাও বিবেচিত হয়, তাহাই সামাজিক শাসন। এখানে "অনুরূপ শাসনে শাসিত" এ কথার সার্থকতা লক্ষিত হয় না। কিন্তু সামাজিক শাসন ক্ষণপরিবর্ত্তনের অধীন! অবশ্য ইহা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে চিরন্তন প্রথার ন্যায় বদ্ধমূল হইয়াও থাকে, কিন্তু ভারত

পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ সমাজ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষণপরিবর্ত্তনই উহার ধর্ম্ম, বদ্ধমূল কদাচ হইয়া থাকে। ভারতে যদিও ক্ষণপরিবর্ত্তন সচরাচর ঘটে না বটে, কিন্তু সময়সমষ্টি হইতে যদি পরিবর্ত্তনের উদাহরণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে উদাহরণও অল্প মিলে না। সে উদাহরণসংগ্রহে আমাদের তত আবশ্যক নাই। যে গোয়ালা জাতি অন্যত্রে জলস্পর্শ করিতে পারে না, নদীয়া প্রদেশে তাহারা সৎশূদ্র ; যে বেহারাজাতি সর্ব্বত্রেই হেয়, চট্টগ্রামে তাহারা জল-আচরণীয় এবং সৎশূদ্রের ন্যায় সমস্ত কার্য্যে অধিকারযুক্ত। এক হিন্দু-সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপ হওয়ার কারণ যিনি অনুভব করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে সামাজিক শাসন কিরূপ অস্থায়ী, এবং তাহার উপর কোন চিরপ্রচলিত-বিষয়ক মীমাংসার মূল পত্তন হইতে পারে কি না। এক্ষণে রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন দেখা যাউক। এখানে আপত্তি খাটে না ; যত নিকৃষ্ট জাতিই হউক, একবার হিন্দু-সমাজভুক্ত হইলে, সে রাজদ্বারে শূদ্রাদির ন্যায় শাসিত হইবায়, সাম্প্রদায়িক নিকৃষ্টতা অনুসারে কিছুমাত্র ইতর-বিশেষতা প্রাপ্ত হয় না ; এবং ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে একজন অতি অধমতম সম্প্রদায়েরও যত টুকু অধিকার, এক উচ্চ শূদ্রেরও ততদূর অধিকার। আমার সাধ্যমত অনুসন্ধানে বা আমার অনবধানতাবশতই হউক, এতদ্বিপরীতে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই ; সুতরাং এখানে উচ্চ শূদ্র হইতে নিম্নস্থ সকল সম্প্রদায়কে অনুরূপ শাসনে শাসিত বলিতে হইবে, এবং

সেইহেতু তাহাদিগের সকলকেই নিকৃষ্টবর্গ মধ্যে গণনা করায় অন্যায় হয় নাই। মনু ও রামায়ণ হইতে উদ্ধৃতাংশের যে ঐক্য প্রদর্শিত হইল, উহা সামাজিক শাসন সম্বন্ধে। এখানে উহা এই অর্থের প্রতিপোষক বুঝিতে হইবে যে মনুর অনুরূপ শাসন বাল্মীকির সময়ে এতদূর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক শাসনেও তাহা লক্ষিত হয়। অতঃপর বাল্মীকির সময়ের নিকৃষ্টবর্গ হিন্দুজাতিবিচারের কোন্ পর্য্যায়-ভুক্ত এবং তাহাদিগের প্রতি কৃত ব্যবহারমালা কি কারণে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা যথাসম্ভব এ স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

জাতিবিচার-সম্বন্ধে আদৌ বোধ হয় যে, মানববংশে পশ্বাচার এবং মার্জ্জিত স্বভাবের সন্ধিসময়ে প্রকৃতি-বিম্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া যখন মানবচিত্ত বিকশিত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক চিত্তের ক্রিয়াজনিত যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, সেই বৈষম্যই জাতিবিভেদের মূল কারণ। এবং তাহা বন্ধনের নিমিত্ত অভাববিমোচক যে বৃত্তি, তাহা দৃঢ় রজ্জুস্বরূপ। আমরা যাহাকে প্রকৃতিস্থ মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি, যথায় যথায় তাহার অবস্থান, তথায় তথায়ই কোন না কোন নিয়মের অধীন হইয়া জাতি-বিভেদ বিরাজ করিতেছে। এখন বলা কর্ত্তব্য যে, জাতিভেদ কাহাকে বলে,—বৃত্তি অনুসারে সম্প্রদায়-ভেদই জাতিভেদ। এই জাতিভেদ দেশ-কাল-ভেদে রূপান্তর-পরিগ্রাহী হইতে পারে, কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে উহা সর্ব্বত্র একই পদার্থ এবং একইরূপ কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হইবে। সভ্যতার পথস্পর্শী পেরু এবং মেক্সিকোর আদিম

অধিবাসীদিগের মধ্যেও এ প্রথা, শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষাকারে না হউক, সামান্যভাবে বর্ত্তমান ছিল।

যত জাতিতে জাতিভেদ-প্রথা লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ভারতীয় জাতিবন্ধন অতি চমৎকার এবং আর সকল দেশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। এ চমৎকারিত্ব, এ স্বাতন্ত্র্যের কারণ একমাত্র সম্প্রদায়-পরম্পরায় ছেদ-সম্বন্ধতা। যাহা হউক, এ বিষয় পরে কথিত হইতেছে।

বহু জনের এ অনুমান যে, ভারতীয় জাতিপ্রথা বস্তুতই অন্যান্য সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ প্রকৃতির, এবং উহা আর্য্যগণের ভারতভূমিতে অবতারণার বহুপরে স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এরূপ অনুমান কতদূর সমূলক বা কতদূর অমূলক, তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। প্রমাণাদি দৃষ্টে আমার যাহা বিবেচনাসিদ্ধ, তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি। প্রথমতঃ, মানব-সমাজের উন্নতি ও অবনতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবপ্রকৃতিস্থ মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন অভাব বিমোচনার্থে ভিন্ন ভিন্ন হস্তের যে নিয়োগ, তাহা সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন হস্তের প্রায় নিজস্ববৃত্তি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এবং সাধারণ হইতে পৃথক্ ভাবে জ্ঞাপিত হইবার নিমিত্ত অনুরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন 'বিশ্' ধাতু হইতে বৈশ্য শব্দের উদ্ভব। এতদ্ব্যতীত, ইহাও একরূপ স্বভাবসিদ্ধ না হউক, প্রায় তদনুরূপ যে, উত্তর পুরুষে পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। যে খানে সেরূপ, সে খানে বৈশ্যের ন্যায় নামবিশেষে বংশ বা শ্রেণীর পুরুষপরম্পরায় আখ্যাত

হওয়ায়, সেই বংশ বা শ্রেণীর সেই নাম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আইসে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক দেশ প্রদেশাদির বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীনকালীয় সমাজের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জাতিবিচার অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত। মিসর, আসীরিয়া, প্রাচীন পারস্য এবং আসিয়া ভূভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ঐতিহাসিক সময় প্রবর্ত্তনার বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। মিসরদেশে ফারাও-বংশের সময় পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, তথায় যতরূপ জাতি ছিল, তাহার মধ্যে পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক বারিবাহক এবং রাখাল প্রধান। পারস্যভূমিতে জাতিবিচার পারসীক ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রেরও বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। তথায় সমাজ চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল, পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক এবং বণিক।"(১) এই সকল জাতি-

---

(১) *Beeton's Dictionary of Universal information*, p. 429. তথায় আরও লিখিত আছে যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব যে জাতিবিভাগ বংশবিভেদে উৎপন্ন, এবং মূলে উহারা ভিন্ন কুল ছিল। এ কথার আমরা কতদূর প্রতিপোষক, তাহা মূল প্রস্তাবে জ্ঞাপিত হইবে। প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে *Grote's History of Greece*, Vol. II. pp. 474 to 491 দেখিলে অনেক প্রাচীন জাতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল জাতির মধ্যে জাতিবিচারপ্রথার সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি অবলম্বন করিলেই, একমাত্র বৃত্তিই যে তথাবিধ নাম প্রাপ্ত হওয়ার কারণ তাহা প্রতীত হইবে। অনেক বড় বড় ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে ভারতের জাতিবিচার দৈহিক বর্ণানুসারে হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তের অবলম্বন এই যে জাতিশব্দের পরিবর্ত্তে 'বর্ণ' শব্দের কখন কখন ব্যবহার হইয়াছে; বর্ণশব্দে রঙ বটে, কিন্তু আর কোন অর্থ কি ছাই হইতে পারে না?

ভেদের সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞাপিত হইতেছে যে, ব্যবসায় অনুরূপ সেই সকল নাম-করণ হইয়াছে। অতঃপর আমাদের ভারতীয় জাতিপ্রভেদে উদ্ভূত সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দেখা যাউক যে, সেই সেই নাম কোন অর্থব্যঞ্জক এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ বৃত্তি অনুসারে স্থাপিত কি না।

ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্ম বেদং শুদ্ধং পরচৈতন্যং বা বেত্ত্যধীতে বা ব্রহ্মণো জাতাবিতি ব্রহ্মণোমুখজাতত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপত্যম্। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ইত্যুক্তে পরব্রহ্মজ্ঞে। ব্রহ্ম-অন্ প্রত্যয়।—শব্দস্তোমমহানিধি।

Brahman (ব্রহ্মন্) the Veda &c. and (অন্) affix, and the final syllable of the original word retained—*Wilson.*

ক্ষত্রঃ—ক্ষতস্ত্রায়তে যঃ সঃ। ক্ষত্রিয়ঃ—ক্ষত্রস্যাপত্যং পুমান্।—শ-স্তো-ম।

ক্ষদ্ Sautra root, to divide or eat, unádi affix ত্র। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্র and affix ঘ।—*Wilson.*

বৈশ্যঃ—বিশতি উপভুংক্তে, বিশ্-ক্বিপ্স্বার্থে ষ্যঞ।—শ-স্তো-ম।

বিশ্ to enter (fields &c.) ক্বিপ্ affix and ষ্যঞ added.—*Wilson.*

শূদ্রঃ—শুচ-রক্ পুং চস্য দঃ দীর্ঘশ্চ।—শ-স্তো-ম।

শুচ to purify or cleanse, unádi affix রক্, the vowel made long and চ changed to দ।—*Wilson.*

এ স্থলে উপরে উদ্ধৃত অংশের দ্বারা একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতীয় জাতিবিচারও আদিম সময়ে

শ্রেণীবিশেষের বৃত্তি অনুসারে স্থাপিত। সুতরাং পূর্ব্বে উক্ত ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় জাতিবিচার সহ, ভারতীয় জাতি-বিচারের মূলদেশ এক। বাহ্যিক ভাবে যে ভিন্নতর বোধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেবল ভারতীয় জাতিবিচারে সম্প্রদায়পরম্পরায় সম্বন্ধবিচ্ছেদই তাহার কারণ। এ সম্বন্ধবিচ্ছেদ ঘটনার কারণ নানাপ্রকার হইতে পারে, তাহা পরে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। অন্যান্য দেশাদি সহ সাধারণ ভাবে তুলনে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সমাজের রীতি নীতি দুইরূপ, এক সমাজ-পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হয়, আর এক অতিপ্রাচীনকালে উদ্ভূত হইয়া পুরুষপরম্পরা চলিয়া আইসে। যাহা সমাজ-পরিবর্ত্তনকালে উদ্ভূত হয়, তাহা প্রায় ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায় পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তনে লোপ হইয়া যায়; কিন্তু যাহা পুরুষ-পরম্পরা-আগত, তাহা সমাজ ও কালের পরিবর্ত্তন সহ কিছু কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এইমাত্র, কিন্তু একেবারে প্রায় ধ্বংস হয় না। অতি প্রাচীনকালে মানবকুল যখন এক স্থানে সকলে মিলিয়া বাস করিতেন, সম্ভবতঃ সেই সময় জাতিপ্রথার উদ্ভব হয়, তখন যে ইহা সামান্য-আকার-প্রকার-বিশিষ্ট ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে ইহাঁরা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশভেদে বাসভেদে নূতন সমাজ সংস্থাপন করিলেন, তখন হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ-কারণানুসারিণী হইয়া, তাঁহাদের প্রাচীনতম সাধারণ প্রথা সকল নূতন রকমের বেশভূষায় ভূষিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং প্রত্যেক সমাজ আবার সময়ানুযায়ী

রীতি-নীতি-বিষয়ক-পরিবর্ত্তন-বশবর্ত্তী হওয়ায়, সেই সকল প্রথা পরস্পারের মধ্যে ক্রমে দূর-সম্বন্ধ হইতে লাগিল। এখন বোধ হয় যে, সেই সকল বহু প্রথার মধ্যে জাতিপ্রথা ভারতে নীত হইয়া সেই নিয়ম-বশ্যতায়, সম্প্রদায়-পরস্পরার মধ্যে ছেদসম্বন্ধরূপ নবভূষায় ভূষিত হইয়াছিল।

জাতিবিচার যেরূপে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে যেমন বলা গিয়াছে,' সেইরূপ, মানব-সমাজে সভ্যতা-সূর্য্যের প্রথমোদয়েই সম্ভব। মস্যুর পিকেটট দ্বারা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ ভারতভূমিতে অবতারণার পূর্ব্বে সভ্যতাপদবীতে পদার্পণ করিতে শিখিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এরূপ ব্যবসায় অনুসারে যে ভারতে অবতারণার পূর্ব্বেই আর্য্যেরা সম্প্রদায়-বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিচিত্র কি!

এখন দেখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যজাতি কয়রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বন্যভাব পরিত্যাগের পরে জ্ঞানের প্রথমোদয়ে দৈবপ্রভাবের অস্তিত্ব মন অধিকার করে এবং আত্মরক্ষার্থে যে স্বাধীন সাহস তাহার হ্রাস হয়। সুতরাং দেবতার রোষ তোষ নিরীক্ষণ করা, এবং তাহার যথাযথ নিরাকরণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন আদি করা, একরূপ বৃত্তি নিরূপিত হওয়ার সম্ভব। তদ্ব্যতীত স্বায়ত্ত পার্থিব অন্যান্য আপদ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করা আর এক বৃত্তির আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত আহার-সঞ্চয়, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য বা পশুপালনের নিমিত্তরূপ আর এক বৃত্তি আছে। এমন সময়ে বিলাসের আধিক্য কি নামমাত্রই নাই, সুতরাং দাসবৃত্তির তত আবশ্যক হয় না। এখানে দেখা উচিত যে,

আহার-সঞ্চয়ন, বিপদ হইতে রক্ষা করণ, ও দেবতত্ত্ব জ্ঞাপন, এই তিনের মধ্যে পর পর উচ্চ বৃত্তি কাহার? এ স্থলে সহজেই প্রতীত হইবে, দেবতত্ত্বজ্ঞের পদ প্রথম, রক্ষক দ্বিতীয়, আহার-সঞ্চায়ক তৃতীয় পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। দেবতত্ত্বজ্ঞ দেবপ্রসন্নতা-বলে রক্ষককে রক্ষা না করিলে, এবং তদ্দ্বারা রক্ষকেরা সুরক্ষিত হইয়া আহার-সঞ্চায়ককে বাহ্যিক বিপদ হইতে রক্ষা না করিলে, আহার-সঞ্চায়ক আহার-সঞ্চয়নে অক্ষম। অতএব যাহাকে যে পরিমাণে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, সে নিঃসন্দেহ সেই পরিমাণে হীনতাযুক্ত। দেবতত্ত্বজ্ঞ, রক্ষক ও আহার-সঞ্চায়কের যেরূপ পর্য্যায় এখানে যুক্তি অনুসারে প্রদর্শিত হইল, সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস বিলোড়ন করিলে কার্য্যতঃ তাহাই লক্ষিত হইবে। সে যাহা হউক, আর্য্যেরা পূর্ব্বে যে স্থলে বাস করিতেন, তথাকার বসুমতী তত অনুকূলা ছিলেন না, যে আবশ্যক-অনুযায়ি ধন ব্যতীত, আর কিছু উদ্বৃত্তভাবে দিয়া বিলাসপ্রিয়তার উৎসাহবর্দ্ধক হয়েন। আর্য্যদিগের বিলাসপ্রিয়তা নিঃসন্দেহই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিতে আগমনের পূর্ব্বে উদ্ভূত হয় নাই। এতদ্বিষয়ে আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থল বা তৎসান্নিধ্যবাসী শকজাতির ব্যবহারপ্রণালী বিশেষ সাক্ষ্য। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, আদিতে আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন মাত্র ক্রমনিম্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, ঐ সময়ে ঐ তিন বৃত্তিই বহুবিস্তারসম্পন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর জাতিবিচার-বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণমালা আলোচনা করা যাউক। সমস্ত ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করিলে, এক

দশমমণ্ডলস্থ-পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবিচারের উল্লেখ লক্ষিত হয় না। ঐ সূক্তে কথিত আছে যে, পুরুষ দেবগণ কর্ত্তৃক বলি প্রদত্ত হইলে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার মুখ কি, বাহু কি, ঊরু কি এবং পদ কি ?

> যৎ পুরুষং ব্যাদধুঃ কথিতাব্যকল্পয়ন্।
> মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥

তদুত্তরে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, যাহা তাঁহার ঊরু তাহা বৈশ্যভাগ এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপত্তি হইয়াছিল।

> "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
> ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত ॥"

এই স্থলের অর্থ ম্যুর সাহেব এইরূপ করিয়াছেন "The Brahmin was his mouth; the Rajanya was made his arms; that which was the Vaisya was his thighs; the Sudra sprang from his feet. আশ্চর্য্য বটে যে, মাধবাচার্য্য বা সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া ম্যুরসাহেবের কৃত অর্থ গ্রহণ করিলাম, ঐ ঐ মহোপাধ্যায়দিগের স্থানে ম্যুরসাহেবের নৃত্য দর্শন করাইলাম। কিন্তু কি করিব, আমাদের দশাই এই। উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যার স্থানদান আমার এ প্রবন্ধের সাধ্যাতীত। কল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় লিখিয়াছেন যে, পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং যথাক্রমে উপরে উক্ত অন্যান্য জাতিত্রয় যথাস্থান হইতে দৈবপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং ইহা সর্ব্বসন্দেহের বহির্ভূত, যেহেতু উহা শ্রুতিসিদ্ধ, এই শ্রুতিসিদ্ধতা প্রদর্শনার্থে বেদোক্ত উক্ত

সূক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তা যাহাই হউক, উক্ত বেদোক্ত পদ অনুসারে আমাদের যতদূর বিবেচনা হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, শূদ্রের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা পরে এবং অন্যান্য তিন জাতি তাহার পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। ভাগবত পুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে

"পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত ॥"

ইহা বেদানুরূপ কথিত, এবং যেরূপে বেদোক্ত পদের অর্থ নিষ্পন্ন হয়, ইহা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। যদি এই সকলের দ্বারা এরূপ অভিপ্রায়ই গ্রহণ করি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পূর্ব্বে ছিল, এবং শূদ্র পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তবে সেই শূদ্র আগে কাহারা ছিল, কিরূপে সমাজস্থ হইল, এবং কি মূল কারণ অনুসারে তাহারা সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইল, এ প্রশ্ন স্বতই উপস্থিত হয়। সে প্রশ্ন বিবেচিত হওয়ার পূর্ব্বে জাত্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, আদিতে কোন জাতিভেদ ছিল না, কিংবা কোনরূপ বর্ণসঙ্করও ছিল না। ত্রেতাযুগারম্ভে মনুষ্যগণ ক্লেশযুক্ত হইয়া স্বয়ম্ভুর নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা তাহাদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে, আহারদানান্তে ক্লেশ দূর করিয়া, ভবিষ্যতে তদ্রূপ যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য জাতিবিভাগ করিয়া দিলেন। যাহারা বেদপারগ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন; যাহারা বীরকার্য্যে দক্ষ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিলেন; যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ তাহাদিগকে

বৈশ্য ; এবং যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাসকার্য্যে পারগ তাহাদিগকে শূদ্র করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত এবং রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে কিছু প্রভেদ আছে, তথায় ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-স্থান বক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের লাভ লোকসান কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উক্তবিষয়সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা পরে বিবেচিত হইবে।

বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থে জাতি-উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বায়ুপুরাণ ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই ব্রহ্মার মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ মূলস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং আনুষঙ্গিক নানা ইতিহাসও কল্পিত হইয়াছে। ইতিহাস-মিশ্রিত পৌরাণিক তত্ত্ব ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এই বোধ হয় যে, ঋগ্বেদোক্ত সৌদাস রাজার পৌরোহিত্য হেতু বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মনোবিবাদকে অবলম্বন ভূমি করিয়া, যে সূত্রে পরবর্ত্তী পৌরাণিক গ্রন্থে শাখাপ্রশাখাযুক্ত এক মহদ্ব্যাপার-বিশিষ্ট বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কন্দোল বর্ণিত হইয়াছে, সেই সূত্রে এবং সেই নিয়মানুসারেই পুরুষ-সূক্তের উল্লিখিত পদ লইয়া জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক পৌরাণিক তত্ত্বমালা ও ইতিহাসাদি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববাক্যের অনুসরণক্রমে শূদ্রগণের জন্মতত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে। শূদ্র কাহারা ? আদিতে তাহারা কি ছিল, এই সিদ্ধান্তে কেহ কেহ ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি শব্দ লইয়া

প্রমাণ করেন যে উহা আর্য্যভাষা নহে, উহা পাহাড়ী জঙ্গলা-জাতির ভাষা ; ঐ ভাষা যাহাদের ছিল, তাহারাই কালক্রমে শূদ্র নাম লইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহাদের আদি ভাষার ঐ সকল শব্দ হিন্দুভাষায় মিশ্রিত এবং লক্ষিত হয়।' কি ভ্রান্তি! এই সামান্য উপকরণে এই মহদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতি গত সাদৃশ্য ভিন্ন শব্দগত সাদৃশ্য অগ্রাহ্য। ভাষা নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, বিশেষতঃ যাহা অলিখিত এবং অসভ্য জাতির ভাষা, তাহা দুই তিন পুরুষে পরিবর্ত্তনবশে নূতনশব্দময়ী হয়, এবং তাহার অনেক প্রাচীন শব্দের লোপ হয়। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দেবভাষা সংস্কৃতের যে সকল কথা বৈদিক সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সংস্কৃতে তাহার অনেকের চিহ্নই পাওয়া যায় না। যখন সংস্কৃতেরই এই দশা, তখন অশিক্ষিত অসভ্য ভাষার সহ গুটিকত শব্দের সম্বন্ধমাত্র যোগ করিয়া ওরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিদ্বয়ের সম্মিলন ব্যতীতও, অন্যপ্রকারে উভয়ের ভাষার কোন শব্দ এক হইতে অপরে নীত হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভবতা নাই, বস্তুতঃ তাহা আমরা চক্ষের উপরেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহেন যে, ইহারাই এক সময়ে শূদ্রদের আদিপুরুষ ছিল। ইহার সারবত্তা স্থাপিত হইতে পারে, যদি এমন কোন প্রমাণ দিতে পারা যায় যে, ইহারা ভারতীয় আদিম অধিবাসীর বংশাবলী। কিন্তু সে প্রমাণ প্রদান সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অতঃপর

আমাদের দ্রষ্টব্য যে শূদ্র কাহারা। যদি ইহারা আর্য্য-বংশের এক শাখা হইত, তবে গোত্রস্থ নহে কেন? (২) প্রবর উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি-আহ্বান এবং পৈতা-ধারণ তিন জাতির পক্ষে বিধানিত হইয়াছে, ইহাদের হয় নাই কেন? আর্য্য-গোত্র এবং তাহার প্রবরমালা আর্য্যবংশোদ্ভব বা তৎসংস্রবে উৎপন্ন ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলস্থ পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত, আর সর্ব্বত্রে আর্য্য এবং অনার্য্য, দস্যু বা দাস এই দ্বিবিধজাতীয় লোকের উল্লেখ পাওয়াযায়। আর্য্যগণ পূর্ব্বাপর শূদ্রগণকে অনার্য্য বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই যে দ্বিবিধমাত্র জাতির উল্লেখ পাওয়া গেল, ইহার একভাগ অর্থাৎ আর্য্যনামধারীদিগকে আমরা জানি, কিন্তু দাস বা দস্যু কাহারা? এই দাসবর্গ ঋগ্বেদ অনুসারে (১।১৩০।৮,৯।৪১।৭৩,২।২০।৭, ৪।১৬।১৩, ৭।৫।৩ ইত্যাদি) কৃষ্ণবর্ণ ছিল। আর্য্যগণ পূর্ব্বাবধি হিমপ্রধান দেশে বাসহেতু পরিচ্ছন্নবর্ণবিশিষ্ট, ভারতে আগমন মাত্রেই যে তাঁহাদের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। আজি পর্য্যন্ত তৈলঙ্গভূমে সাধারণজাতি কৃষ্ণকায়, কদাকার, কিন্তু আর্য্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণেরা প্রায় সর্ব্বদাই সুশ্রী ও সুপুরুষ। বিশেষতঃ আর্য্যদিগের দ্বারাই বর্ণপার্থক্যের উল্লেখ হওয়ায়, তাঁহাদের নিজের বর্ণ যে কৃষ্ণতা হইতে পৃথক্ তাহা

---

(২) এখানে সঙ্কর বর্ণ জ্ঞাতব্য নহে, তাহাদিগের মিশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যগোত্র এবং প্রবর আছে। এখানে মূল শূদ্রজাতিকে জানিতে হইবে, তাহারা আর্য্যগোত্রস্থ নহে। গোত্রমালা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

জ্ঞাপিত হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ-দাসবর্গ-সম্বন্ধে ঋগ্বেদভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন

"দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতারম্ অধরং নিকৃষ্টমসুরম্।"

কৃষ্ণবর্ণগণের শূদ্র নামের পরিচয় বহু স্থানে পাওয়াযায়, যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে অসিতবর্ণগণ শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ভগবানের মুখ ব্রাহ্মণ, ভুজ ক্ষত্রিয়, ঊরু বৈশ্য এবং পদ কৃষ্ণবর্ণগণ। অপিচ কৃষ্ণবর্ণ অসুর এবং অনার্য্যসম্ভূতেরা আর্য্যসহ তুলনায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

"দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ। অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ।"

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে বিবেচনা করি যে, যে অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ দস্যুবর্গের জ্বালায় আর্য্যেরা অতিপ্রাচীন কালে নিরন্তর প্রপীড়িত হইতেন, এবং যাহাদিগের সহ তাঁহাদের বিবাদ সংঘটন হওয়ায়, তৎসূত্রে পরবর্ত্তী সময়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশে জগদ্ধাত্রী, মহিষাসুর-নাশে দশভুজা, রক্তবীজ-নাশে উগ্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবী এবং অসুরকুল কল্পিত হইয়াছে, সেই অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ দাসবর্গই শূদ্রবংশের আদি পুরুষ। শূদ্রদিগের পক্ষে অহঙ্কার এবং গৌরবের বিষয় বটে যে, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাহারাই বহুলাংশে মূলীভূত কারণ, এবং আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার সত্ত্বেও আর্য্যসমাজকে মহদুত্তেজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্বাধীন রক্ত পরাধীন হইলেও, সহসা তাহার কার্য্যকারিতা লোপ পায় না।

এই প্রস্তাবের প্রথমে কৃত প্রতিজ্ঞার অনুসরণে, পরবর্ত্তী হিন্দু-জাতিবন্ধন অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায়ের সহ আহার, বিহার, বিবাহ প্রভৃতি ব্যবহারের অভাব, কত কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় ব্যবসায় অনুসারে নামে মাত্র ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল কি না, তদ্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইব। যৎকালে অনধিকার-প্রবেশহেতু আর্য্য দস্যুতে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল এবং দস্যুগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্রমে দাসশ্রেণীভুক্ত হইতেছিল, তখন আর্য্যদিগের মধ্যে বিষয়বিশেষের বৈষম্য স্থাপন এবং তজ্জনিত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত অতি অল্প পরিমাণে হইয়াছে। সুতরাং এখনও লোকের মনে বা লোকসম্প্রদায়ের ভিতরে কুটিলতা বা আত্মগরিমা প্রবেশ করে নাই, এবং সম্প্রদায়বিশেষ আপন আপন ক্ষমতা, প্রভুত্ব, বা গরিমা রক্ষার্থে দ্বন্দ্বযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয় নাই। এনিমিত্ত সমাজে প্রায় সকলেই এখন সমান, কেবল বৃত্তির উচ্চতা বা অধমতা অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষ বহুসমাদর বা অল্পাদর প্রাপ্ত হইতেন মাত্র। আবার এরূপ সমাজের ধর্ম্মানুসারে, কেহ দক্ষতা বা হীনতা দেখাইলে উচ্চ বৃত্তি বা অধমবৃত্তি-যুক্ত হইয়া, আনুষঙ্গিক বহুসমাদর বা অল্পাদর-ভাগী হইতেন। ইহার বহুতর প্রমাণ পাওয়াযায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, কবষ ঐলুষ নামে জনৈক দাসপুত্র স্বীয় ক্ষমতা-গুণে এতদূর উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি অনেক বেদ-সূক্ত-রচনে সমর্থ হয়েন, পরে আবার চরিত্র-দোষে অধঃপাতিত হয়েন। হরিবংশের

২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে চন্দ্রবংশস্থ রাজা পুরোরবার বংশে উৎপন্ন শৌনক হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই কয়জাতীয় লোকেরই উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ তাঁহার বংশধরেরা স্বস্বকর্ম্মানুসারে তদ্রূপ উত্তমাধমতা লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু-পুরাণে এবং ভাগবত পুরাণে উভয়েতেই লিখিত আছে যে, সিনিনামক ক্ষত্রিয়রাজের পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়রাজ বিতিহব্য মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কাহার কাহার মতে ইনি অনেক বেদসূক্ত প্রণয়ন করেন। বিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলজাত বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভ কাহারও অবিদিত নাই। এত-দ্ব্যতীত আহার ব্যবহার বিবাহ প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। দুর্ব্বাসা পাণ্ডবের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপান্ন-ভোজী হইয়াও ক্ষত্রিয়। অগস্ত্য প্রসিদ্ধ এবং বেদপারগ ঋষি হইয়াও, জাতি যাওয়ার আশঙ্কাবিহীন হইয়া, ইল্বল এবং বাতাপি নামক অনার্য্য অসুরদ্বয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন। এত বলারই বা প্রয়োজন কি, এ বিষয়ের উদাহরণ যে সে পৌরাণিক গ্রন্থে মিলিতে পারে। আবার দেখ, ক্ষত্রিয়কন্যা লোপামুদ্রা অগস্ত্যের সহধর্ম্মিণী, দেবজানী ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও যযাতির গৃহিণী। মহর্ষি ভৃগুর গৃহিণী ব্রাহ্মণ-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ভৃগুর সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে একজন অনার্য্য অসুরের সহ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে জাতি হউক, লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেই তিনি তাহার শালা

হইবেন। ইত্যাদি। মনুতে পর্য্যন্ত উচ্চ বর্ণ অধম বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, এরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু উচ্চ বর্ণ অধম বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলেই তাঁহার দ্বারা শাস্তি বিধানিত হইয়াছে।

উপরে উক্ত প্রমাণমালা প্রায় পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত। ঐ সকল পুরাণ ব্রাহ্মণদিগের অতি প্রভুত্ব সময়ে এবং অধমদিগের অতি দুর্দ্দিনে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বগত উদাহরণমালা এবং পরে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইবে, তাহারা সেই সেই শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণত্বভাবের বিরোধি হইলেও ব্রাহ্মণেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব বহুদূরাগত যে অগ্নির শিখা ব্রাহ্মণেরা বহুযত্ন করিয়াও ছাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, যাহার অন্যতর অলৌকিক কারণাদি নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে অগ্নিশিখার মূলস্থান যে কত উজ্জ্বল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমার বিবেচনায় পুরাণে ঐ সকলের উল্লেখ থাকায়, উহাদের মূলস্থানের বহুবিস্তারতা সূচিত হয়। আরও এক কথা, পূর্ব্বোক্ত বা পরে উক্ত পুরাণোক্ত ইতিহাস সকল অবিকল স্বভাবে যেন কাহারও দ্বারা গৃহীত না হয়। নতুবা পর্য্যায়ভেদে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে, সেই সকলেই এক ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, সকলই যেন এক সময়ের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় এবং উদাহরণগুলি অকার্য্যকর হইয়া উঠে। পুরাণাদি বহুকল্পিত এবং প্রাচীন প্রবাদ ও ইতিহাসাদি অবলম্বনে লিখিত, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক নানা

কার্য্যের কর্ত্তা করা বিচিত্র নহে। অতএব সেই সকলের অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য্য মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ণিত সম্প্রদায়-পরম্পরায় সুখ-সম্মিলন বা আদান প্রদান যে কেবল বেদচতুষ্টয়ের সময়ে ছিল, এমন নহে। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের জন্মকালে শূদ্রের পক্ষে যদিও বহুতর কঠিন বিধি বিধানিত হইয়াছিল, তথাপি ঐ সূত্রে এরূপ বিধিও পাওয়াযায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবিদ্বেষী হইলে, পর পর অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত বা একেবারে অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যেত
জাতিপরিবৃত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং
জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ।

ধর্ম্মসূত্র, মক্ষমূলর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

সম্প্রদায়-পরম্পরায় সুখ-সম্মিলন, স্বাধীন ও সরল সমাজের স্বাভাবিক গতির ক্রিয়া। যথায় পরস্পরে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ নাই, তথায় এরূপ হওয়া সর্ব্বদাই সম্ভব এবং তদ্রূপ হইয়াও থাকে। এবং যেখানে এরূপ থাকে, তথায় উচ্চত্বপ্রাপ্তি এবং নীচত্বে অভিগমন মানবের আয়ত্তাধীন থাকা হেতু, চিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকে। আপন হীনতায় কয়জন সন্তুষ্ট থাকিতে চায়? সকলেরই কিছু না কিছু ফলাশা থাকিলে, যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকে, সে চেষ্টায় কতদূর সুফল ফলিতে পারে, তদ্বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের

আদিম অবস্থায় সমাজের মধ্যে উচ্চজাতিত্ব এবং নীচজাতিত্ব-রূপ পুরস্কার এবং তিরস্কারের অবস্থান থাকাতেই বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম উন্নতির পথ বহুলভাবে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক, এরূপ ভাবে কিছু দিন চলিয়া আসিলেই দেখিতে পাওয়াযায় যে, এখন আর হিন্দুসমাজে কেবল কর্ম্মানুসারে নীচ বা উচ্চতা প্রাপ্ত হয় না; গুণাবলি বহুপরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছে এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরই প্রবল হইতেছে। যে দিন দেখিতে পাওয়া গেল যে, অতি সামান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের রোষ বা তোষ উৎপাদন হেতু, কেহ অধম কেহ উত্তম হইতেছে, ও গুণাবলির প্রতি লক্ষ্য কমিয়া গিয়াছে, সেই দিনই, আমার বোধ হয়, ভারতের ভাবি অনিষ্টের বীজবপন হইয়াছে, সেই দিনই ভারতের সুখ-সূর্য্য মধ্যাহ্নাসন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এরূপ যদৃচ্ছাভাব কোন্ সময়ে হইতে পারে? সমাজ যখন পূর্ব্ব সরলতা অর্দ্ধ বিস্মৃত হইয়াছে, যখন তাহাতে বিষয়বৈষম্য জন্মিয়াছে, যখন বিলাসপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে, যখন সমাজে কুটিলতা প্রবেশ করিয়াছে, যখন নিকৃষ্ট ব্যবসায়ীর প্রতি হেয়ত্বভাব বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে, যখন উচ্চ জাতিগণ আপনাপন উচ্চতা প্রতিপাদন এবং তাহা রক্ষার্থে পরম যত্ন-শীল হইতেছে, ইহা সেই সময়ের কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই সময়েই হরিশ্চন্দ্র অতি সামান্য কারণে বিশ্বামিত্রের ক্রোধোৎপাদন করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ের উচ্চ জাতির কিরূপ কুটিলতা, যদি মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত বাক্য

তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে বাহুল্য-দোষ স্বীকার করিয়াও তৎপ্রদর্শনে প্রস্তুত আছি। ঐ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অপরকরগত বিপদাপন্ন স্ত্রীজনসুলভ ক্রন্দন দূর হইতে শ্রবণ করিয়া, স্ত্রীলোকটীকে অভয়দানার্থে এবং পাপকর্ত্তাকে ভয়প্রদর্শনার্থে রাজরাজেশ্বর হরিশ্চন্দ্র কহিতেছেন

"———নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ।
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলাস্ত্রতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥
সোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্ব্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৭ অধ্যায়।

—অর্থাৎ রাজা কোপযুক্ত হইয়া এরূপ বলিলেন যে, বলাস্ত্র সম্পন্ন তেজপ্রদীপ্ত রাজেশ্বর আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে, কোন্ পাপাত্মা বস্ত্রান্তে অগ্নিকে বন্ধন করিতে সাহসী হইয়াছে? সেই মূঢ় আজি আমার কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত দিগন্তপ্রদীপিত শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইবে।—ইহা রাজোচিত বাক্য। রাজোচিত কেন, এরূপ অবস্থায় সৎমাত্রেরই যোগ্য বাক্য। তার পর রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, এ নাটের গুরু ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র স্বয়ং, তখন

"স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রতপোনিধিং।
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ॥"

—অর্থাৎ রাজা যখন দেখিলেন যে, এ তপোনিধি বিশ্বামিত্র, তখন উক্তরূপ রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ হেতু ভীত হইয়া অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন।—এমন স্থলে বিশ্বামিত্রের

রাগোৎপাদনের আর কোন কারণ তিষ্ঠিতে পারে না। তথাপি যে আর্য্যধর্ম্মের মূলে এবম্ভূত বাক্‌সংযোগ যে

"ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞশ্চ পুত্রিকে।
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমায়াং নিষ্টিতং জগৎ॥"

সেই আর্য্যধর্ম্মের একজন রক্ষক, ক্ষমা স্বপ্নেও না দেখিয়া, বিনা কারণে হরিশ্চন্দ্রের কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত আছে; উচ্ছিন্ন যাও। এতদ্ব্যতীত ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ ঋষির শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার ব্রাহ্মণের সন্তোষ সাধন করিয়া আপনার পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে বেণরাজার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া নিষাদত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্রগণ শাপগ্রস্ত হইয়া অনার্য্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

ক্রমে দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ বর্ণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তাহারা নীচ বর্ণকে প্রায় করতল-আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন সময়ে যাহাদের উৎপত্তিই নিকৃষ্টতায়, তাহারা যে আরও নিকৃষ্টভাবে সমাজে ব্যবহৃত হইবে তাহা সিদ্ধ। তখনই শূদ্রের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিনতর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যথা, উৎকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রভার্য্যায় ব্যভিচাররত হইলে বনবাসযোগ্য, কিন্তু শূদ্র আত্ম হইতে উচ্চ তিন বর্ণে ব্যভিচারযুক্ত হইলে বধ্য। নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য

"নাশ্য আর্য্যঃ শূদ্রায়াং বধ্যঃ শূদ্র আর্য্যায়াং।"
(নাশ্যো নির্বাস্যঃ)——ধর্ম্মসূত্র, মক্ষমূলর-উদ্ধৃত।

পুনশ্চ আর্য্যবর্ণের প্রতি শূদ্র কটূক্তি করিলে, তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে, উপযুক্ত অন্তরে না থাকিলে দণ্ডতাড়না করিবে। হত্যা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে বধ্য। ব্রাহ্মণগণের সেই সেই অপরাধে চক্ষুমাত্র নষ্ট করিয়া দিবে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য

> "জিহ্বাচ্ছেদনং শূদ্রস্যার্য্যং ধর্মিকমাক্রোশতঃ
> বাচি পথি শয্যায়ামাসন ইতি সমীভবতো দণ্ডতাড়নং।
> পুরুষবধে স্তেয়ে ভূম্যাদান ইতি স্বান্যাদায় বধ্য-
> শ্চক্ষুর্নিরোধস্তেতেষু ব্রাহ্মণস্য।"
>
> ধর্ম্মসূত্র, মক্ষমূলর-উদ্ধৃত।

বেগনিবারক-বিষয়াভাবে, ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব প্রায়ই যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। অতি নিম্নবর্ণ কুব্যবহৃত হইলে, উচ্চস্থ সকল বর্ণের নিকৃষ্ট এবং পাশব বৃত্তি চরিতার্থ হয়; এবং উচ্চস্থেরা বলশালী হইলে নিম্নস্থেরা সেই কুব্যবহার কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নিকৃষ্ট-জাতিত্ব-রূপ একরূপ আত্মজ্ঞান ওরূপ সহিষ্ণুতার পোষকতা করিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চস্থ আরও দুই এক সম্প্রদায় যদি তদ্রূপ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কুব্যবহৃতের সংখ্যা অধিক, সুতরাং বিপক্ষে যখন এরূপে বলাধিক্য হয়, সেই সময়েই বিপদ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা আপনাপন ক্ষমতা এবং প্রভুত্বে ক্রমে অন্ধ হইয়া সেই বিপদের সূত্রপাত করেন। যখন ইহাঁরা উচ্চতর জাতি ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও নীচ-জ্ঞানে ক্রমে আপনাদিগের হইতে ছিন্নসম্বন্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যখন দেখিলেন যে ক্রমেই

ব্রাহ্মণের পদনত ও নীচবৎ ব্যবহৃত হইতেছেন, তখনই আমরা পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ ও নিম্নস্থ জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, তাহার আরম্ভ হয়। বঙ্গবাসী ব্যতীত স্বপদরক্ষণে কেহই বিমুখ নয়। যাহা হউক, এই কারণেই বোধ হয় আমরা দেখি যে, বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি রাজা সৌদাস কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে আদি-পর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণগণ একসময়ে ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হইলে পর, সর্ব্বজনপূজনীয় ঋষি সনৎকুমার তজ্জন্য ভৎ'সনা এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও, ক্ষত্রিয়েরা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। অবশেষে ব্রাহ্মণগণের কোপে ও শাপে ক্ষত্রিয়গণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে বনপর্ব্বে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রাধাহৃদয় প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে এরূপ দমন করিয়াছিলেন, যে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনার রথ বহন করান। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত হতশ্রী ও ক্লেশযুক্ত হইলে, ঋষি অগস্ত্য সময় অপেক্ষা করিয়া সুবিধামতে নহুষকে অধঃপাতিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবত পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে এবং মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, বেণরাজা যখন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষী ও তাহাদের যজ্ঞহন্তা হয়েন। শেষে ঋষিগণ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া এবং অনন্যোপায় হইয়া চক্রান্তে বেণরাজাকে আহত

করিয়া শান্তিলাভ করেন। এবং বেণের পুত্র পৃথু ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া পিতৃকুল রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবে তাহা বিধানিত হইয়াছে, এবং সেই বিধানের বিরুদ্ধবাদীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেষিতার নিমিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত বহু রাজাদিগের নাম উক্ত হইয়াছে।

যখন এইরূপ বিবাদ চলিতেছিল, তখনই আবার অনেক অধম বর্ণ, ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃক এই বিবাদ শমতাকরণ চেষ্টায়, উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতা কিঞ্চিৎ শিথিল করা হয়। তথাপি যে অগ্নি বহু কালের আয়োজিত উপকরণে প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা যে ওরূপ অল্প লাভে নির্ব্বাপিত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণগণ ক্রমেই অধিকতর জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই পরিত্রাণের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। যে যন্ত্রণা আপাততঃ গূঢ়কারণসম্পন্ন এবং সাধ্যের অনায়ত্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা ক্রমে অতি কঠিনতর এবং অসহ্য না হইলে, যন্ত্রণাভোগী তাহার মূলচ্ছেদে অগ্রসর হয় না; এবং এমন অবস্থার যে চেষ্টা তাহা প্রায়ই সফল হয়; কারণ চেষ্টা বা অচেষ্টা উভয়েরই অন্তে যখন মৃত্যুবৎ অপমান বা মৃত্যুর মূর্ত্তি সহ সম্বন্ধ যোজিত হয়, তখন চেষ্টাই বলবতী হয়, এবং সে চেষ্টার বলও স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইয়া থাকে। অবশেষে বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর ক্ষত্রিয়কুল-বিনাশে উদ্যত হইলেন। মাহিষ্মতীপুরীর অধীশ্বর অর্জ্জুনের দৌরাত্ম্য

শেষ এবং অসহনীয়; সময়ের উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা মহেন্দ্র-পর্ব্বতবাসী জটাকুঠারধারী পরশুরামের আবির্ভাব হইল, এবং ক্ষত্রিয়-রক্তে তিনি ক্ষত্রিয়হস্তহত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বহুকাল-প্রচলিত দ্বন্দ্বে অবশেষে ব্রাহ্মণের জয়লাভ হইল, ব্রাহ্মণগণ নিষ্কণ্টক হইলেন। এই দিন হই-তেই জাতিবন্ধন দৃঢ় হইবার সূত্রপাত হইল। এখন আর ব্রাহ্মণেরা আগেকার ব্রাহ্মণ নহেন, অধম বর্ণের নিকট দেব-বৎ পূজনীয়। যদি কেহ অধম বর্ণের ভবনে আহারাদি করি-তেন বা কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে অধম বর্ণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ও তাহার জন্ম সার্থক করিবার নিমিত্ত করিতেন, অধম বর্ণের বহু পুণ্যফল হেতু করিতেন। পরে যদিও ক্ষত্রিয়গণ আবার বহুবলবান্ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব লোপ পায় নাই। ইহার কারণ নানাবিধ, প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণগণ ইত্যবসরে বানপ্রস্থ ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্ঠাচার কিঞ্চিৎ প্রবল করিয়া আপনাদিগকে সাধা-রণের সমীপে দেববৎ পূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মভীরু ভারতে ধর্ম্মের তত্ত্ব অন্য সকল হইতে অন্তর করিয়া আপনাদিগের হস্তে বহুলাংশে রাখিয়াছিলেন, অন্যান্য উচ্চ বর্ণের যাহা কিছু তাহাতে অধিকার ছিল, তাহা প্রথমতঃ নৈরাশ্যে, দ্বিতীয়তঃ বিলাসপ্রিয়তায় সে অধিকারের উৎ-কর্ষ লাভ হয় নাই। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষ-পাতি ভারতে কালসহকারে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার বিদ্বেষী আর কেহ হইল না। চতুর্থতঃ, আদিতে বিবাদী ক্ষত্রীয়গণের মনে ব্রাহ্মণের সহ কিছুপূর্ব্বগত যে ঘনিষ্ঠতা জাগরূক ছিল,

এখন আর তাহা ছিল না। সুতরাং সকলের একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণদিগের এ প্রভুত্ব চিরকাল, অতএব তাহাই চলুক। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে চতুর্বর্ণের কার্য্য-নির্দ্দেশের পর, 'এই পৃথিবী কাহার সম্পত্তি' এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, উহা ব্রাহ্মণের, অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ভোগমাত্র করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ এবং অধম বর্ণ সহ বিবাদে ব্রাহ্মণের জয়লাভান্তে সেই ক্ষমতা ও প্রভুত্ব কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল, এতদ্বিষয়ে উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা বাল্মীকির পরবর্ত্তি সময়ে বর্ত্তে। ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভের অতি সামান্য ব্যবহিত পরেই যে অবস্থা, ও যে সময়ে মনুকৃত শাসন ব্রাহ্মণদিগের মনো-মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছিল, উহাই বাল্মীকির সময়। এই সূত্রেই নিকৃষ্টবর্গ, মনুর বিধানিত শাসন মত, প্রায় শাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা হউক, ব্রাহ্মণদিগের এই সময়ের যেরূপ অবস্থা, তাহা বিজেতার অনুরূপ অবস্থা। তথাপি রামায়ণে বহু স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণকে রাজারা যে কলে ফিরাইতেন, প্রায় সেই কলে ফিরিতেন; কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, সেই কল-ফিরান ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিরূপ আবরণের মধ্যে হইত। অতএব বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়-সমষ্টি কলে ফিরিতেন না, তবে কোন কোন ব্রাহ্মণ সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে ফিরিতেন। বোধ হয়, এ ফিরানর আকর্ষণী শক্তি ধনবত্তা; ধনের বশ কে না হয়? ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সমষ্টি ধরিলে, তাহারা প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা এবং প্রভুত্ব রক্ষা করিতেন।

উপরে উক্ত বিবাদে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্বপদে স্থাপিত রহিল। কিন্তু শূদ্রদিগের অবস্থা একে ত হীন, আরও শোচনীয় হইয়া উঠার কারণ কি? শূদ্রেরা একবার আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বরাবর নিরীহভাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিল; ওরূপ হেয় ভাবে শাসিত হইবার জন্য, এক অনার্য্যজাতিত্ব ব্যতীত আর কোন কারণ কখন প্রদান করে নাই। আদিম কালে ইহারা উচ্চ বর্ণের দ্বারা অতি দয়ার সহিত ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে উচ্চ বর্ণের বিষয়বৈষম্যে, ইহাদের নীচজাতত্ব হেতু, উচ্চ বর্ণের দ্বারা ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় সরল চক্ষে দৃষ্ট হইত না, ইহা ধর্ম্মসূত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপরে উচ্চ ও অধম বর্ণের বিবাদ আরম্ভ, এই বিবাদ-ফলেই ইহারা প্রধানতঃ মারা গিয়াছে, কথায় বলে "ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়, নল খাঁগড়ার প্রাণ যায়" ইহাদেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের নিম্নস্থ জাতিরা ঊর্দ্ধে হেয়ত্ব যাহা প্রাপ্ত হইতেন, নিম্নে তাহার পরিশোধ লইতেন; অত্যুৎকর্ষবিহীন মানব-চিত্তের কার্য্যই এরূপ। এবং ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে না চটাইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু হাতে রাখিবার নিমিত্ত, অধম বর্ণের প্রতি দর্শিত সেই সকল হেয়ত্বভাব অনুমোদন করিতেন। এইরূপ নানা দিক হইতে ঘৃণাবর্ষণ হওয়ায় নিকৃষ্টবর্গ অত্যন্ত হেয় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁহাদের প্রভুত্বলাভে ব্যগ্র হয়েন, তখন শূদ্রই একমাত্র যে তাঁহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, এমন নহে, সাধারণের সকলেই। সেই সাধারণের মধ্যে নিকৃষ্টবর্গও যে

অন্যান্যের সঙ্গে সেই বিষদৃষ্টির অংশীদার হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এই প্রাপ্য অংশ এবং উপরি-উক্তরূপ ব্রাহ্মণপ্রপীড়িত অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের দ্বারা ঘৃণাবর্ষণ, এতদুভয়ের একত্র যোগে নিকৃষ্টবর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, যাহারা নিরীহ, তাহাদের উপর দৌরাত্ম্য, দৌরাত্ম্যকারীদের বহুগুণ সত্ত্বেও, তদানুষঙ্গিক হীন প্রকৃতির পরিচায়ক।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা মূলজাতিচতুষ্টয়ের এবং তদন্তর্গত শূদ্রপর্য্যায়ের বিষয়, কিন্তু প্রস্তাবারম্ভে অন্ত্যজ সঙ্করজাতির নামোল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাদের সামাজিক পদ পূর্ব্বেই বিবেচিত হইয়াছে। উহাদের জন্মতত্ত্ব মূল চারিজাতি হইতে ভিন্নতর, এবং উহাদিগের নামের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে উহারা কোন মূলজাতির অন্তর্গত নহে। চতুর্বিধ জাতি স্থাপনের পরে যাহারা সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রতিলোমশ্রেণীভুক্তদিগের উৎপত্তিতত্ত্ব মনুতে এবংবিধ ইতিহাস সহ দেওয়া হইয়াছে।—বেণরাজার রাজত্বকালে মানবগণ কামাসক্ত হইয়া যথেচ্ছা অভিগমন আরম্ভ করিলে, বহুবিধ সঙ্করবর্গের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ গ্রন্থে কথিত মত শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত হইয়া সমাজভুক্ত হয়। সে যাহা হউক, সঙ্করবর্ণ দুইরূপ। অনুলোম ও প্রতিলোম। যাহারা উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নীচবর্ণের কন্যার সহ বিবাহে উৎপন্ন, তাহারা অনুলোমশ্রেণীভুক্ত, এবং যাহারা বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের যদৃচ্ছা ব্যভিচারে উৎপন্ন, তাহারা প্রতিলোমশ্রেণীভুক্ত। এ সকলের

বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত এখানে বিবৃত করা অনাবশ্যক। সেই সকল সঙ্কর বর্ণের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি উচ্চ নীচ বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বা অন্ত্যজ ব্যবসায়ের ভার অর্পিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে সঙ্করজাতির এত আধিক্য হইয়াছে যে, মূলজাতি শূদ্র তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে।

সঙ্ক্ষিপ্ত সার।

ঐতিহাসিক সময় বিলোড়ন করিলে অপরিস্ফুট ভাবে লক্ষিত হয় যে, ভারতের অতি প্রাচীন কালে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ আর্য্যজাতি উত্তর কুরুবর্ষ হইতে আগমন করিয়া ভারতভূমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভারতের অনার্য্য আদিম অধিবাসিগণ অনধিকারপ্রবেশি আর্য্যগণের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, কিন্তু আর্য্যগণ উৎকৃষ্টবলযুক্ত থাকায়, তাহাদের বহুলাংশ আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, শূদ্রনাম ধরিয়া আর্য্যসমাজের নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে স্থাপিত হয়। তৎকালে জাতিভেদে আহার ব্যবহার ভেদ ছিল না। কোন শূদ্রের গুণাবলী দর্শন করিলে, আর্য্যেরা কেবল জন্মগৌরব মাত্র রক্ষা করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার সহিত মিলিয়া আহার ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কালক্রমে দেবতত্ত্ব-রক্ষা হেতু শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণেরা আত্মগৌরববৃদ্ধিলালসায়, নীচজাতিসমূহকে ক্রমে ক্রমে ছিন্ন-সম্বন্ধ করিতে

আরম্ভ করেন। এতন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও অধম বর্ণ মধ্যে কিছু-কাল ঘোর বিবাদতরঙ্গ তরঙ্গিত হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভ হইল, সুতরাং জেতার জিদ রক্ষা হইল, এবং তাহা-দের অভিমত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সেই নিয়ম, পরাজিত বিদ্রোহিবর্গের প্রতি, সম্প্রদায়বিশেষের প্রত্যেকের বল বিবেচনায়, যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হইয়া, জেতার মানসিক গতির অনুরূপবেগবিশিষ্ট হওত পরিবর্দ্ধিত হইল। এই সূত্রে নিম্নস্থ জাতি, সাধারণের পরাজয়ে হীনতার প্রাপ্য অংশ, এবং উচ্চস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তন্নিম্নস্থ জাতিরা যে হেয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার পরি-চালন, ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তন্নিম্নস্থদের একেবারে না চটাইবার নিমিত্ত নিকৃষ্টবর্গের প্রতি তাহাদের সেই দৌরাত্ম্যের অনুমোদন, এই সকল কারণ একত্র হওয়ায় নিকৃষ্টবর্গ অতি শোচনীয় অবস্থা-যুক্ত হইয়া উঠিল। এই অবস্থাই বাল্মীকির সময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মনুতে যদ্রূপ বিধানিত, এ সময়ে প্রায় সেইরূপ শাসনে নিকৃষ্টবর্গ শাসিত হইত। মূল শূদ্র ভিন্ন আরও বহুতর সঙ্করজাতির অবস্থান দৃষ্ট হয়, উহারা অনুলোম প্রতিলোম ভেদে উৎপন্ন।

গৃহস্থ আশ্রমে যাহা সর্ব্বদা আবশ্যক, এরূপ কার্য্য ও সামান্য শিল্প প্রভৃতি, অতি প্রাচীন কালে আপনাপন প্রয়ো-জন অনুসারে আর্য্যেরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া লইতেন। সময়ে লোক বৃদ্ধি হেতু সমাজে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় রূপে সেই সকল পরিণত করিবার আবশ্যক হওয়ায়, এবং আরও নূতন নূতন অভাবের উৎপন্নে, নূতন নূতন ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হওয়ায়,

তাহা উচ্চতা অধমতা অনুসারে, সঙ্করবর্ণের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্মগৌরব বিবেচনায়, তাহাদের প্রতি অর্পিত হয়। সঙ্কর-বর্ণসমূহ সেই সেই ব্যবসায় অনুসারে অনুরূপ নামে খ্যাত হয়।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।
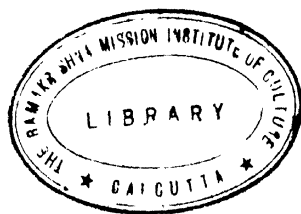
প্রথম পরিশিষ্ট।

মূল প্রবন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৬ পৃষ্ঠার।

আৰ্য্যবিদ্যা। (১)

এই জগতে মানবকণ্ঠনিঃসৃত প্রাচীনতম বাক্যাবলী যাহা কিছু জীবিত থাকিয়া আমাদের হস্তে পৌছিয়াছে, এবং যাহা অসংখ্য-উত্তর-পুরুষ-গত হইলেও লোপ হইবে না, তাহার মধ্যে বেদ সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। আৰ্য্যহিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষে বেদ চূড়ান্ত গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র তদাশ্রয় অবলম্বী, নতুবা তাহাদিগের তিষ্ঠান ভার। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম মন্ত্র, অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা করা যাউক।

মন্ত্রভাগ।

সাধারণতঃ মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া থাকে। মন্ত্রভাগ এক স্থানে এক জনের দ্বারা বা এক সময়ে কথনই রচিত হয় নাই, "সর্ব্বকালং সর্ব্বদেশেষু প্রতিচরণমবিভাগেনৈকৈকো মন্ত্ররাশির্বেদ ইত্যুচ্যতে।" বিশেষতঃ দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত, বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রকৃতি-বর্ণনে এবং সূক্তের ভাবার্থে ও তদ্রূপ অন্যান্য কারণে, পরস্পরের মধ্যে অনেক স্থলে বিরোধি; এক স্থানে এক সময়ে বা এক জনের দ্বারা রচিত হইলে ওরূপ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প থাকিত। ফলতঃ আর্য্যগণের প্রত্যেককুলস্থ কবিদিগের দ্বারা পুরুষপরম্পরা সূক্ত সমুদায় রচিত হইয়া আইসে। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের তৃতীয়মণ্ডলস্থ কতকগুলি সূক্ত, বিশ্বামিত্রের পিতা গাধি দ্বারা গীত, আর কতকগুলি বিশ্বামিত্রের দ্বারা গীত, আবার কতক-গুলি বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষভের দ্বারা গীত, আর কতকগুলি ঋষভের পুত্র

---

(১) এই প্রস্তাব লিখন সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুম, মূলর, ম্যুর, কোলব্রুক ও ওয়েবরের নিকট কিয়দংশে ঋণী।

কট দ্বারা গীত এবং অপর কতকগুলি কটবংশস্থ উৎকিল দ্বারা গীত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, একবংশস্থ কত ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দ্বারা সূক্ত সকল রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বগত পুরুষেরা যে সমস্ত সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যত্নসহকারে রক্ষিত হয় এবং তাহার সঙ্গে উত্তরপুরুষদিগের রচিত সূক্ত সকল যোগ হওয়ায়, কালসহকারে এক এক কুলে বহু সূক্ত রচিত হইয়াছিল। অনন্তর এক সময়ে সেই সকল একত্র সংগৃহীত হইয়া "বেদ" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

বহু কাল ধরিয়া বহু লোকের রচিত গাথা একত্রে সংগৃহীত হইলে কিরূপ বৃহৎ ও দুরায়ত্ত হয় তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। এতন্নিমিত্ত যে যে শ্রেণীর পুরোহিতের যে যে অংশ আবশ্যক, সেই বিবেচনায় বেদকে বিভাগ করা হয়, আবশ্যকের উপর নির্ভব হেতু বিশেষ বিশেষ সূক্ত বেদের সকল বিভাগেই লক্ষিত হয়। এই বিভাগ চারিটী অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বন্ বলিয়া সাধারণের মধ্যে পরিজ্ঞাত। বেদ-বিভাগের বহু পরে যে সকল সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তাহারা "বালখিল্য-সূক্ত" ইত্যাখ্যায় সংহিতার শেষ ভাগে যোজিত। এই বিভাগচতুষ্টয়ের মধ্যে হোতৃদিগের নিমিত্ত ঋক্, অধ্বর্য্যুদিগের নিমিত্ত যজুঃ, এবং উদ্গাতৃদিগের নিমিত্ত সাম। অথর্ব্ববেদ অন্যান্য বেদ সহ ব্রহ্মা পুবোহিতের জন্য। অথর্ব্ববেদে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, আপন্নিবারণ প্রভৃতির মন্ত্র ও বিধি আছে, ব্রহ্মা পুরোহিতকে উহা বিশেষ অভ্যস্ত করিতে হইত, কারণ, যজ্ঞের বা কোন ক্রিয়ার সমস্ত ভাল মন্দ তদারক, ও অসুর-দৌরাত্ম্য ও অন্যান্য আপৎ হইতে যজ্ঞ রক্ষা করা তাঁহার কার্য্য।

বেদ সকল তথাপি বহ্বায়তন থাকায়, আবশ্যক অনুরোধে বহুতর শাখায় বিভক্ত হয়। নিরুক্তভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য কহেন যে, ইহা ব্যাসের তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়, "বেদং তাবদেকং সন্তম্ অতিমহত্ত্বাদ্ দুরধ্যেয়মনেক-শাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ।" তৎপরে তিনি বিভক্ত শাখার সংখ্যা এরূপে দিয়া থাকেন, "একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং। একশতধা আধ্বর্য্যবং। সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্ব্বণং।" অর্থাৎ ঋগ্বেদের একবিংশ, যজুর্বেদের একশত, সামবেদের একসহস্র এবং অথ

র্বনের নয় শাখা। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছান্দোগ্য উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বায়ুপুরাণমতে সামবেদের শাখার সংখ্যা ১০৪০। চরণব্যূহ অনুসারে সামবেদের কেবল সাতটী মাত্র শাখা জীবিত অপরগুলি নিষিদ্ধ দিনে অধীত হওয়ায়, ইন্দ্র দ্বারা নষ্ট হয়, "অনধ্যায়েষ্বধীয়নাস্তে শতক্রতুবজ্রেণাভিহতাঃ প্রনষ্টাঃ।"

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ প্রাচীনকাল হইতেই বহুমানযুক্ত, কিন্তু সারত্ব-সম্বন্ধে ও প্রাচীনত্বে ঋগ্বেদ সর্ব্বাগ্রগণ্য। কি ভাষাবিদ্ কি ইতিহাস বেত্তা সকলের নিকট ইহা অমূল্য রত্ন স্বরূপ। ইহা যে সকল দেবতার মহিমা-গানে পূর্ণ, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সকল মহিমা-গানের প্রত্যেককে সূক্ত বলে, তাহাদের বিভাগ ও সংখ্যা শৌনকের অনুক্রমণী অনুসারে এইরূপ

মণ্ডল	অনুবাক	সূক্ত
১	২৪	১৯১
২	৪	৪৩
৩	৫	৬২
৪	৫	৫৮
৫	৬	৮৭
৬	৬	৭৫
৭	৬	১০৪
৮	১০	৯২+১১ বালখিল্য।
৯	৭	১১৪
১০	১২	১৯১
৫৫ মণ্ডল	৮৫ অনুবাক	১০১৭+১১=১০২৮ সূক্ত।

এতদ্ব্যতীত বাস্কল শাখায় আর ৮টী সূক্ত আছে।

শ্লোক-সংখ্যা ১০৪১৭।

শব্দ-সংখ্যা ১৫৩৮২৬।

প্রত্যেক ছন্দের নিম্নলিখিত ঋচ্ বা শ্লোক-সংখ্যা।

ছন্দ	সংখ্যা	ছন্দ	সংখ্যা
ছন্দ—গায়ত্রী	২৪৫১	ছন্দ—অষ্টি	৬
উষ্ণি	৩৪১	অত্যষ্টি	৮৪
অনুষ্টুভ	৮৫৫	ধৃতি	২
বৃহতী	১৮১	অতিধৃতি	১
পংক্তি	৩১২	একপদা	৬
ত্রিষ্টুভ	৪২৫৩	দ্বিপদা	১৭
জগতী	১৩৪৮	প্রগাথবার্হত	১৯৪
অতিজগতী	১৭	কাকুভা	৫৫
শর্করী	২৬	মহাবার্হত	২৫১
অতিশর্করী	৯		
			১০৪০৯
		অনির্দ্দিষ্ট	৮
			১০৪১৭

ঋগ্বেদের কথিতমত আদর হেতু ঐ বেদের উপরি উক্ত বিশেষ বৃত্তান্তগুলি লিখিত হইল। অন্যান্য বেদের বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিবার স্থানাভাব।

কথিত চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদস্থ বহু সূক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বেদ ত্রয়ী, বহু পণ্ডিতের মতে বেদ প্রথম বিভাগ-সময়ে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত হয় ও ত্রয়ীবিদ্যা নাম প্রাপ্ত হয়। অথর্ব্ববেদ-সংগ্রহ পরে হইয়াছিল। বেদস্থ গান সমুদায় অতি মনোহর, স্বভাবোক্ত-অলঙ্কারপূর্ণ অপূর্ব্বকবিত্বময়। নিয়মিত সুরে বেদগান হইলে বোধ হয় বনস্থ পশু পক্ষীও মোহিত হয়। এই বেদভাগ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা মানসনেত্রে প্রাচীন পিতৃপুরুষ-গণকে স্বচ্ছন্দভাবে অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হইতে থাকিব, সরস্বতীও নিত্য নব ধীর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া কলকলস্বরে শ্রবণতৃপ্তি করত প্রবাহিত হইতে থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ ভাগ।

ব্রাহ্মণভাগ বেদের দ্বিতীয় অংশ, কিন্তু মন্ত্রভাগের বহু পরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়। উহা প্রায় গদ্যে লিখিত। অধ্যাপক রুত (*Roth*) বলেন যে ভারতীয় সাহিত্যসংসারে ব্রাহ্মণভাগ গদ্যরচনার প্রথম আদর্শ। এবং ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ব্রাহ্মণভাগে যে সংস্কৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বৈদিক ও আধুনিক সংস্কৃতের মধ্যস্থলীয়।

প্রথমে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহা বলি। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সমুদায় সমুদ্র-বিশেষ, উহাতে তৎকালোচিত না আছে এমন বিষয়ই নাই। এনিমিত্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমস্ত 'কোন্‌বিষয়ক' বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে, ইহা লইয়া নানারূপ মতভেদ আছে। ফলতঃ মন্ত্রভাগ প্রাচীনত্ব হেতু সাধারণের দুরভিগম্য হইলে, তাহার অর্থ ব্যাখ্যান, এবং প্রচলিত প্রবাদ ও রীত্যাদি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি প্রদান, কর্ম্মকাণ্ডের বিধান, এবং মন্ত্রভাগোক্ত অঙ্কুর লইয়া শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ইতিহাসাদি কথন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আরণ্যক ইহার অংশমাত্র, অরণ্যচারীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট। মন্ত্রভাগে যেমন দেখাযায় যে, সমাজ অতি সরল, সর্ব্বত্রেই প্রায় সমভাব বিরাজমান, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তদ্রূপ নহে। এখানে দেখাযায় যে, পুরোহিতগণের প্রভুত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের অবশ্যপালনীয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি শাসন সহ স্বচ্ছন্দে বিধি প্রদান করিতেছেন। এই সকল গ্রন্থ ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহকারকের নিকট মহার্হ রত্নবিশেষ।

ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে এক ব্রাহ্মণে অন্য ব্রাহ্মণোক্ত বিধি, অর্থবাদ, ইতিহাস ইত্যাদি থাকায়, আবার স্থানে স্থানে মতের অনৈক্য হেতু, বিবেচিত হয় যে, ব্রাহ্মণবিশেষ ঋষিবিশেষের দ্বারা প্রণীত নহে। উহারও অংশসমূহ মন্ত্রভাগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একত্রে সংগৃহীত। উহার অংশসমূহ ভিন্ন ভিন্ন চরণে বহু কাল হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিয়া, অবশেষে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা একত্রীভূত হইয়া সংগ্রহকারের নামানুসারে

নানিত হইয়াছে। কাহারও ...রেও মতে প্রত্যেক বেদশাখা এবং চরণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ ছিল।

বেদোক্ত গাথাসমূহের অর্থবিশেষ লইয়া কালে যে পুরাণ-তন্ত্রাদির মত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রথম বীজবপন ব্রাহ্মণে হয়। অষ্টাদশ পুরাণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগ্রন্থ-সমুদায় পুরাণ বলিয়া খ্যাত ছিল। বেদের যে গানসমূহ কবিদিগের কণ্ঠ হইতে সরলতা ও ভক্তিতে সময়ানুরূপ যদৃচ্ছা নির্গত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে ব্রাহ্মণে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে বিশেষ বিশেষ গানের নিয়োগ হইয়াছে ও তাহাদের গুহ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ দ্বারা এক দিকে প্রকৃতিশিক্ষিত সবল চিত্তক্রিয়ার অপচয়, অন্য দিকে মস্তিষ্ক-বিলোড়িত জটিলতার বৃদ্ধি অবলোকিত হয়।

উপনিষদ্।

ব্রাহ্মণের অন্তভাগকে উপনিষদ্ বা বেদান্ত বলে। ইহাতে একেশ্বরবাদ, জ্ঞানকাণ্ড বর্ণিত। যাহারা বাল্যে অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া, যৌবনে গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিয়া, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ আশ্রয় করেন, উপনিষদ্ তাঁহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। আর্য্যদিগের নিকট শ্রুতিপ্রতিপাদক ধর্ম্মই আদরণীয়, তদ্ব্যতীত আর সমস্ত অগ্রাহ্য এবং হেয়। এইনিমিত্ত পরবর্ত্তী সময়ে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা প্রচার হইয়াছে, তাহাদের সকলেই আত্মসমর্থনার্থে উপনিষদের কোন না কোন স্থলের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে। এই কারণেই আরও পরে আরও নূতন প্রকারের তত্ত্ব প্রচার হওয়ায়, এবং তৎ-প্রতিপোষক মত প্রাচীন উপনিষদ্সমূহে না পাওয়ায়, অনেক জাল উপ-নিষদও প্রণীত হইয়াছে। এখন সেই সকল জাল উপনিষদ্ ভ্রমবশতঃ প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় মাননীয় হইয়াছে। পুরাতন ঔপনিষদিক তত্ত্বের সহ আধুনিক উপনিষদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব তুলনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়াযায় যে, মানব-চিত্ত সারল্য ও বিশুদ্ধতা হইতে কিরূপে কূটত্বে এবং অসম্ভবতায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এমন মহারত্ন সকল নিহিত আছে, যে বোধ হয় মনুষ্য-চিত্ত তদতিরিক্ত গমনে অসমর্থ। উপনিষদের সেই সকল মহারত্ন সম্বন্ধে বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্

মক্ষমূলর বলেন "There are passages in these works, unequalled in any language for graudiur boldness and simplicity." অনেকে অনুমান করেন প্রতি বেদশাখার নিমিত্ত এক এক নূতন উপনিষদ্ ছিল, ইহা কত দূর গ্রাহ্য তাহা বলিতে পারি না, এখন প্রাচীন উপনিষদ্সমূহের ১০৮খানি মাত্র পাওয়াযায়। ভারতীয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রথম বীজবপন প্রাচীনতম বেদান্তভাগে।

পূর্ব্ববর্ণিত মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ, এবং তদংশ উপনিষদ, উহারা সকলেই বেদ বা শ্রুতিপদে বাচ্য। কালসহকারে ভাষার পরিবর্ত্তনশীলতায় বেদ-ভাষা দারুণ দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিলে, তদ্ব্যাখ্যার্থ বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়। বেদাঙ্গ ছয়টী, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এক্ষণে ষড় বেদাঙ্গের প্রকৃতি কি কি তদালোচনা করা যাউক।

১। শিক্ষা।

শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা সায়নাচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন "শিক্ষ্যন্তে বেদনায়োপদিশ্যন্তে স্বরবর্ণাদয়ো যত্রাসৌ শিক্ষা। সৈব শিক্ষা।" যদ্দ্বারা বেদবিদ্যার বর্ণ (letters) স্বর (accents) মাত্রা (quantity) বল (organs of pronounciation) সাম (delivery) সন্তান (Euphonic laws) শিক্ষা দেয়, তাহাকে শিক্ষা বলে।

২। কল্প।

যদ্দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি স্থাপিত এবং ব্যাখাত হইয়া থাকে, তাহাকে কল্প বলে। এতৎসম্বন্ধে গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম কল্পসূত্র। কল্পসূত্রে মনুষ্য-জীবনের দৈনিক ক্রিয়ারও বিধি শ্রুতির মর্ম্মানুসারে বিধানিত হইয়াছে। সেই সেই অংশকে গৃহ্যসূত্র ও সাময়াচারিক সূত্রও বলিয়া থাকে। কাহার কাহারও বিশ্বাস যে, কল্পসূত্রও শ্রুতিমধ্যে পরিগণিত এবং তন্ন্যায় অপৌরু-ষেয়; এ বিশ্বাস ন্যায়মালা-বিস্তার গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে।

যত দূর সংগ্রহকার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, তৎফলে জ্ঞাত হওয়াযায় যে, যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রাচীন ১১খান। যথা, আপস্তম্ব, বোধায়ন, সত্যাষাঢ়, মানবসূত্র, ভারদ্বাজ, বাধুল, বৈখানস, লৌগাক্ষি, মৈত্র, কাঠক ও বারাহ। ঐ বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কল্পসূত্র ১খান, নাম কাত্যায়ন।